...ট্, ও সম্রাট্-মহিষীর
ভারত-পরিদর্শন

(ণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সঙ্কলিত "১৯১১ সনের রাজদম্পতীর
ভারত-পরিদর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক ইংরাজি
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ.
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ৩॥০ মাত্র।

ভূমিকা

১৯১১ সনের ১১ই নবেম্বর আমাদের মহামান্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতপরিদর্শনার্থ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া এ দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। শুভ রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা স্বয়ং জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জকে কৃতার্থ করিবার জন্য এবং ব্রিটিশ শাসনকে এদেশবাসীর হৃদয়ের অনুরাগে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের এই শুভসঙ্কল্পিত ভারত পরিদর্শন। চারিটি ক্রুইজার পরিরক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ 'মেদিনা' জাহাজ ক্যাপটেন চ্যাত্‌ফিল্ডের অধীনে বিচিত্র সাজসজ্জামণ্ডিত হইয়া এতদুপলক্ষে কয়েক মাসের জন্য রাজকীয় সামুদ্রিক নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। ১৪ই নবেম্বর রাত্রি ৯টা ৫ মিনিটের সময় 'মেদিনা' জিব্রল্টারে পৌঁছিল; এই সময় উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা স্যার আর্চ্চবল্ড হাণ্টার রাজদম্পতীকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। ২০শে নবেম্বর সায়ংকালে 'মেদিনা' সৈয়দবন্দরে পৌঁছিলে মিশরের খেদিব ও তুরস্কের যুবরাজ প্রিন্স জিয়াএদ্দিন এফ্‌ফিণ্ডি রাজদম্পতীকে আদর-আপ্যায়ন করিলেন। ২৭শে নবেম্বর রাজকীয় জাহাজ এডেনের শিলাময় বেলাভূমি স্পর্শ করিল। এই স্থানের জনসাধারণের পক্ষ হইতে হর্ম্মাসজি কোয়াসজি মহোদয় তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। ২রা ডিসেম্বর রাজদম্পতী ভারতের দ্বারস্বরূপ বোম্বাই-বন্দরে উপস্থিত হইলেন। বোম্বাই নগরীর সংবর্দ্ধনা অতীব সমারোহপূর্ণ হইয়াছিল। ৭ই ডিসেম্বর সম্রাটের দিল্লী-আগমনে যে দরবার-উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল এবং রাজনৈতিক যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও দানমূলক ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ভারতেতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ১৬ই ডিসেম্বর সম্রাট্ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া নেপালাভিমুখে যাত্রা করিলেন; রাজ্ঞী ইত্যবসরে জয়পুর, আজমীর, বুন্দি, কোটা প্রভৃতি রাজপুতনার বিখ্যাত নগরীগুলি পরিদর্শন করিয়া রাজপুত-রাজগণের চির-ঈপ্সিত ভক্তিমূলক কামনা পূরণ করিলেন। অতঃপর রাজদম্পতী বাঁকীপুরে সম্মিলিত হইয়া কলিকাতাভিমুখে রওণা হইলেন। ৩০শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময়ে তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থান স্বল্পস্থায়ী হইলেও রাজভক্তির ইতিহাসে অতীব স্মরণীয় ঘটনা। ৮ই জানুয়ারী রাজদম্পতী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ১০ই তারিখ রাজকীয় স্পেশাল ট্রেনে বোম্বাই নগরীর 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্' নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে 'মেদিনা'য় আরূঢ় হইয়া ১৪ই তারিখ সুদানবন্দরে, ২০শে সৈয়দ পোর্টে, ৩০শে জিব্রল্টরে বিবিধপ্রকার অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইহাঁর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সম্রাট্‌দম্পতীর আগমনে এই বিশাল রাজ্য অভূতপূর্ব্ব রাজভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ভারতের জনসাধারণ বহুনায়কশাসনপ্রণালীতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই, তাহারা রাজাকেই প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া পূজা করিতে চাহে। আমাদের দয়ালু রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও দয়াময়ী রাজ্ঞী মেরী এদেশবাসীর অনুরক্ত প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্মিলিত হইয়া বুঝিয়া গিয়াছেন যে এই দেশবাসীর রাজভক্তির সঙ্গে অন্য কোন দেশের রাজভক্তি তুলিত হইতে পারে না। ভারতপরিদর্শন ব্যাপারটি শুধু রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নহে—ইহা ভারতবাসীর হৃদয়ের জয়জয়কার—তাহাদের রাজভক্তির উৎসব। ভক্তির যে নৈবেদ্য সম্রাট্‌দম্পতীকে উপহৃত

উৎসব ভারতবাসীর নিকট কিরূপ ভক্তি ও আদরের বিষয়, বৈষয়িক ব্যাপারে অতিমাত্র অভিনিবিষ্ট য়ুরোপবাসী তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এইপ্রকার উৎসবে যদি রাজা স্বয়ং সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে ভারতের অধিবাসী ইহা যে চক্ষে দেখেন য়ুরোপবাসিগণ তাহা ধারণাও করিতে পারেন না। ভারতবাসীর রাজভক্তি শুধু চিরাগত একটা রাজনৈতিক সংস্কারের ফল নহে। সেই রাজভক্তি পার্থিব ব্যাপারের ঊর্দ্ধে, উহা প্রাচ্যজাতির মজ্জাগত চিরন্তন বিশ্বাস-মূলক। রাজশক্তির উপর তাহাদের যে ভক্তি-বিশ্বাস, তাহাতে পার্থিব ও অপার্থিবের অপূর্ব্ব মিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় রাজভক্তি।

মুসলমানের নিকট রাজা "পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ, বিপন্ন ও শরণাগত প্রজার আশ্রয়স্থান"। হিন্দুর নিকট রাজা কেবল রাজনৈতিক শক্তির অভিব্যক্তি নহেন; তিনি সেই শক্তিকে বিশ্বজনীন হিতের সহস্রপথে পরিচালনা করিতে নিযুক্ত। তাঁহার উপরই সনাতনধর্ম্ম রক্ষার ভার; তিনিই ন্যায় ও পুণ্যের আশ্রয়স্বরূপ। ঐ হিসাবে রাজপদে দৈব শক্তি ও রাজদেহে পবিত্রতা আরোপ করা হয়।

এইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু বলিয়াছেন, "ইনি (রাজা) সবিতার ন্যায় নয়ন ও হৃদয়ের আনন্দদায়ক। জগতে এমন কেহ নাই, যিনি তাঁহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে সাহসী হইতে পারেন।"

এইজন্য ভারতবর্ষে রাজপদ বিশেষরূপ মহিমান্বিত। ভারতীয় রাজভক্তি অপরাপর দেশের রাজভক্তি হইতে পৃথক্, কারণ সেই সকল দেশের লোকেরা রাজাকে শুধু শ্রেষ্ঠতম শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে তৎপদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সুনিয়মিত রাজনৈতিক বিধানের প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া তাহা দ্বিধা শূন্যচিত্তে গ্রহণ করিতে ভারতবাসীর মত অতি অল্প জাতিই সমর্থ। ভারতের অধিপতি স্বজাতীয়ই হউন বা ভিন্নজাতীয় হউন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় এখনও প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে "মা বাপ" বলিয়া জানেন। রাজবাক্যের কখনও প্রতিবাদ হইতে পারে না, এবং তাঁহার অতি সামান্য ইচ্ছাও প্রজার নিকট আদেশের তুল্য গুরুতর। তিনিই স্বরাষ্ট্রগগনে সূর্য্যস্বরূপ। তাঁহার রাজপদ চিরসম্মানার্হ। প্রজাগণ তাঁহার জন্ম-দিবস, বিবাহ-দিবস প্রভৃতিতে বিবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান করে বলিয়া তাহাদের জীবন এমন মধুময় হয়।

ভারতবর্ষীয় ক্ষমতাশালী নৃপতিগণও সমগ্রভারতে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। অশোকের সাম্রাজ্য পালার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতে একাধিপত্য।

কুশালবংশীয় রাজগণ বারাণসীর পূর্ব্বাঞ্চল কোন-কালেই অধিকার করেন নাই। মহম্মদ ঘোরিও মধ্যভারত অতিক্রম করেন নাই। আলাউদ্দিনের নিকটে বাঙ্গালা দেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আকবর মাত্র দাক্ষিণাত্যের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। আর আওরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্য কেন্দ্রস্থলেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই দেশজয়ে মনোনিবেশ করিয়া বিজয়ী হইয়াও কালচক্রের আবর্ত্তনে বিজিত হইয়াছিলেন।

ইংরাজরাজের নিকট হইতে সনন্দপ্রাপ্ত এক সাহসিক বণিক্‌সম্প্রদায় ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য বিস্তার

কোম্পানির আমল।

করিয়াছিলেন। কেবল ভারতে নহে, মিশর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত পূর্ব্ব মহাসাগরে তাঁহারা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানি ভারত অধিকার করিলেও পূর্ণভাবে রাজকীয় সম্মানলাভ করিতে পারেন নাই; কারণ ভারতবাসিগণ চিরকালই সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে সম্মান করেন; বহুদূরে অবস্থিত ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত একটি সমিতিকে রাজসম্মান প্রদান করিতে এদেশবাসিগণ অভ্যস্ত ছিলেন না।

এই হেতু ভারতবর্ষ ইংরাজরাজত্বের প্রাক্কালে শুধু ভৌগোলিক সংজ্ঞায় এক সাম্রাজ্য বলিয়া পরিগণিত রহিল। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে এক হইতে পারে নাই, কারণ এই বিস্তৃত দেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহার কোনটি বা দেশীয় রাজার অধীন ছিল, আর কোনটি বা কোম্পানীর নিযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণ শাসন করিতেন। প্রজাপুঞ্জ সেই সেই স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মানিয়া চলিতেন। যদিও কোম্পানীর নিযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের উপর এই সমগ্র দেশটির শাসনের ভার ছিল, তথাপি ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি সমস্ত একত্র হইয়া তখনও এক অখণ্ড ভারতে পরিগণিত হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাবে কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ দেশীয়দিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন সত্য, কিন্তু তবুও শাসনপ্রণালী তখন একটি প্রাণহীন যন্ত্রের মত ছিল। "কোম্পানী বাহাদুর" নামক এতদ্দেশীয় লোককল্পনার অতীত যন্ত্রটি ভক্তি ও

শ্রদ্ধা আকর্ষণে যেরূপ অসমর্থ ছিল, প্রজাগণের অবিশ্বাস ও অসন্তোষ দমনেও তদ্রূপই অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। বিদেশীয়ের শাসনকার্য্যে এরূপ অসুবিধা কতকটা স্বাভাবিক। মোগলশাসনকালে একজন প্রবীণ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন, "নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অনিশ্চিতমতিগতি একদল ব্যক্তির শাসন অপেক্ষা প্রকৃত সম্মানার্হ, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির শাসন এসিয়ার প্রজাপুঞ্জের নিকটে সর্ব্বদাই অধিকতর মর্য্যাদাব্যঞ্জক।"

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রজা-প্রীতি ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক জ্ঞান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু ও মুসলমানগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মভাবের অনুপ্রাণনায় ভারতের শেষ নৃপতি দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহের আশ্রয়ে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ অভিনয় হয়। তখন এই অনর্থের কারণ ও তাহার প্রতিষেধক উপায় একমাত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভিন্ন অপর কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তৎকালে তিনি অলক্ষিত ভাবে যেরূপ সহজ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি ভারতহৃদয়ের ক্ষতস্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক স্নেহের বশে ভারতবাসীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্বীয় সিংহাসনের সন্নিহিত করিয়া, সেই ক্ষত আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

ইংরেজ রাজেশ্বরীর ভারতের শাসনভার সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণ করিবার ঘোষণাপত্র এখন পাঠ করিলে উহা একটি সহজ ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু তখন ইহা সহজ ব্যাপার ছিল না। সে সময়ে ইহা মহারাজ্ঞীর প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। ভারত শাসন-সম্বন্ধে এই ঘোষণাপত্র এক অভিনব ঐক্যের সূত্রপাত করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল। মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রাচ্যজাতির মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন হইতে শাসনযন্ত্রে যেন একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। এই সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রে মন্ত্রী মহারাজ্ঞীর আদেশ প্রচার করিয়া লিখিলেন, শোণিতবর্ষী নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহের পর, তিনি শাসনযন্ত্রের পরিচালনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া কোটি কোটি প্রাচ্যপ্রজার রাজ্ঞীস্বরূপ তাহাদিগকে সম্ভাষণ

হিজ্ এক্সেলেন্সি ব্যারন হার্ডিঞ্জ, পি. সি. জি. এম. এস. আই,
জি. এম. আই. ই—ভারতের রাজপ্রতিনিধি [৪ পৃঃ

হার এক্‌সেলেন্সি লেডী হার্ডিঞ্জ, সি. আই [২৫ পৃঃ

উন্নতির ব্যবস্থা হইবার সময় উপস্থিত হইল। মহারাণী স্বীয়পুত্রের নিকটে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার আগমনে এ দেশবাসিগণের মধ্যে কেমন সমপ্রাণতা জাগিয়াছিল তাহাও জ্ঞাত হইলেন। রাজ্ঞী যে এই মহাদেশের প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখে সহানুভূতিশালিনী এবং তাহাদিগের রাজভক্তিতে যে তিনি অকপটভাবে বিশ্বাসপরায়ণা, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি "ভারত-সাম্রাজ্ঞী" উপাধি ধারণ করিয়া এ দেশের সহিত স্নেহ ও ভক্তির সম্বন্ধ দৃঢ়তর এবং সেই সম্বন্ধের ভিত্তি প্রসারিত করিলেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ইহাতে অভিনব গৌরবলাভ করিলেন; তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন জগতে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাতে সাধারণের মঙ্গল নানাভাবে সাধিত হইল এবং জ্ঞান বিস্তারের পথ পরিষ্কৃত হইল। শাসন সম্বন্ধে সাম্যবাদের নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল; অধীনতার পরিবর্ত্তে প্রজাশক্তির সহায়তা ও অন্ধজড়তার স্থলে উন্নতির প্রবাহ সূচিত হইল।

ইহার পূর্ব্বেই অবিশ্বাস ও সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল। এদিকে রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়াতে দূরদেশগুলি যেন নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও যেন ক্রমশঃ শিথিল হইতে চলিল। এই সকল কারণেই রাজপ্রতিনিধি মহোদয় এবার মহারাণীর পক্ষ হইতে দেশীয় নৃপতি-বৃন্দ এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের অবাধ সম্মিলন সংঘটনের সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি এই সুবৃহৎ দরবারের সফলতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত ছিলেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারতে পদার্পণ ও ভিক্টোরিয়ার উদার নীতির ফল।

অতি প্রাচীনকালে "আলেক্‌জান্দার দি গ্রেট্" কল্পনা করিয়াছিলেন যে, এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে শাসন করিবেন, এবং এই শাসনে তাহারা পরস্পরের ভেদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকেই সম্রাট্ বলিয়া জানিবে। কিন্তু তিনি অথবা তদীয় সেনাপতিগণের মধ্যে (যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে গিরিপথ ভেদ করিয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন,) কেহই এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যাহা পারিলেন না, তাহা একজন উদারচেতা মহিলা স্বীয় স্বাভাবিক মহত্ত্ব, সহানুভূতি ও রাজনীতিজ্ঞানদ্বারা সাধন করিলেন।

ইংরেজ ও ভারতবাসিগণের সম্মিলিত রাজভক্তিদ্বারা উভয় জাতির সৌহার্দ্দের ভিত্তি যেন দৃঢ়তর হইল। বহির্শত্রুগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত ও পরা-

এই সময়ে এদেশে যেরূপ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি যুবরাজরূপে একবার এদেশে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে সম্রাট্‌রূপে লাভ করায় তাহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে জানাইবার জন্য কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করিতে তাহারা ব্যগ্র হইয়াছিল। অভিষেকোৎসব উপলক্ষে শুধু প্রত্যেক প্রদেশ ও করদরাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণের একত্র সম্মিলিত হওয়াই যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইল না। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে এক দরবার আহূত হইয়াছিল। এইরূপ দরবারের প্রয়োজন ছিল, কারণ কোম্পানীর অধিকার লোপের সঙ্গে ভারতশাসন এখন রাজবংশগত হইয়াছিল ও প্রত্যেক রাজার অভিষেকোৎসব কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

১৮৭৭ এবং ১৯০৩ সালের দরবারে প্রভেদ।

রাজশাসন সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে দেশীয় করদরাজগণ মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি-মহোদয়ের সহায় হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন; পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, এবং তাহার আশ্চর্য্যফল চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় জীবনের এই অভিনব অধ্যায়ের একটা চিহ্ন স্থায়ী ও স্মরণীয় করিবার জন্য চিরন্তন প্রথানুযায়ী দরবার পুনর্ব্বার আহ্বান করা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯০৩ সনে দিল্লীতে বিরাট্ দরবার আহূত হয়। লর্ড লিটনের দরবারে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও প্রাদেশিকশাসনকর্ত্তৃগণ রাজপ্রতিনিধি হইতে সুদূরে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ স্বতন্ত্র ছিল, আর তাঁহারা দরবার ব্যাপারে যেন কতকটা নির্লিপ্ত ছিলেন। রাজপ্রতিনিধিই সমস্ত করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে সাধারণ প্রজাবৃন্দের কোন সংস্রবই ছিল না। তাহারা তামাসা দেখিবার জন্য পশ্চাৎদিকে ভিড় করিয়া ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী লর্ড কার্জ্জনের দরবারে, করদরাজগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দ ও প্রকৃত উৎসাহের সহিত স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

সাধারণ প্রজাপুঞ্জ এই উৎসবে যোগদানের কতকটা অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে অধিকার খুব বেশী ছিল না। বহুসহস্র ব্যক্তি এই দরবার পরিদর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে দরবার শুধু দিল্লীতে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু ১৯০৩ সনে দিল্লীর অনুকরণে

অভিষেকোৎসব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটি চিরাগত ও অপরিহার্য্য প্রথা। যে দেশে ইহা সতত সংঘটিত, সুপরিচিত ব্যাপার, সেখানে রাজাধিরাজের অভিষেকোৎসব একটা বৃহৎ উৎসবে পরিণত করা স্বাভাবিক। রাজার মৃত্যুর পর, তৎস্থলে অন্য একব্যক্তি সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন। রাজ-গৃহে অনুষ্ঠিত এই সিংহাসনারোহণ ব্যাপারটিতে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই, কিন্তু ইহা যখন প্রজাগণের আনন্দোৎসবে পরিণত হয়, তখন তাহার একটা বিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি হয়। এক রাজার স্থলে অন্য রাজার অভ্যুদয়ে সুদূরে অবস্থিত কোটী কোটী প্রজার জীবনে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে? কিন্তু, এইরূপ অভিষেকোৎসবে যখন রাজার সহিত প্রজার ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ তাহারা অনুধাবন করিতে পারে, তখন তাহার ফল হিতকর না হইয়া যায় না।

ভারতে দুইটী দরবার হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৭ অব্দের দরবার উপলক্ষে সকলে জানিল, এই দেশের শাসনভার ভারত-সাম্রাজ্ঞী গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় দরবারটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দরবারে সম্রাট্-ভ্রাতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ভারতেতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা।

ইতিমধ্যে শাসক ও শাসিতের মিলনের পথ প্রশস্ততর ও সেই মিলনের ভিত্তি দৃঢ়তর হইল। যাতায়াতের সুবিধা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার লাভের ফলেও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি দরবার-ব্যাপারে যোগ দান করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও মঙ্গলের কথা এই যে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নূতন সম্রাট্-দম্পতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকলের নিকটেই পরিচিত ও প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই ভিক্টোরিয়ার বংশের দয়ার কথা সম্রাট্-দম্পতির অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার কার্য্যে এই ভাব প্রকাশ পাইল। যুবরাজ-দম্পতিরূপে সম্রাট্ এবং তৎপত্নী যখন এই দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদের সৌম্যমূর্ত্তি ও দয়ার অনেক কথা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। দাতব্য-চিকিৎসালয় হইতে প্রত্যাগত রোগী পল্লী-গ্রামে আসিয়া, যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর সহসা হাস্পাতাল পরি-দর্শনের কথা ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা গল্পচ্ছলে প্রচার করিয়াছিল। রাজদর্শনের অভূতপূর্ব্ব ফলে তাহাদের ব্যাধি-যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল এ কথাও তাহারা বলিতে বিস্মৃত হয় নাই। এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি

পূর্ব্বকার শুভাগমনের স্মৃতি।

সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল।

এই ভাবপ্রধান-রাজ্য-শাসন বিষয়ে তোমরা ভাবহীনতা দেখাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এদেশের সাম্রাজ্য নিশ্চিতরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" রাজাই এদেশের প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক অন্য কোন কথা এদেশবাসীরা বুঝে না। রাজা নিজেই শাসনের একমাত্র নিয়ন্তা, এবং প্রজাদের চক্ষে ইহকাল ও পরকালের সহায়স্বরূপ। সুতরাং পরিচিত সম্রাটের সিংহাসনাধিরোহণের পর সকলেই যে উপদেশ ও সাহায্যের জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সকলেরই খুব বিশ্বাস ছিল যে, এই উপলক্ষে সম্রাটের ভারতের সহিত পরিচয় ও সহানুভূতির ফল কার্য্যতঃ প্রকাশ পাইবে। যদিও এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা কোন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই, তথাপি তাহাদের মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, এদেশে উৎসব এমনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে যে, তাহাতে ভারতবাসীর আশাভরসা সফল হইবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে। "পুরাতন সমাজ নূতন পৃথিবীতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছে, এই জন্য তাহার উপযোগী" করিয়া শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, এবং রাজার সহিত গাঢ়তর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। কিন্তু এই আশাভরসা সত্বেও চিরাগত প্রথা অন্যরূপ, রাজসম্বর্দ্ধনার সুযোগ এ দেশে হয় নাই, তদনুসারে সম্রাটের উপস্থিতির উপর ভারতবাসী কোন দাবী করিতে পারে নাই। ফলতঃ ভারতসম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইবার জন্য, তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার কোন আবশ্যক ছিল না। ইংলণ্ডের রাজমুকুট ভারতেরও বটে। তিনি যে স্বর্ণময় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ইংলণ্ডে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহাতে ব্রিটিশ রাজ্য ও ভারতসাম্রাজ্য এই উভয় রাজ্যেরই আধিপত্য চিহ্ন গ্রথিত আছে। সুতরাং দূর হইতেই ভারতবাসীর তৃপ্তিলাভ করাই স্বাভাবিক।

ভারতের ভাবপ্রবণতা।

১৯০৩ সনের অনুকরণে বর্ত্তমান দরবার তাঁহারই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, লর্ড কার্জ্জন যে আশা দিয়াছিলেন ভারতবাসী তাহা বিস্মৃত হয় নাই। "বিজ্ঞানের প্রভাবে, যেরূপ স্থান ও সময়ের দূরত্ব ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে, আমরা এখন আশা করিতে পারি,—কোন ভবিষ্যত রাজপ্রতিনিধির সময় এইরূপ অভিষেকোৎসবে যিনি স্বয়ং রাজ্যের কর্ণধার তিনি উপস্থিত হইবেন, এবং তাঁহার প্রতিনিধি তখন একটা

আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? রাজদর্শনে ভারতবাসীর মনে যে ভাব উদ্রেক করে, তাহা পাশ্চাত্য জাতির অনুধাবন করা কঠিন। রাজাকে একবার চক্ষে দেখিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন, কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহাদের মনে, আরও নানাপ্রকার আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। উৎসবে নানারূপ অনুগ্রহ বিতরণের রীতি আছে। ভারতীয় রাজগণ এইরূপ উৎসবের সময়ে অর্থ, খিলাত ও বিবিধ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজরাজেশ্বর অবশ্যই এমন কিছু করিবেন, যাহার ফল স্থায়ী এবং দেশ ব্যাপক হইবে। সকলের মুখেই প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা গেল। মোকদ্দমাকারিগণ মোকদ্দমা স্থগিত রাখিল। কারণ তাহাদের বিশ্বাস হইল যে সম্রাট্ আসিলেই তাহারা ন্যায়ানুমোদিত প্রতিকার পাইবে। রাজকর্ম্মচারিগণ রাজসান্নিধ্যে স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। কৃষক অনাবৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ হইল না, সে বিশ্বাস করিল, রাজপদার্পণে ধরিত্রী স্বভাবতই শস্যশালিনী হইবে। বহুদূর হইতে যাত্রিগণ রাজাকে একবার দেখিতে পাইবে বলিয়া আসিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদিগণের জিহ্বা নীরব হইল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম শুধু একটী মানবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্য, ত্রিশকোটী লোকের সম্মিলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই ঘটনা একটী গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে দেশময় রাজনৈতিক নব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হইল। স্বদেশপ্রেম উন্নততর ও গভীর হইল; জাতীয় জীবনে এক নূতন গৌরব প্রতিষ্ঠা পাইল, এবং এক রাজার প্রজা বলিয়া জাতিধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে ভারত ও ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি এবং জাতিগত সম্বন্ধ ঘনীভূত হইল।

আবার সম্রাট্ শুধু একক আসিবেন না। সাম্রাজ্ঞীও তাঁহার সঙ্গে এই দেশে পদার্পণ করিবেন। সাম্রাজ্ঞীর আগমন-সংবাদে লোকের বৈদিক যুগের কথা মনে পড়িল। বৈদিক যুগে রাজ্ঞী এবং পুরনারীগণ সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের স্বামিগণের সমকক্ষ ছিলেন। ইংরেজজাতি রাজ্ঞীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহা এবার ভারতবাসীর চক্ষে সমুজ্জ্বল হইল এবং এই মহিমান্বিত আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া ভারতবাসী পুনরায় তাহাদের নারীজাতির অবস্থা উন্নত করিতে শিক্ষা করিল। রাজাভিষেকের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে গভীর ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। ভারতের রাজন্যবর্গের কয়েকজন

সন্দেহ রহিল না। চিরাগত প্রথানুসারে দিল্লীর এই উৎসব শুধু প্রাচীন ব্যাপারের অনুকরণে পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহা ভবিষ্যত জীবনের নবপ্রতিষ্ঠা সূচনা করিয়াছে। প্রাচীন কালে পরাভূত বা বন্দী রাজার দৈন্যধ্বনি, অথবা তাহাদিগের প্রতি গর্ব্বিতের দয়া প্রদর্শনে এইরূপ উৎসবের একদিকে ব্যথা জাগিয়া উঠিত। কিন্তু বর্ত্তমান উপলক্ষে তাহা কিছুই ছিল না। রাজগণ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রজাগণ সর্ব্বপ্রথম এইরূপ অভিষেকোৎসবে যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিল। সহস্র সহস্র প্রজা রাজদর্শনের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইল। তাহাদের চক্ষে রাজা শুধু একটা বড় উৎসবের কেন্দ্র, কিংবা বৃহৎ শাসন যন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় নহেন—তিনি প্রজাদের সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয়,—রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল ব্যাপারের মূলাধার। রাজা তাহাদের চক্ষে উন্নত কর্ত্তব্যের উপদেষ্টা এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের আদিগুরু। এ বিষয়ে কালিফ্‌গণও তাঁহার সমকক্ষ নহেন। দরবারের সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই—

দরবারের দৃশ্য।

সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু নূতন অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, এবং ভারত যে নবজীবনলাভ করিয়াছে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। দিল্লী মহানগরীতে কোন কোন ব্যক্তিকে, সম্রাটের আগমন উপলক্ষে, আনন্দের আতিশয্য হেতু, গলদশ্রুলোচনে, অপরকে আলিঙ্গন করিতে দেখা গিয়াছিল। সম্রাট্ যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন সে স্থানে অনেকে ভুলুণ্ঠিত হইয়াছিল। বৃদ্ধগণ অপরের সাহায্যে পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—উদ্দেশ্য—যেন তাহারা সম্রাটের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া সুখে মরিতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবে এই আশায় অনেকে তাহাদিগের শিশুগণকে উত্তোলন করিয়া সিংহাসন স্পর্শ করাইয়াছিল, প্রত্যেকেই নিজস্বভাবে প্রত্যেক্যের ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। এবং কেহ কেহ অপূর্ব্ব আবেশে উদ্বেলিতহৃদয়ে কি কথা বলিতেছিল তাহা নিজেরাও ভাল বুঝিতে পারে নাই।

প্রজার ভালবাসা ও রাজার প্রজারঞ্জন-চেষ্টা অন্য সকল চিন্তা ও কার্য্যকে পরিচালিত করিয়াছিল। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে সমস্ত ভারতবর্ষ—"পূর্ব্ব দেশবাসী এডেনের শেখগণ হইতে পশ্চিমে চীনপ্রান্তস্থ মেকং দেশের সান দলপতি পর্য্যন্ত—সকলেই সার্ব্বজনীন রাজভক্তির গভীরতা অনুভব

করিয়াছিল এবং একই উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।" রাজমুকুট যাঁহার শিরঃশোভা সম্পাদন করিয়াছিল তিনি কিন্তু তখনও ঘোর সমুদ্রের অপর পারে কোন দূর স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছিলেন। ১৯১১ সনে সম্রাট্ ব্যক্তিগত প্রভাবে, প্রজার হৃদয়ে প্রীতি জাগাইয়া তুলিলেন। এই প্রীতিতেই প্রাচ্য দেশবাসিগণের মধ্যে একতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ বলিয়াছিলেন, "আমি বিশ্বজনীন সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছি। আমাকে আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ করিতে জাতি ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলে যে মিলিত হইয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই একতা ও মিলন কি তাহাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হইবে না? ইহা হইলেই বুঝিবে, আমাদের ভারতে আগমনের প্রকৃত সুফল ফলিয়াছে।"

সম্রাটের প্রীতি।

সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী ভারতে অতি অল্পদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কয়েকদিন ছিলেন তাহা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, রাজা-প্রজা সকলের পক্ষেই সর্ব্ববিষয়ে শুভকর হইয়াছিল। সম্রাটের আগমনে উৎসব ও বাহ্যাড়ম্বর কতকটা অপরিহার্য্য; কিন্তু যে অল্প কয়েকদিন তিনি এই দেশে ছিলেন তাহার মধ্যেই, গুরুতর রাজকার্য্যের অবসরসময়ে অনেক সামান্য সামান্য বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রজার আবেদন-শ্রবণ, দাতব্যচিকিৎসালয় পরিদর্শন, দরিদ্রদিগকে খাদ্য বিতরণ এবং কলিকাতা ও বোম্বাইএর রাজপথে অগণিত ব্যবসায়ীদিগকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্বারা তিনি ভারতবাসীদিগের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এতদ্বারা যে মহাসুফল-লাভ হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে কাজ মহারাণী-ভিক্টোরিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন ও সম্রাট্ সপ্তম-এডোয়ার্ড সুসম্পন্ন করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন, আজ বর্ত্তমান সম্রাট্ তাহা সম্পূর্ণ করিলেন। এরূপ ঘটনা এইভাবে আর ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। এই ঘটনা কালে বিস্মৃতির গহ্বরে লীন হইয়া যাইতে পারে, কারণ মানুষের স্মৃতিশক্তির একটা সীমা আছে। সেই ভাবটী পুনরায় উদ্দীপিত করিবার জন্য এবং সম্রাট্ পরিবারের সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভারতবাসী এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অভিলাষ করিবেন সন্দেহ নাই। রাজা জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতকে প্রীতির সুবর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভারত এখন নিঃসন্দেহে বিরাট্ সাম্রাজ্যের

সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে এই কথাগুলি ছিল। "ভারতের রাজাপ্রজা একত্র হইয়া রাজকীয় আগমন উপলক্ষে ইংলণ্ডের মহাজাতির প্রতি স্বীয় সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। জগদ্‌ব্যাপি মহা-সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহারা মিলিত হওয়াতে তাঁহাদের ভাগ্যসূত্র চিরদিনের জন্য একত্র গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহারা এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যজনিত গভীর প্রীতি এই সুযোগে আজ জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্রাট্‌দম্পতীর ভারতাগমন ব্যাপার এখন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গভীর প্রীতিভক্তির উদ্রেক করিয়াছে। সম্রাট্‌দম্পতী তাঁহাদের অপার সহানুভূতি, এবং সমস্তশ্রেণীর প্রজার হিতকামনাদ্বারা ইংলণ্ড ও ভারতের সৌহার্দ্দবন্ধন দৃঢ়তর করিয়াছেন এবং যে চিরন্তন রাজভক্তি ভারতবাসিগণের বিশেষত্ব তাহা ব্যক্তিগতভাবে গাঢ়তর করিয়াছেন।

ভারতবাসীদের তার সংবাদ।

"ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সংস্পর্শে আসিয়া যে অনেক সুখ ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতবাসীরা আজ গৌরবসহকারে সম্রাটের প্রতি তাঁহাদের অটলভক্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে সম্রাটের ভারতাগমন এক মহা ব্যাপার। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন যুগের প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে। ভারতবাসীরা বিশ্বাস করেন, এই ঘটনায় তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সুখ, উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।"

তাঁহারা যে সকল কথা এই সরল উক্তিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়াও তাঁহাদের একটা প্রাণের কথা অকথিত ছিল। তাহা কোটী কোটী প্রজার হৃদয়ের অনভিব্যক্ত আনন্দ। তাঁহাদের চক্ষে সম্রাট্‌ বিশ্বের সমস্ত শুভ ও মহত্বের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ, একথাটি তাঁহারা প্রকাশ করিবার ভাষা পান নাই।

সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে যে রেলওয়ে দিয়া তাঁহারা যাইতেছিলেন, সেই রেলওয়ে কোম্পানীর সভাপতি বিস্‌বরোর আর্ল এর কন্যা লেডী গুইনেথ পন্‌সন্‌বি রাণীকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিলেন।

অতঃপর সম্মিলিত বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া রাজা ও রাণী লণ্ডন, ব্রাইটন এবং সাউথকোষ্ট রেলওয়ে এর স্পেশেল ট্রেনে প্রবেশ করিলেন। বেলা ১০টা ৩২ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। রাজার নিজ পরিবারও তৎসঙ্গিগণ ভিন্ন রাণী আলেকজান্দ্রা, নরওয়ের রাণী, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া, কন্নটের রাজকুমার আর্থার, পোর্টস্‌মাউথ পর্য্যন্ত রাজা ও রাণীর সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ট্রেন সাড়ে বারটার সময় পোর্টস্‌মাউথ পোতাশ্রয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল ও ক্রমে ক্রমে জেটীতে পহুঁছিল। ট্রেন এই পথ ধীরে চলাতে সকলেরই দেখিবার সুবিধা হইল। চতুর্দ্দিকে তুমুল আনন্দধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। এদিকে জেটী রক্তবর্ণ ও অন্যান্য নানারূপ বস্ত্রে এবং পতাকামালায় সজ্জিত হইয়াছিল। রাজা যে জাহাজে যাইবেন, তাহা এইখানে প্রস্তুত ছিল। গাড়ী থামিলে, তাঁহারা সামরিক এবং সাধারণ ও নৌবিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইলেন। হ্যাম্পশায়ার কাউণ্টির অস্থায়ী লর্ড লেফটেনেণ্ট ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন, ফার্ষ্ট সিলর্ড অব্‌ দি এড্‌মিরালটি, রাইট অনরেবল উনষ্টন চার্চহিল, পোর্টস্‌ মাউথের প্রধান নৌসেনাপতি, সঙ্গিগণসহ ফ্লাগ অফিসারগণ, কমোডরগণ, রয়েল ম্যারিন আর্টিলারী ও রয়েল ম্যারিন লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রির কর্ণেল সৈন্যধক্ষ্যগণ, ক্যাপ্টেনগণ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ রাজসম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রয়েল ন্যাভাল ব্যারাক্‌ এবং রাজকীয় "এক্‌সেলেণ্ট" নামক যুদ্ধ জাহাজের দুইশত উৎকৃষ্ট নৌসেনা রাজদেহ রক্ষার কার্য্য করিতেছিল। সৈন্যগণ জেটীর উপর দাঁড়াইয়াছিল। রাজা ইহাদিগকে পরিদর্শনের পর "মেদিনা" নামক জাহাজের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে রিয়ার আড্‌মিরাল সার্‌ কলিন কেপেল ও পশ্চাতে পশ্চাতে রাণী এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ যাইতে লাগিলেন। রাজা "মেদিনা"তে আরোহণ করিলেন।

ছয় হাজার মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ ভারত পথে এই মেদিনাই রাজপ্রাসাদ

সুখতরী 'আইরিন' বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত বলিয়া সর্ব্বাগ্রে ও তৎপশ্চাৎ নৌবিভাগের সুখতরী 'এন্‌চ্যাণ্টে্রস্' অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তখনকার শোভা অপূর্ব্ব, তেমন মহিম-ব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য মাত্র সমুদ্রেই সম্ভবে। বিশাল সমুদ্রের বিশালতা ভেদ করিয়া অর্ণবযানের গমনভঙ্গী অনির্ব্বচনীয়। রাজার অগণিত প্রজাপুঞ্জের আন্তরিক শুভকামনা এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব হেতু এই ব্যাপার সমধিক মহিমশালী হইয়াছিল। রাজা ও রাণীর জন্য ইংলণ্ড-বাসিগণের বদনে যেন দুঃখের রেখাপাত দৃষ্ট হইল। তাহার কারণ বিগত গ্রীষ্মের সময়কার ঘটনা হইতে সেই দেশবাসিগণ সম্রাট্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছে, তাই এত আনন্দেও তাহারা কিছু নিরানন্দ হইয়াছিল।

যে চারিটী ক্রুইজার রাজার সঙ্গে চলিল, তাহাদের নাম 'কক্রেন', 'আরগিল', 'ডিফেন্স', 'ন্যাটাল'। চারিখানি ক্রুইজারই 'মেদিনা'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমসূত্রে চলিতে লাগিল।

অতঃপর রাজা নৌবিভাগের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করাতে 'এন্‌চ্যান্‌ট্রেস' জাহাজ তাঁহাদিগকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা আন্তরিক শুভকামনাসূচক বিদায়-সংবর্দ্ধনা দ্বারা সম্রাট্‌কে অভিনন্দিত করিলেন। উত্তরে রাজা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। 'নাব' নামক স্থানের আলোকজাহাজের সন্নিকটে আর একটি বিরাট্ নৌদৃশ্য দেখা গিয়াছিল। এখানে যুদ্ধজাহাজ ও ক্রুইজারগুলির মধ্য দিয়া রাজকীয় পোত চলিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে দশটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট.বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ এবং ক্রুইজার ছিল। যুদ্ধজাহাজ কয়েকটির নাম, 'নেপ্‌চুন', 'সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট', 'ভ্যান্‌গার্ড', 'টেমেরেইর', 'ড্রেড্‌নট', 'সুপার্ব্ব', 'কোলিংউড্', আর ক্রুইজার কয়েকটির নাম "ইন্‌ডমিটেবেল" (অদম্য) 'ইন্‌ডিফ্যাটিগেবেল' (অশ্রান্ত), এবং 'ইন্‌ভিন্‌সিবল্' (অজেয়); এই দশটি যুদ্ধজাহাজ রাজা ও রাণীকে অভিবাদন করিয়া ইংলিশ-প্রণালীর পথে সঙ্গে সঙ্গে গেল। সমুদ্রে রাজকীয় বিরাট্ জাহাজপংক্তি সজ্জিত হইয়া যে দৃশ্য উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব, তাহা বৃটিশ নৌবলের পরিচায়ক। রাজদম্পতী বিস্কে উপসাগরে পশ্চিমে ঝড়বৃষ্টি ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণে টাগাম নদীর মুখ অতিক্রম করিলে, প্রকৃতি অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল। ঝড়েতে 'আরগিল' ও 'ন্যাটাল' এই দুই খানি জাহাজ কিছু জখম হইয়াছিল। ১৩ই নভেম্বর রাজা ও রাণী

'মেদিনা'র রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিল। অন্যান্য ক্রুইজারগুলি ইহার পূর্ব্বেই কয়লা তুলিবার জন্য এডেন বন্দরে গিয়াছিল। রাজার জাহাজ এখনও যুদ্ধসীমা অতিক্রম করে নাই, কারণ ইতালীর নৌশক্তি আরবের তীরভূমি আক্রমণে নিযুক্ত ছিল। রাজা লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়া চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ইতালীর রাজার সেনাপতিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া 'মোখা' ও 'সেখ সৈয়দ' এই দুই স্থানে গোলাবর্ষণ ক্ষান্ত রাখিয়াছিলেন। এই চারি দিন প্রকৃতি কতকটা শান্তভাবাপন্ন ছিল এবং বায়ুও অপেক্ষাকৃত শীতল ছিল। ২৭শে নভেম্বর ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় এডেনের শিলাময় পাহাড়শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় 'মেদিনা' বন্দরে আসিয়া লাগিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এডেন প্রথম ইংরেজাধিকারভুক্ত হয়। এডেনে কোন দিন কোন রাজা আসেন নাই। তাই রাজার আগমনোপলক্ষে অতি প্রত্যূষ হইতে অভিনব উৎসাহে সকলেরই উৎফুল্লভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। জাহাজ তীরে লাগিলে, ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারে পৌঁছিবার চিহ্ন-জ্ঞাপক অভিবাদনসূচক তোপধ্বনি হইল। এই তোপধ্বনিকারী যুদ্ধজাহাজগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ "রয়েল আর্থার"ও ছিল।

পূর্ব্বদেশে ভ্রমণকারিগণের পক্ষে এডেনের ভীষণদর্শন সূক্ষ্মাগ্র-শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়গুলি এবং তাহাদের সম্মুখভাগের সমুদ্রবিহারী পোতশ্রেণীর শ্বেতবর্ণের পালসমূহ ও প্রফুল্লদর্শন হর্ম্ম্যপংক্তি চিরপরিচিত দৃশ্য। আজ তাহাদের রূপ যেন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য নাই, কেবল জনস্রোতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। জাহাজসমূহ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে এবং তীর ও ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; সমস্তই জনপূর্ণ। তুরকী, পারসীক, আরবীয়, সোমালী, মৈশরিক, আর্ম্মাণি, ইহুদী, গ্রীক্, হাবসী, সুদানী, প্রভৃতি প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকবৃন্দের সকলেই তাহাদের চিরশ্রুত বহুআরাধ্য রাজা ও রাণীর সন্দর্শনলাভের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন কি বিগত রাত্রির দুর্যোগ এই শুভ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল, অদ্য রাজসংবর্দ্ধনার সাহায্য করিবার জন্যই যেন মেঘাবরণ অপসারিত করিয়া উজ্জ্বল সূর্য্যালোক ফুটিয়া উঠিল; এবং আরাম-প্রদায়ী শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। 'মেদিনা' তীরে লাগিবার কিছু পরেই

মেজর জেনারেল জেমস্ বেল তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ সহ জাহাজে উঠিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে সমাদর প্রদর্শন করিলেন। তিনি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ভারতে যাইতেছেন, তাই জেমস্ বেলকে কে, সি, ভি, ও, উপাধিতে ভূষিত করিলেন। জলযোগের পর সম্রাট্-দম্পতী তীরে অবতরণ করিলেন। 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্'-বাঁধে রেসিডেণ্ট এবং সামরিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মচারিগণ, বাণিজ্যদূতগণ এবং বন্দরের পরিচালনসমিতির সভ্যগণ সম্রাট্কে অভ্যর্থনা করিলেন। রেসিডেণ্ট সম্রাট্-দম্পতীকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বাঁধের উপর সুন্দর চন্দ্রাতপের নিম্নে দাঁড়াইয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। সম্রাট্ আড্মিরালের শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্রে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া'র ফিতা বাঁধা ছিল।

কাপ্তান ডি, এইচ্, এফ্, গ্রাণ্টের নেতৃত্বে লিঙ্কল্ন্সায়ার সৈন্যদলের ১ম দল সম্মানিত দেহরক্ষকের কার্য্য করিবার জন্য জেটীর পূর্ব্বদিকে অশ্বারোহণে প্রস্তুত ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে পরিদর্শন করিলেন। এডেন-সৈন্যদলের একাংশ বাম ভাগে দণ্ডায়মান ছিল। এই সৈন্যদলের পুরোভাগ বর্শাধারী সৈন্যে ও পশ্চাদ্ভাগ উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী সৈন্যে পূর্ণ ছিল। এডেনে যে সকল জাহাজ রসদাদি আনয়নকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের রক্ষার্থ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সৈন্যদলের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

সম্রাট্-দম্পতী স্থানীয় প্রধান বণিক্ মিষ্টার কোয়াসজি দিন শা মহোদয়ের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ওভেনের উপর নির্ম্মিত তাবুর নিকট গেলেন। এই স্থানটিতেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্ কনট্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচিত করেন। সম্রাটের সহিত রক্ষকস্বরূপ এডেন-সৈন্যদলের একাংশ ছিল। সম্রাটের গাড়ীর ঘোড়ার উপর দুইজন অশ্বরক্ষক বসিয়া ছিল। অবশিষ্ট গাড়ীগুলিতে সম্রাটের সঙ্গীয় অন্যান্য সকলে ছিলেন। কাপ্তেন ওয়ালারের নেতৃত্বে 'গার্ড অব্ অনার' সৈন্যদল পরিদর্শন করিবার পর সম্রাট্-দম্পতী কিছুকালের জন্য উপবেশন করিলেন। উপবেশনের জন্য দুইটি বিচিত্র কারুকার্য্যালঙ্কৃত সিংহাসন সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে স্থাপন করা হইয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতীর প্রবেশসময়ে পারসী বালকবালিকাগণ মিষ্টার কোয়াসজি দিনশা মহোদয়ের বাড়ীর সম্মুখভাগে গুজরাটী ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়াছিল।

বস্ত্রপূর্ণ সিন্ধুকের ব্যবসায়ী" বলিয়া প্রথিত ছিলেন। সমিতির দুইজন সভ্য (দিন্‌শা ও মেসা মহোদয়দ্বয়) সম্রাট্-দম্পতীর স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তন সময়ে "ভি, ও" উপাধিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। আরব বালকগণ ইউনিয়ন ক্লাবের সম্মুখে স্বদেশীয় ভাষায় ও সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাইয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতী "ক্রেসেণ্ট" (অর্দ্ধচন্দ্র) নামক স্থানে ঘুরিয়া রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কাপ্তেন লেগেটের অধীনতায় অস্ত্রবিভাগের ৫২ সংখ্যক অশ্বারোহীর দল প্রহরিস্বরূপ নিযুক্ত ছিল। এই খানে রাজদম্পতী চা পান করিলেন। অতঃপর এডেনের প্রধান প্রধান নাগরিকগণ রাজদর্শনের জন্য আসিলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় ইহুদীসমাজের নেতা মেসা মহোদয় রাণীকে ও রাজকন্যা মেরীকে উটপক্ষীর পালকনির্ম্মিত সর্পাকৃতি হার উপহার দিলেন। সন্ধ্যা ৫টা বাজিবার অল্প পরেই সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষী প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এর জন্য নির্ম্মিত কাষ্ঠমঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এখান হইতেই বিদায় লইলেন। সম্রাট্-দম্পতীর বন্দর হইতে জাহাজে উঠিবার সময় বড়ই একটি সুন্দর দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মির উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা সহসা কোথায় মিলাইয়া গেল; অকস্মাৎ দেখা গেল, নগর দীপ্তিশালী আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় 'মেদিনা' বন্দর ত্যাগ করিল। সঙ্গে চারি খানি ক্রুইজার পূর্ব্বের ন্যায় পাহারা দিতে দিতে চলিল।

এডেনের পূর্ব্ব সীমায় পঁহুছিলে সম্রাটের নিকট রেসিডেণ্টের বিদায়-অভ্যর্থনা-সূচক বার্ত্তা পৌঁছিল। সম্রাট্ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া উত্তর দিলেন। ভারতের বড়লাটের তারসংবাদও এডেনে পঁহুছিল। সম্রাট্ স্বয়ং ইহার উত্তর দিলেন। বোম্বের গবর্ণরও এক বার্ত্তা পাঠাইলেন। সম্রাট্ ইহারও উত্তর দিলেন।

তারযোগে এই সকল বার্ত্তায় সম্রাট্-দম্পতীর শুভাগমন এত সন্নিকট জানিয়া সমগ্র ভারত উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এত শীঘ্র যে আশা পূর্ণ হইবে ভারতবাসী তাহা কল্পনাও করে নাই। এডেন ও বোম্বাইর ব্যবধান পাঁচ দিনের পথ। ভারতবাসী এই অল্প কয়েক দিন পরে সম্রাট্-দম্পতী দর্শনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

সম্রাট্ দম্পতীর বোম্বাই পদার্প

৪৫ পৃঃ

সম্রাট্‌দম্পতীর অভিভাষ

পৃঃ

অতঃপর সম্রাট্ অতি পরিষ্কারস্বরে তদীয় অভিনন্দনের নিম্নলিখিত উত্তর পাঠ করিলেন। "আমি আপনাদের কাছে নূতন নহি, ইহা আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন। ছয়বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই সুন্দর নগরে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম তখন অপরিচিত ছিলাম বটে। কিন্তু সেই সময় আপনারা আমাকে যে আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে। যখন প্রথম আমি এই অপূর্ব্বদেশ সমুদ্র হইতে দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তীরস্থ খর্জ্জূরতরুপংক্তি যেন সমুদ্রভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যের ছবি এখনও আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। ১৯০৫ সনে আপনাদের সংবর্দ্ধনায় বিশেষ প্রীত হইয়া এই বিশালদেশের অন্ততঃ কতকটা দেখিয়া অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতে এদেশের সকলজাতি ও শ্রেণীর প্রতি আমার প্রীতি, সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূজনীয় পিতৃদেবের শোকাবহ মৃত্যুর পর আমি যখন পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিলাম। তখন সর্ব্বপ্রথম আমার প্রিয় ভারতীয় প্রজাদিগকে পুনর্দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

উত্তর।

আমি যে অদ্য মহিষীসহ আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিয়াছি ইহাতে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি। অনাবৃষ্টিতে এই প্রদেশের অন্নকষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হইয়াছিল। সময়মত সুবৃষ্টি হওয়াতে সেই আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়া বাসন্তিক শস্যপ্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা হইয়াছে। আমাদের এখন আর দুশ্চিন্তার কারণ নাই, এ জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি।

বোম্বাই কোন সময়ে এক ব্রিটিশরাজ্ঞীর যৌতুক ছিল, ইহা আপনাদের সুলিখিত অভিনন্দনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। হাম্ফ্রে কুক্ দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেদিন বোম্বাই ইংলণ্ডের শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন সেদিন ইহা মৎস্যজীবীদিগের গ্রাম মাত্র ছিল। আপনারা এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাকে ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি অদ্য এই নগরের বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি আনন্দের সহিত পুনরায় দর্শন করিতেছি। অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর অথচ বিশেষ সুফলপ্রদ যে সমস্ত অনুষ্ঠান নিঃশব্দে চলিতেছে, তাহাও আমাকে বিশেষ আশা ও আনন্দ প্রদান করিতেছে।

হইয়া উটিল। বড় বড় রাস্তাগুলি তাড়িতালোকে আলোকিত হইলেও অধিকাংশস্থলে ভারতবর্ষের চিরপুরাতন ও সুন্দর প্রদীপের আলোই সারি সারি জ্বলিতে লাগিল। পৃথিবীতে এখন স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম আলোকমালা আর কোথায়ও দেখা যায় না। বন্দরের জাহাজগুলিও সুন্দর আলোকহার পরিয়া জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল। সমুদ্রের তীরে নগরের এই সময়ের নৈশ সৌন্দর্য্য বস্তুতঃ অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জনমণ্ডলী রাজপথে বিচরণ করিতেছিল, এবং সম্রাটের আগমনরূপ অভাবনীয় ব্যাপার সত্যই ঘটিয়াছে এই আনন্দের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল।

আলোকমালা।

সেদিন সম্রাটের নিকট রাজভক্তিজ্ঞাপক অনেক তারের সংবাদ আসিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী মান্দ্রাজের লাট, একটী "অল্ ইণ্ডিয়া মোস্‌লেমলিগ, এবং একটী পারসী জননায়ক দাদাভাই নৌরজী হইতে আসিয়াছিল। দাদাভাই নৌরজী জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, "আমি সম্রাট্ চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আজ ৮৬ বৎসর পরে পঞ্চম জর্জ্জ ও তদীয় পত্নীর সংবর্দ্ধনা জানাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি।" সম্রাট্ ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন।

তার-সংবাদ।

সম্রাট্-দম্পতী ক্রুজার সুরক্ষিত মেদিনাতে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন রবিবার। সম্রাট্ ও সম্রাট্‌মহিষী অন্যান্য কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতেই তাঁহারা উপাসনায় যোগদান করিলেন। বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় তীরে অবতরণ করিয়া লাটভবনে উপস্থিত হইলেন ও লাট ক্লার্ক ও তদীয় পত্নীর সহিত জলযোগ করিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে মোটরে যাইবার সময় মেজর জেনারাল সার ষ্টুয়ার্ট বিট্‌সন্ তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। জলযোগের পরক্ষণেই তাঁহারা জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার পূর্ব্বে সম্রাট্-দম্পতী "ক্যাথেড্র্যাল্ চার্চ্চে" উপাসনা করিবার জন্য পুনরায় তীরে অবতরণ করিয়াছিলেন। লর্ড বিশপ উপাসনার পর, ভারতবাসীর প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কি, এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। উপাসনাদি সমাধা হইলে সাড়ে ছয়টার সময় তরীতে আরোহণ করিয়া "মেদিনাতে" গেলেন। রওনা হইবার সময়ই প্রথমত সম্মানসূচক

রবিবার।

তোপধ্বনি হইল। সন্ধ্যাকালে বোম্বাইর লাট-বাহাদুর ক্লার্ক মহোদয় ও তদীয় পত্নী সম্রাটের সহিত মেদিনাতে আহার করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হিজ হাইনেস্ আগাখান এবং বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সেই দিন রাত্রেই বড়লাট বাহাদুর রাত্রি ১১টার সময় স্পেশাল ট্রেণে দিল্লীযাত্রা করিলেন। আর একটী ট্রেণে রাজানুচরবর্গের কেহ কেহ দিল্লীতে পৌঁছিলেন।

তৎপরদিবস সম্রাট্ ও সম্রাট্মহিষী প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় তীরে অবতরণ করিলেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারি মহাশয় সংবর্দ্ধনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। ১২৭ সংখ্যক বেলুচীগণ রাজদেহরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট্-দম্পতী এস্প্লেনেড রোড দিয়া পুরাতন বোম্বাই প্রদর্শনীর অভিমুখে চলিলেন। প্রদর্শনীটী সার্ জর্জ্জ ক্লার্ক মহোদয় অল্প কয়েকদিন হইল খুলিয়াছিলেন এবং ইহাতে পুরাতন কেল্লার অংশবিশেষ ও ভারতীয় কলাবিদ্যা ও কারুকার্য্যের যথেষ্ট নিদর্শন সংগৃহীত ছিল। এই স্থানে বৃত্তাকৃতি প্রকাণ্ড উপবেশনমঞ্চে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ২৬ হাজার স্কুলবালক বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সম্রাট্দম্পতীকে দর্শন করিবার জন্য একত্র হইয়াছিল। বিরাট্ আনন্দধ্বনিদ্বারা সম্রাট্-দম্পতী সংবর্দ্ধিত হইলেন। এই মহাশব্দে জাতীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা একেবারে ডুবিয়া গেল। এদিকে বালকগণ অসংখ্য নীলবর্ণপতাকা উড়াইতে লাগিল। সেই আন্দোলিত পতাকারাজি মন্দানিল-চালিত কুসুমরাজির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সম্রাট্-দম্পতী গাড়ী হইতে নামিলে, লাটমহোদয়, প্রধান বিচারপতি, সার ফিরোজ সা মেটা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিয়া প্রধান মঞ্চের উপর লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা সকলেরই ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হইলেন।

সংবর্দ্ধনা।

এই সময়ে বিভিন্ন জাতীয় বালকবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং ইংরেজি, গুজরাটী, মারাঠী ও উর্দ্দু, এই কয়েকভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গাইতে লাগিল। প্রথমোক্ত তিনপ্রকারের সঙ্গীতে ইংরেজী-সুর যোজিত হইয়াছিল, কিন্তু উর্দ্দু গানটী দেশীয়সুরেই গীত হইয়াছিল। অতঃপর গুজরাটী সমাজের দুইশত ত্রিশজন বালিকা নৃত্য করিয়া তাহাদের

ধর্ম্মসঙ্গীত গাইতে লাগিল। তিনটি বৃত্তাকার কেন্দ্রের দিকে তাহারা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে হাতে তালি দিতে দিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে লাগিল।

অতঃপর সম্রাট্-দম্পতী মঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন বোম্বাই প্রদর্শনী দেখিতে গেলেন। সেখানে ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সপ্তদ্বীপ বোম্বাই ও আধুনিক বোম্বাই—উভয়েরই প্রতিকৃতি দেখিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

বেলা ১১টার সময় সম্রাট্-দম্পতী জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরদিন রাত্রি বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলেন। এই সময়ের ভিতর রাজকার্য্যও কতক শেষ করিলেন। দিল্লীর গুরুতর কার্য্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে একটু বিশ্রামভোগ করার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। এই দিন সন্ধ্যাকালে সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ "ব্যাক্‌বে"তে বাজি পোড়ান হইল। ইহা দেখিবার জন্য সমুদ্রের সমগ্রতীর ব্যাপিয়া লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তিনটী স্থান হইতে বাজি পোড়ান হইয়াছিল। তীর হইতে দেখাইতেছিল যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে নানারূপ অদ্ভুতকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে সম্রাট্ ও সম্রাট্‌মহিষী অষ্টম শতাব্দীর "এলিফ্যাণ্টা" দ্বীপস্থ গুহামন্দিরসমূহ দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় দিল্লী রওনা হইবার জন্য তাঁহারা তীরে নামিলেন। এ্যাপোলো বন্দরে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করিলেন; এইখানে রাজদম্পতী তাঁহাদের নামাঙ্কিত প্রতিকৃতি বিশিষ্টব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। অতঃপর দলবলসহ "ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্" ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ২৬নং অশ্বারোহী দল পূর্ব্বের ন্যায় দেহরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। জনমণ্ডলী সম্রাট্-দম্পতীর বিদায় দেওয়া উপলক্ষে তাঁহাদিগের দর্শন পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিল।

বিদায়।

রেলষ্টেসন পীত ও শ্বেতবর্ণে সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং প্রাদেশিক সমস্ত উচ্চরাজকর্ম্মচারীই সম্রাট্-দম্পতীর বিদায়-সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে—লাটমহোদয় ও তৎপত্নী, প্রধান বিচারপতি, লর্ডবিশপ, বোম্বাইএর সেরিফ, লাটসভার সদস্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল।

বোম্বাইএর সংবর্দ্ধনা প্রকৃতই গৌরবজনক ব্যাপার। দিল্লী ও কলিকাতার

ভারতের যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহাতেই এইদেশ আমাদের অনুরাগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভারতসম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য জানিতে চাই,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই দেশবাসী সকলের সঙ্গে আমাদের প্রীতি ও অনুরাগ আরও বদ্ধমূল হয় এবং ইহাঁদের সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সংযোগ হয় ইহাই আমার ঐকান্তিক বাসনা।" এই দিল্লীই ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের জাতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ এবং দেহে যেরূপ মর্ম্মস্থান,—সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে দিল্লীও তাহাই—এইজন্য স্বভাবতই তাঁহার দিল্লীতে দরবার করিবার সংকল্প হইয়াছিল। দিল্লী যখন ভারতের রাজধানী ছিল, তখন তাহাতে বিংশতিলক্ষ লোক বাস করিত, এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এখন এই নগরের সেরূপ কোন গৌরব নাই। ইহা এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামান্য গৃহ ও দুর্গন্ধপূর্ণ গলিতে পরিপূর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিকে বহুক্রোশব্যাপক ধ্বংসচিহ্ন এবং সম্রাট্‌গণের সমাধি। বর্ত্তমান কালে আড়াই শত বর্ষের অধিক পূর্ব্বের গৃহাদি ইহাতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার বহির্ভাগে ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গপল্লী। মোগলরাজত্বের শেষকালে দিল্লীর বহিঃপ্রাচীরের সন্নিকটে এমন কি অন্তর্ভাগেও ইহার নামে মাত্র রাজগণের অর্থগৃধ্নুতায় সর্ব্বদা যুদ্ধবিপ্লব ঘটায় দিল্লীর স্বাভাবিক উন্নতির পথে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। অবশেষে ইংরাজশাসনের সময় ইহার গর্ব্ব আরও খর্ব্ব হয়, পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের নীচে ইহার আসন প্রদান করা হয়। ক্রমে ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর সামান্য নগরে পরিণত হইয়া যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে শাসিত হইতে লাগিল। এমন একদিন ছিল যখন দিল্লীবাসী রাজপ্রাসাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্রাট্‌কে দিবসে একবার দর্শন না করিয়া আহার্য্য স্পর্শ করিতেন না। সাজাহানের ন্যায় সম্রাট্‌গণ শুধু প্রজাদিগের এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রত্যহ ঝরোকা হইতে একবার দর্শন দিতেন। আজ আর দিল্লীর সে সুদিন নাই, কারণ ইহা আর ভারতসাম্রাজ্যের কেন্দ্র নহে। এখন স্বল্পসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী ও নিতান্ত অল্প কয়েকদল দুর্গস্থিত সৈন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রচার করিতেছে। সত্য বটে কদাচিৎ রাজপ্রতিনিধি কিংবা ছোটলাট বাহাদুর পরিদর্শনার্থে দিল্লীতে পদার্পণ করেন, কিন্তু পুরাতন ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন এখন একবারে চলিয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে দিল্লীর সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছু চিহ্ন যে এখনও থাকিতে পারে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সেই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিল্লীর

এই দুই স্থানে বন্দোবস্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এজন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লীর ব্যবস্থার জন্যই বিশেষরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বড়লাট স্বীয় অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বিগত দিল্লীদরবারের পর হইতে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শাসনসংক্রান্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, রাজকর্ম্মচারীদের এমন অবসর হইবে না, যে অভিষেক-দরবারের গুরুভার তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন। বড়লাট সম্রাটের অনুমতি লইয়া দিল্লীর দরবারের জন্য একটি "কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি" গঠনের ইচ্ছা করিলেন। "সমিতি বড়লাটের সাধারণ পরিদর্শন ও অধীনতায় ১৯১১ সনের দিল্লীর করোনেশন দরবার সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।" সমিতির সভাপতি এমন একজন দক্ষ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইবেন, যে তিনি নিজ স্কন্ধে এই অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অধিকাংশ ভার বহন করিতে পারেন; এবং সদস্যগণও এমন রাজকার্য্যদক্ষ ও অভিজ্ঞ হইবেন যেন প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বিশেষ কার্য্য উপযুক্তরূপে সমাধা করিতে পারেন। বড়লাটের দ্বারা এই ভাবে নিম্নলিখিতরূপে সমিতি গঠিত হইল। সম্রাটের ইচ্ছানুক্রমে চারিজন ভারতীয় নৃপতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

দিল্লীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

সভাপতি—মানীয় শ্রীযুক্ত স্যার জে, সি, হিওয়েট কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট।

সদস্যগণ—(১) মেজর জেনারেল গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া জি, সি, এস, আই, জি, সি, ডি, ও।

(২) (কর্ণেল) বিকানীরের মহারাজ জি, সি, আই, ই, কে, সি, এস, আই।

(৩) (মেজর জেনারেল) ইডারের মহারাজ জি, সি, এস্, আই, কে, সি, বি (পরে, যোধপুরের রিজেণ্ট মহারাজ স্যার প্রতাপ সিং)।

(৪) (কর্ণেল) রামপুরের নবাব—জি, সি, আই, ই।

(৫) মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার টি, আর, উইন, কে, সি, আই, ই, ডি, ডি, রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি।

(৬) মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার এ, এইচ, ম্যাকমোহন, কে, সি, আই, ই, সি, এস্, আই, ভারতগভর্ণমেণ্টের অন্তর্গত ফরেন ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী।

দিল্লী-প্রবেশ।

দিল্লীতে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অনেক স্মরণীয়-ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ১৯১১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, ইহার জন্য দিল্লীবাসীর হৃদয় উদ্বেলিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অতীত কালে কত রাজাই না দিল্লীতে আসিয়াছিলেন! তাঁহাদের কেহ কেহ বিজয়মত্ত সৈন্যসহ আর কেহ বা বিপুল বাহিনী সহ দিল্লীবাসীর হৃদয় ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া এই মহানগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড লিটন ও লর্ড কর্জ্জন গুরুতর রাজকার্য্যোপলক্ষে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে কোন বিচিত্রতা ছিল না, কারণ তাঁহারা পরিদর্শনার্থ প্রায়ই দিল্লী আগমন করিতে পারিতেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারগুলির সঙ্গে এই দরবারের বিভিন্নতা।

কিন্তু ১৯১১ সনের ঘটনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সম্রাট্ তাঁহার সসাগরা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে দিল্লীতে আসিতেছেন। ইহা রাজ-প্রতিনিধি অথবা বিজয়ী সৈন্যনেতার অভিযান নহে। রাজা স্বয়ং সমস্ত শক্তির আধাররূপে, বিশাল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিগ্রহস্বরূপ দিল্লীতে আগমন করিতেছেন। সম্রাটের এই প্রথম দিল্লীপ্রবেশ শুধু একটা উৎসবব্যাপার নহে; পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারসমূহ হইতে ইহার উদ্দেশ্য উচ্চতর ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুতরাং তাঁহার দিল্লীপ্রবেশ স্থানীয় শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির নিদর্শনগুলির কোন একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত। দিল্লীর প্রাচীন রাজকীয় নিদর্শনগুলির মধ্যে পুরাতন লোহিতদুর্গস্থিত সাজাহানের প্রাসাদই সাধারণ্যের চক্ষে শ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম। আর এক কথা এই যে, রাজাধিরাজ 'সাহেনসা' যে সাধারণ পথিকের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন—তাহা ভারতবাসীর চক্ষে একান্ত বিসদৃশ। এই সমস্ত অনুধাবন পূর্ব্বক সম্রাটের আগমন-উপলক্ষে দিল্লীতে রেলওয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (এই রেলেই সম্রাট্ দিল্লী আসিয়াছিলেন) যমুনার বালুকাময় তলভাগ অতিক্রম করিয়া দিল্লীর অন্তর্গত

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ।

বস্ত্রাবাসসমূহের ম ।র্ত্তী র পথ [৬৯ পৃঃ

হিজ্ এক্সেলেন্সি জেনারাল স্যার ও'মুর ক্রেঘ—
রাজপ্রতিনিধি-সভার সদস্য

[৭৩ পৃঃ

দেশীয় ছাত্র ইংরাজবালকগণের অনুকরণে উৎসাহসূচক ধ্বনি করিয়াছিল। রাজপুর রোডে অবস্থিত একদল পেন্সনপ্রাপ্ত পাঞ্জাব পুলিসের লোকও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা পাঞ্জাব পুলিসের ব্যারাকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে "রিজ" এ অবস্থিত বস্ত্রাবাসে আর একপ্রকার জনসমাগম হইয়াছিল। এই দৃশ্য যেমন জীবন্ত তেমনই মনোরম। এইস্থানে আবরণযুক্ত দুইটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঞ্চদ্বয় কতিপয় সুদৃশ্যভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহা ছাড়া উহাতে রাজকর্ম্মচারীদের পরিবারের জন্য কতকটা স্থান ছিল। আগন্তুক ভদ্রমণ্ডলীর জন্যও কিছু অংশ পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গোলাকৃতি প্রান্তরভূমিতেও বসিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই ভূমিখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাস্তা গিয়াছে, ভূমিখণ্ডের পূর্ব্বাংশ সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মধ্যভাগে কার্পেট-আচ্ছাদিত বেদীর অতিনিকটে বড়লাটের কার্য্যকরী সমিতি ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের জন্য আসন ছিল। ইহাদের বামভাগে বোম্বাই এবং বাংলার কার্য্যকরী সভা এবং দক্ষিণভাগে মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের স্থান করা হইয়াছিল। প্রদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণও সেইসঙ্গে ছিলেন। এই বিশাল প্রান্তরভূমিতে হাইকোর্ট এবং চিফকোর্ট সমূহের বিচারপতিগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের জন্য আসন ছিল। রাজপথের পশ্চিমপার্শ্বে মহিলাগণ ও সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বস্ত্রাবাসে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।

অতি প্রত্যূষ হইতেই নানাপ্রদেশ হইতে সমাগত বাদকদলের বাদ্য বাজিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় সমাগত দর্শকমণ্ডলী গল্পগুজব করিতে লাগিল। তখন বিভিন্নজাতীয় মানবের বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথনে সেই স্থান অপূর্ব্বভাবে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই বিশাল জনতার পরিচ্ছদের বিচিত্রতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; বিশেষতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের স্বর্ণবর্ণখচিত গাঢ় নীল পোষাক ও ভারতীয় বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী ভদ্র-মণ্ডলীর অনাড়ম্বর শ্বেতাভ পরিচ্ছদে এই বিচিত্রতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত

জন সাধারণের বিচিত্রতা।

করিয়া সুদীর্ঘ ট্রেণ খানি দেখা দিল। নগরপ্রাচীর মধ্যে ট্রেন প্রবেশ করা মাত্র সম্রাট্ ব্যগ্রভাবে প্লাটফরমে নামিয়া সৈন্যগণের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। বেলা ১০টার সময় দিল্লীদুর্গের সুবৃহৎ তোরণের উপর ব্রিটিশ পতাকা উত্থিত হইল-এবং সম্রাটের শুভাগমনসূচক ১০১ বার কামান দাগা হইল;—তখন সত্যসত্যই আমাদের রাজচক্রবর্ত্তী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এই আনন্দের সংবাদে সমস্ত নগর অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা অনুভব করিল।

রাজার দিল্লী প্রবেশ।

১০১ বার কামান দাগা হইয়াছিল; ৩৪, ৩৩ এবং ৩৪ এই তিনবারে ১০১ সংখ্যার বিভাগ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক বিরাম সময়ে দশ মাইল ব্যাপিয়া সজ্জিত সৈন্যগণ যুগপৎ বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

এই উপলক্ষে দুর্গের অভ্যন্তর দৃশ্য বড়ই চমৎকার হইয়াছিল। সম্মুখ ভাগে ছয়শত ফিট লম্বা রক্তপ্রস্তরের প্ল্যাটফরম গঠিত করিয়া তন্মধ্যভাগে রক্তাভপীতবর্ণ একটি মনোরম বস্ত্রাবাস উত্থিত করা হইয়াছিল। ইহার ভিতরে বহুমূল্য কার্পেটের উপরে দুইটি স্বর্ণসিংহাসন ছিল। অদূরে সাজাহানের দৃঢ়সংস্থিত, গৌরবব্যঞ্জক লৌহপ্রাচীর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালিক কুয়াসার সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছিল। রেলষ্টেশনে উচ্চকর্ম্মচারিগণসহ বড়লাট-বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। সোপানের দুই পার্শ্বে সৈন্যগণ অশ্ব হইতে নামিয়া বর্শাহস্তে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কিয়ৎদূরে দুইজন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় সশস্ত্র সৈনিক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিল। ইঁহারা সম্রাটের বিশেষ নিয়োগে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রেট ব্রিটন ব্যতীত তাঁহারা অপর কোথাও এরূপ কার্য্য করেন নাই। সোপানের নিম্নভাগে রক্তবাসপরিহিত ১২৮ নং পাইওনিয়র সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর সমগ্র সৈন্যের মধ্যে প্রত্যেক দল হইতে দুইজন করিয়া সৈন্য লইয়া একটি বিশেষ শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল, তাহারাও সেইস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। তৎপরে রয়াল বার্কসায়েরের সৈন্যগণ এবং নানা পরিচ্ছদধারী বিভিন্ন রেজিমেণ্টের অশ্বারোহী এবং নানা পদাতিক সৈন্যের পংক্তি গঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য আজীবন উৎকৃষ্টভাবে সমাধান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষের সেইরূপ প্রবীণ সৈন্যগণ সম্রাট্ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া বামদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ-

অভ্যর্থনা।

গাইকোয়ারের গাত্রে ভারতনক্ষত্র পদক বিরাজিত ছিল, এবং তিনি রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, ভি, কব এবং দেওয়ান মিঃ সি, এন সেড্‌ডনকে সঙ্গে লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দল আধুনিকছন্দে গঠিত ছিল, শুধু মহারাজ চামরধারিগণপরিবেষ্টিত হইয়া কতকটা প্রাচীন ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। বরদার মহারাণী এবং মহারাজকুমারী ও পুরমহিলাগণ দিল্লীগেটের উপর হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

বরদার গাইকোয়ারের পরে মহীশূরের মহারাজ দেখা দিলেন। তাঁহার সঙ্গে রেসিডেণ্ট লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল হিউগ ডেলি এবং দেওয়ান মিঃ টি আনন্দ রাও এবং সর্দ্দার গোপালরাজা উর্‌স ছিলেন।

মহীশূরের মহারাজের পর কাশ্মীরের মহারাজ ও তৎপরে জয়পুরের মহারাজ ছিলেন। জয়পুরের মহারাজের সঙ্গে বড়লাটের রাজপুতানার প্রতিনিধি মিঃ ই, জি, কলভিন ছিলেন। মহারাজের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনীয় বটে, তাঁহার অনেক সৎকীর্ত্তি, তন্মধ্যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ রয়াল ভিক্‌টোরিয়ান অর্ডার এর ফিতায় সজ্জিত হইয়া জয়পুরের অশ্বারোহী সৈন্যদলের অগ্রে বাহির হইয়াছিলেন।

রাঠোরকুলপ্রধান যোধপুরের যুবকমহারাজ তৎপরে দেখা দিলেন। তাঁহার সঙ্গে তদীয় খুল্লতাতদ্বয়, ও রেসিডেণ্ট মেজর সি, জে, উইণ্ডহাম ছিলেন। সৈন্যদলের মধ্যে যোধপুর ইম্পিরিয়াল সারভিস সেনানী (বিখ্যাত সর্দ্দার রিসালা) সঙ্গে ছিল। এই দল ১৯০০ সনে চীনদেশে ব্রিটিশসৈন্যের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়াছিল। মহারাজের বয়স নিতান্ত অল্প। তিনি এই সময়ে বিলাতে ওয়েলিংটন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মহারাজের সঙ্গে ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজচিহ্ন হস্তে অনুচরগণ এবং অশ্বারোহণে তিনজন শরীররক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। মারবারের প্রধান্ প্রধান সর্দ্দারগণও আর দুই গাড়ীতে মহারাজার অনুসরণ করিতেছিলেন।

যোধপুরের পর রাজপুতানার অবশিষ্ট নরপতিগণ যাইতে লাগিলেন। বুন্দি, কোটা, ভরতপুর, যশল্মীর, আলোয়ার, সিরোহি, প্রতাপগড়, বংশবরা, সাপুর ও কুশলগড়ের নৃপতিগণ ক্রমান্বয়ে গমন করিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদের বিচিত্রতা ও দলবলের সাজসজ্জা দর্শকবর্গের সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইঁহাদের অনেকেরই মহীমরাতিব, করণীয়, মেঘডম্বর, চামর, মরছাল প্রভৃতি রাজচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল।

রাজস্থানের রাজগণের পর মধ্যভারতের নরপতিগণ দেখা দিলেন। মধ্যভারতীয় রাজগণের মধ্যে কতক রাজপুর, এবং কতক মহারাট্টাজাতীয়, এবং মধ্যভারত ও রাজপুতানা পরস্পর সংলগ্ন থাকায় দুইদেশের অধিবাসী-দের সাজসজ্জায় বিশেষ কোনরূপ প্রভেদ নাই। মধ্যভারতের রাজসংখ্যা ১৩৯। রাজগণের সর্ব্বাগ্রে এই রাজ্যসমূহের এজেণ্ট মি, এম, এফ ও' দ্বায়ের অনুচরগণসহ অশ্বারোহণে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই ইন্দোরের মহারাজা হোলকার। সিন্ধিয়া সম্রাটের শরীররক্ষকস্বরূপ অগ্রে গিয়া-ছিলেন। ইন্দোরের যুবকমহারাজের ভায়োলেটের শিরস্ত্রাণ ও দলবলের ঘটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অতঃপর ভূপালের বহুরত্নখচিত অবগুণ্ঠনধারিণী বেগম সাহেবা ও ক্রমান্বয়ে রেওয়া, অর্চ্ছা, ধর এবং তৎপরে পুরাতন ও নূতন দেওয়াস, সমথর, পান্না, চারখরি, বিজাওর, ছত্রপুর, সীতামউ, সাইলানা, রাজগড়, নরসিংহগড়, বারয়ানী এবং অলিরাজপুর রাজ্যের রাজগণ এই বিরাট্ শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মান্দ্রাজের রাজগণ উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সংখ্যায় বেশী নহেন। মাত্র পাঁচজন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা গিয়াছিলেন, তৎপরে যথাক্রমে কোচিন, পড্ডুকোটাই, বনগণপাল্লি এবং সন্দর রাজ্যের রাজগণ দেখা দিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের পর বোম্বাই প্রদেশের রাজগণ দর্শকদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ৩৬৩। এই রাজগণের প্রধান হইলেন ইতিহাস-বিশ্রুত শিবাজীর বংশধর কোলাপুরের রাজবংশ। কোলাপুরের মহারাজ মণিমাণিক্য-খচিত পরিচ্ছদের উপর রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডারের ফিতা পরিধান করিয়াছিলেন।

কোলাপুরের মহারাজার পর কচ্ছ, ভবনগর, ইদর, পালানপুর, ধ্রংগদ্রা, রাজপিপলা, ক্যাম্বে, গোণ্ডাল, জাঞ্জিরা, লাহেজ, সের ও মোকাল্লা, ফাধলি, ধরমপুর, বংশদা, ছোট উদয়পুর, বঙ্কানীর, লিম্বদি, ভোরগক ও মুধোল রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ ক্রমান্বয়ে গমন করিয়াছিলেন।

বোম্বাইর পর পাঞ্জাব প্রদেশের করদরাজগণ সকলের নয়নপথে পতিত হইলেন। ইহাঁদের রাজ্য দিল্লীর খুব নিকটে বলিয়া তাঁহারা অপর রাজন্যবর্গ অপেক্ষা খুব বেশী ঘটা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। প্রথমেই পাতিয়ালা

মহারাজার পালা। তৎপরে যথাক্রমে ভাওয়ালপুর, ঝিন্দ, কর্পূরতালা, মণ্ডি, সিরমুর, মালের কোটলা, বিলাসপুর, ফরিদকোট, চম্বা, সুকেত, লোহারু, কালসিয়া, পাতাউদি, দুজানা, বাঘাট, জাববাল, কিওনথাল রাজ্যগুলির নরপতিবৃন্দ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব প্রদেশের পর বেলুচিস্থানের মুসলমান অধিপতিগণ দেখা দিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমারোহের পর তাঁহাদের অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ দর্শক-বৃন্দের নিকট অভিনব বোধ হইয়াছিল। ইহাঁরা কালাট, লাসবেলা, কোয়েটা সিবি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

অপূর্ব্ববেশ-পরিহিত অনুচরগণ পরিবৃত দীর্ঘদেহ ভোট-রাজ দেখা দিলেন। তৎপরে সিকিমের করদরাজকে সকলে দেখিতে পাইল। তিব্বত মিশনের সময়ে ভূটানরাজ ভারতগভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিগত ১৯০৬ সনে আমাদের সম্রাট্ যুবরাজরূপে ভারত ভ্রমণে আসিলে ভূটানরাজ কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সিকিমের রাজপুত্র দরবারের সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। উল্লিখিত দুইরাজ্যের ব্যক্তিবর্গের আকৃতি, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দর্শকবৃন্দের সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

ইহাঁদের পরে আফগান দেশের পশ্চিম সীমান্তবাসী পাঠান সামন্তগণ মিছিলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা চিত্রল, দির, নওয়াগাই, বোর প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

ইহাঁরা প্রস্থান করিলে দর্শকদিগের দৃষ্টি ভারতসীমান্ত হইতে গঙ্গাযমুনা-বিধৌত মধ্যদেশের কতিপয় রাজার উপর নিপতিত হইল। কাশীনরেশ চতুরশ্ববাহ্য রৌপ্যমণ্ডিতযানে আগমন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের মাত্র দুইজন রাজা দেখা গিয়াছিল। রামপুরের নবাব শরীররক্ষকরূপে সম্রাটের সঙ্গে থাকায় প্রথমেই কাশীনরেশ গমন করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে হিমালয় পর্ব্বতের নিভৃত বক্ষ হইতে টিহরি রাজ্যের রাজা আগমন করিয়াছিলেন।

এইবার বঙ্গদেশের অল্পসংখ্যক করদনৃপতি দেখা দিলেন। এই রাজগণের প্রথমে কোচবিহার ও তৎপরে উড়িষ্যাবিভাগ হইতে যথাক্রমে ময়ূরভঞ্জ, সোনপুর, কালাহাড়ি, বামড়া এবং ধানকেনেলের রাজগণ গমন করিয়াছিলেন। কোচবিহারের মহারাজ চতুরশ্ববাহিতযানে মিঃ ভেণ্টিথের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন।

এই রাজগণের পর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রধান রাজা, পার্ব্বত্য ত্রিপুরাধিপ ও মণিপুরের নৃপতি দর্শনদান করিলেন। ইহাঁরা সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন, ত্রিপুরনরেশের দুইভ্রাতা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং ইহাঁদের সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ক্যাপ্টেন ম্যারে আগমন করিয়াছিলেন। মণিপুরের রাজা ইহার অল্পপূর্ব্বেই আজমীর মেও কলেজের ছাত্র ছিলেন।

অতঃপর মধ্যপ্রদেশের করদরাজগণ দেখা দিলেন। ইহাঁরা নিতান্ত সাধারণ ভাবে গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কঙ্কর, সিরওজা, সারংগড় এবং মাকরাই প্রভৃতি স্থানের অধিপতি।

সর্ব্বশেষে সুদূর ব্রহ্ম এবং চীন সীমান্ত হইতে আগত সান্ দেশের অধিপতিগণ শোভাযাত্রার শেষ দৃশ্য উজ্জ্বল করিলেন। ইহাঁদের বাসস্থানের নাম কেংটাং, সিপউ, ইয়ংউই, লাইবা, দক্ষিণ হুয়েনসি এবং তেয়াংপেং। ইহাঁদের পোষাক মূল্যবান্ ও বিচিত্রবর্ণের রেশম নির্ম্মিত এবং স্বর্ণমুকুট ছোট ছোট বৌদ্ধ মন্দিরের ন্যায় ছিল। ইহাঁদের সঙ্গীদের হস্তে বর্শা, দা, এবং বিবিধছত্র ও দণ্ড বিরাজ করিতেছিল। এই দলপতিগণের সংখ্যা প্রায় একশত। সুবিখ্যাত ১৮শ সংখ্যক অশ্বারোহী বর্শাধারী রেজিমেণ্ট, ইহাঁদের পশ্চাতে শোভাযাত্রা শেষ করিয়া গমন করিলেন।

এদিকে রাজশিবিরে বিরাট্ ব্যাপার আরব্ধ হইল। সম্রাট্-দম্পতী যেইমাত্র দুর্গে প্রবেশ করিলেন, অমনি ব্যাণ্ডযোগে সুস্বরে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দ বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া কার্য্যাবলী দর্শন করিতে লাগিল। প্রথমে বন্দুকের এবং তৎপরে বিউগ্‌লের শব্দে সকলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ আসিয়াছেন। অতঃপর গম্ভীর নির্ঘোষে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি আরোহিবিহীন অশ্ব অতি দ্রুতবেগে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। রাজচক্রবর্ত্তীর আগমনসূচক ইহা প্রাচীন হিন্দুরীতি। সম্রাট্ উপস্থিত হইবামাত্র সুমধুরস্বরে ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। অতঃপর সম্রাট্ প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে অভিনন্দন গ্রহণের জন্য আসিলেন। ভারতের সেই এক স্মরণীয় দিবস। সম্রাটের সঙ্গে এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরী মারকুইস অফ ক্রু ছিলেন। অনন্তর সম্রাট্ সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ্ কৌন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট

দিল্লী-শিবির।

ইউরোপে সকলের ধারণা যে বস্ত্রাবাস যুদ্ধবিগ্রহ অথবা ভ্রমণব্যাপারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতে কিন্তু সেরূপ নহে। এই দেশে যুদ্ধ ভিন্নও শিবিরের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। কোন বৃহৎ নগরে অকস্মাৎ যদি অনেক লোকের সমাগম হয়, তবে চিরকালই এদেশে তাঁবু ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাঁহাদের রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে ভারতের নানা দুর্গম স্থানে গমনাগমন করেন, এই জন্য শিবিরবাসে তাঁহারা একান্ত অভ্যস্ত।

শিবিরের ব্যবস্থা।

সম্রাট্ দিল্লীতে দরবার করিতে ইচ্ছা করিলে অসংখ্য শিবির নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দিল্লীতে এত অল্প স্থান ছিল, যে তাঁবু না খাটাইলে এরূপ জনমণ্ডলীর শতাংশের একাংশেরও স্থান সংকুলান হইত না। সুতরাং ভারতে চিরকালগত প্রথানুযায়ী সেই ব্যবস্থাই হইল।

১৮৭৭ এবং ১৯০৩ সনে দিল্লীতে খুব জনতা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯১১ সনের মত এরূপ লোকসমাগম কোন সময়েই হয় নাই। রেলগাড়ীযোগে এবং অন্যান্য রাস্তা দিয়া অনবরত এত লোক আসিতে লাগিল যে তাহাদের সংখ্যার ঠিক রাখা অসম্ভব। মহানগরী দিল্লীর জনসংখ্যা সাধারণতঃ দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার। দরবারের সময় এখানে বোধ হয় দশ লক্ষের বেশী লোক হইয়াছিল। লোকগণনায় দেখা গিয়াছিল তাঁবুগুলির ভিতরেই প্রায় আড়াই লক্ষ লোক অবস্থান করিতেছিল, ইহাদের মধ্যে মাত্র একুশ সহস্র ইউরোপীয়, (তন্মধ্যে ১৬,৫০০ ব্রিটিশসৈন্য ছিল)।

এত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকার বাহাদুর ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভবপর নহে। এই জন্য বিশেষ সাবধানতাসহকারে বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সত্য বটে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়েও উৎসবাদি হইয়াছে। কিন্তু তখনকার কথা স্বতন্ত্র। সেইসময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের বাসস্থান বেশ ভাল জায়গায় পরস্পরের সন্নিকটে নির্ম্মিত হইত। আর দেশীয় রাজগণ ও সৈন্যগণ যেখানে কিছু স্থান পাইতেন, সেইখানেই থাকিবার স্থান করিয়া লইতেন। সে দিন আর নাই। সম্রাট্ স্পষ্ট করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে দেশীয় নৃপতিবর্গ, শাসনকর্ত্তাগণ এবং

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের শিবির, তৎপরে কিছু দূরে করদ-নৃপতিগণের শিবির ও সর্ব্বশেষে সৈন্যনিবাস গঠিত হইয়াছিল।

শিবির-মণ্ডলী।

রাজাদিগের শিবিরের লোকসংখ্যা এবং স্থানের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুসারে শিবির সমূহে একশত হইতে পাঁচশত সহচরের বাস নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের শিবির ১০,০০০ হইতে ২৫,০০০ বর্গগজ পরিমিত স্থানের উপর গঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায়েও স্থানের সংকুলান না হওয়াতে রাজাদের কাহারও কাহারও শিবিরের কতকাংশ কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজা তাঁহার দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে সুবিধামত থাকিতে পারেন, বড়লাটের তৎবিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। যাঁহাদের শিবির একটু দূরে পড়িয়াছিল, তাঁহাদের একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে অসুবিধা ১৯০৩ সনের অসুবিধার মত এত বেশী হয় নাই, কারণ "মটরকার" প্রভৃতি যানের প্রাচুর্য্যহেতু দূরত্বের অসুবিধা এবার অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল।

প্রত্যেক শিবির-মণ্ডলী বিস্তৃত রাস্তা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তাগণ ও দেশীয় নৃপতিবৃন্দের শিবিরসমূহের মধ্যে 'মল' নামক রাস্তা ও আলিপুর রাস্তার কতকাংশ বিস্তৃত ছিল। দেশীয় রাজগণের শিবির এবং সেনানিবাসের মধ্যে উপর্য্যুক্ত রাস্তাদ্বয়ের সমান্তরালে আর একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ৭৫টি শিবিরমণ্ডলী এবং তন্মধ্যে ৪০ হাজার তাঁবু ছিল। এত অধিকসংখ্যক তাঁবু প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা যে কি কঠিন কার্য্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আধুনিক নগরীসমূহে জল-আলো প্রভৃতির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু নূতন কোন স্থানে তাহা সংঘটন করার অসুবিধা বিস্তর। তাঁবুগুলির ভিতর পানীয় জল, আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কোনরূপ সামান্য ত্রুটি হইলেই শিবিরে সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশের আশঙ্কা। দরবারকমিটি নানাদিক বিবেচনা করিয়া শিবিরের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে করদরাজাদিগের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া কমিটির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের নির্দ্ধারণ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শিবিরেরই আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত (যথা পুলিশ, 'ফায়ার-ব্রিগেড' প্রভৃতির ব্যবস্থা) যার যার পৃথকরূপে ও সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রহিল। স্থূল কথা—সমগ্র ব্যবস্থার জন্যই কমিটি, ধনী ও সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

আইন কানুন।

নূতন দিল্লী নির্ম্মিত হইল বটে, কিন্তু একটা কার্য্য বাকী রহিল। ইহা আইনঘটিত। পুরাতন দিল্লীর বাহিরে অনেক গ্রাম প্রভৃতি লইয়া নূতন দিল্লী গঠিত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে নগরসম্বন্ধীয় আইন কানুন খাটে নাই। অথচ নূতন নগরীতে শাসনসংরক্ষণার্থ নূতন আইনের প্রয়োজন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারণ, দরবার উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ও দেশমান্য ব্যক্তিত আসিবেনই, অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত দর্শকবৃন্দ আগমন করিবেন। এই সময়ে রাজপথে শকট প্রভৃতি পরিচালনের সুব্যবস্থা করা ও তস্কর প্রভৃতি হইতে নিরীহ দর্শকবৃন্দকে রক্ষা করা ইত্যাদি অনেক গুরুতর কার্য্য ছিল। সুতরাং নূতন দিল্লী-দরবার সংক্রান্ত পুলিশআইন বিধিবদ্ধ হইল।

এই আইন অনুসারে সমগ্র শিবিরমণ্ডলের জন্য লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, বি, থর্ন হিল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। আবার প্রত্যেক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিবিরের জন্যও এক এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে অপরাধীর সংখ্যা খুব কম ছিল; পুলিশ রাস্তার ভিড় পরিচালনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল; অসংখ্য উটের গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্‌স, মটরকার, বাইসাইকেল্, পাল্কী, উট, ইত্যাদির সুনিয়মিত পরিচালন সহজসাধ্য ছিল না। তাহার উপর দিল্লীর এই বৃহৎ জনতা বিংশ প্রকারের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিয়া পুলিশের অসুবিধার মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

রাস্তা, আলো, খাদ্য প্রভৃতি।

একশত আট মাইলের অধিক স্থান ব্যাপিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অনেক ছোট ছোট পথকে বড় করা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করা সহজেই ব্যয়সাধ্য। তারপর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে রাস্তা নির্ম্মাণ করা যে কতদূর অসুবিধাজনক,

এত বড় বৃহৎ স্থানে খাদ্য সরবরাহ করা খুব শক্ত কাজ, কমিটিকে তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল। শিবির সমূহের জন্য একটি প্রধান বাজার স্থাপিত করা হইয়াছিল। বিক্রেতাগণ বাঁধা দরে ভাল জিনিষ বেচিতে বাধ্য ছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রত্যেক শিবিরে এক একটি স্বতন্ত্র বাজার থাকাতে লোকের কোনই অসুবিধার কারণ হয় নাই। দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির জন্য অসংখ্য দোকান পাট বসিয়া গিয়াছিল। এদিকে নগরের সৌন্দর্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে শিবিরমণ্ডলের ভিতরে স্থানে স্থানে সুন্দর ফুলের বাগান, খিলান প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়াতে দিল্লী চারুদৃশ্যাবলীময় চিত্রপটের ন্যায় দেখাইয়াছিল।

শিবিরের সাজসজ্জা।

সম্রাটের শিবির অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। সম্রাট্ ও শাসনকর্ত্তাগণের শিবিরের বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহাতে বহুব্যয়সাধ্য বৃথা সাজসজ্জার বাহুল্য আদবে ছিল না, অথচ পরিচ্ছন্নতা ও সহজ সৌন্দর্য্যে তাহারা দর্শনীয় হইয়াছিল। করদ রাজবৃন্দের শিবিরসমূহের সাজসজ্জায় পুরাতন ও নূতনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

শিবির সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি খেলিবার জন্য খোলা ময়দান এবং আর একটি সৈন্যপ্রদর্শনীর ক্ষেত্র। শেষোক্তটির স্থান শিবিরের একেবারে বাহিরে ছিল। উহা দৈর্ঘ্য দুই মাইল, প্রস্থে এক মাইলব্যাপক। এই স্থানে সম্রাটের জন্য তাঁবু এবং দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শিবিরের একটু উল্লেখের প্রয়োজন। সম্রাটের শিবির ৭২ 'একার'ব্যাপী এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল; দুই হাজার তাঁবুতে দুই হাজার একশত চল্লিশ জন ব্যক্তি বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতীর ইচ্ছাক্রমে এই শিবির অন্যান্য শাসনকর্ত্তাগণের শিবিরের ন্যায় হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণকালে ব্যবহৃত তাঁবুগুলিই সম্রাটের শিবিরে স্থাপিত হইয়াছিল। স্বয়ং বড়লাট সম্রাটের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন—মিলিটারী সেক্রেটারী লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এফ, ম্যাক্সওয়েল। লেডী হার্ডিঞ্জ নিজে সম্রাট্-দম্পতীর জন্য আসবাবপত্র সাজাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভারতীয় কতিপয় মহিলাসমিতি নানারূপ জরোয়া কার্য্য ও কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক

হস্তনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির উপহার দিয়া রাজভক্তি প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতীর ব্যবহারের জন্য সারকুইট হাউস ও সুসজ্জিত রাখা হইয়াছিল। বড়লাটের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহারা অসুবিধা বোধ করিলে তাঁবু ত্যাগ করিয়া সেইখানে অবস্থিতি করিবেন। সম্রাট্-দম্পতীর ব্যবহারার্থে আগ্রা ও বিকানির হইতে নানাবিধ কারপেট সংগৃহীত করা হইয়াছিল; রাজ্ঞীর শয্যাগৃহের গবাক্ষ নিম্নে প্রস্ফুট গোলাপের রমণীয় উদ্যান বিরাজিত ছিল। সম্রাটের শিবিরে আগন্তুকের সংখ্যা ছিল—১১৮ জন। তন্মধ্যে বড়লাট ও লেডী হার্ডিঞ্জ ছিলেন।

'রিজ' নামক স্থানে কারুকার্য্যময় স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার উপরে রাজপতাকা এবং তাহার অব্যবহিত নিম্নেই দরবারশিবির। রাজকীয় শিবিরগুলি অপরাপর শিবির হইতে উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা ভারতের চিরাগত প্রথা অনুযায়ী। দরবার গৃহটি দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফিট, ৯০ ফিট প্রশস্ত এবং ১৯ ফিট উচ্চ করা হইয়াছিল; ইহাতে শুভ্র এবং স্বর্ণমণ্ডিত ৮০টি সুদর্শন স্তম্ভ বিরাজিত ছিল, এই সকল স্তম্ভের উপর স্বর্ণবর্ণ গম্বুজ শোভা পাইয়াছিল, উপরে সুন্দর চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল। যে তাঁবুতে রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিল, তাহার কোণ ও পার্শ্বদেশ সোণার গিল্টিতে উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল। সারি সারি ঝাড়-পংক্তিতে মণ্ডপটি অপূর্ব্বভাবে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল, মেঝেতে কৃষ্ণাভ নীল রঙ্গের "ফেল্টের" জমি প্রস্তুত হইয়াছিল।

রাজশিবিরের সম্মুখেই প্রকাণ্ড খোলা প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণের ব্যাস ৩৭৫ ফিট পরিমিত এবং ইহার কেন্দ্রস্থলে উচ্চ রাজকীয় নিশান। এই প্রাঙ্গণে রাজকীয় অশ্বারোহী প্রহরিদল সর্ব্বদা অপেক্ষা করিত; প্রত্যূষে ইহাদের পালা অনুসারে পরিবর্ত্তনের দৃশ্য অপূর্ব্ব; গ্রেটবৃটন ব্যতীত এই দৃশ্য-দর্শনের সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় প্রজার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

সম্রাটের শিবিরের অতি নিকটেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের তাঁবু। রাজকীয় শিবিরের দক্ষিণদিকে বড়লাটের "কার্য্যকরী" ও "ব্যবস্থাপক" সভাদ্বয়ের সদস্যগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ। এখানে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণেরও বাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—এই সুবৃহৎ শিবিরে ৩০০ শত তাঁবু ছিল, এবং ইহার সম্মুখভাগ ৩৬০০ ফিট

বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে ছিল—অশ্বারোহী সৈন্যশ্রেণী। ইঁহাদের বাসের জন্য তাঁবুগুলি সামরিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সম্রাটের শিবিরের সম্মুখেই 'কিঙ্গ্‌স্‌ওয়ে' নামক রাস্তা। এই রাজপথের দুই ধারে, সম্রাটের শিবিরের অত্যন্ত নিকটেই—জঙ্গীলাট এবং পাঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল।

জঙ্গীলাটের শিবির।

জঙ্গীলাটের শিবিরটি কর্ণেল মেটল্যাণ্ড কাউপার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সামরিক অতিথিবৃন্দের সংখ্যা একশতের কিছু কম ছিল। বিভিন্ন দেশীয় সামরিক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে জার্ম্মাণি এবং জাপানের প্রতিনিধিদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জঙ্গীলাটের শিবিরের সম্মুখেই পাঞ্জাবের ছোটলাটের মনোরম বস্ত্রাবাস বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখভাগের সিংহদ্বারের সুন্দর খিলানটির নক্সাটি লাহোরের আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল সর্দ্দার বাহাদুর রামসিংহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর লাহোরস্থ স্বকীয় প্রাসাদ হইতে অনেক আসবাব্‌ আনিয়া নিজের শিবিরটি সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনাগৃহগুলি সাজসজ্জায় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ৩রা ডিসেম্বর কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে এই তাঁবুগুলিতে আগুন লাগিয়া উঠে। তাহাতেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুন্দর অভ্যর্থনাবস্ত্রাবাসগুলি ভস্মে পরিণত হয়। ছোট লাট বাহাদুর স্যার লুইডেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি অনেকাংশে পূরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ (৭০জন) যখন শিবিরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কোন অসুবিধা ভোগ করেন নাই।

পাঞ্জাব।

এই শিবিরের পরের পংক্তিতে বোম্বাইর লাট-শিবির। ইহা অনাড়ম্বর, সহজসুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ভিতরকার দীর্ঘ কৃষ্ণ তরুরাজির শ্রেণী তাঁবুগুলির নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রতা দূর করিয়া সমস্ত দৃশ্যটিকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা একশতের কিছু কম ছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে আগা খান, বোম্বাই গবর্ণরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, বেসরকারী ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিবর্গ, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারকগণ এবং এই প্রদেশের পূর্ব্বতন গবর্ণর লর্ড হ্যারিস ছিলেন।

বোম্বাই।

শিবির—ইহার সম্মুখভাগ ঘনচ্ছায়া তরুরাজিমণ্ডিত থাকায় সেই শোভন সুশীতল দৃশ্য চক্ষুর আরামদায়ক হইয়াছিল। এই শিবিরে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। ইহাতে অভ্যাগতদিগের সংখ্যা ছিল ৭৬ জন, তন্মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ধনকুবেরগণের বংশধরও কয়েকজন ছিলেন।

আগ্রা ও অযোধ্যা।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম শিবিরের কিছু দূরে প্রিন্সেস রোডের ধারে, পোলো গ্রাউণ্ড এর ঠিক সম্মুখভাগে বিদেশাগত প্রধান রাজপুরুষ এবং দরবার-কমিটির শিবির। আয়তনে ইহা শুধু সম্রাটের শিবির হইতে ছোট, অপর সমস্ত শিবির হইতে বৃহৎ ছিল। দরবারসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থা এই শিবির হইতে হইয়াছিল, এবং এই কেন্দ্র হইতে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কার্য্যস্রোতঃ বহিয়াছিল। এই শিবিরে এসিয়ার য়ুরোপীয় অধিকারের শাসনকর্ত্তাগণ, বৈদেশিক বাণিজ্যদূতগণের প্রতিনিধিবর্গ এবং দূরাগত কয়েকজন উচ্চরাজ-পুরুষ দলবলসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখানে অভ্যাগতের মোট সংখ্যা ছিল, একশত আঠার জন। তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান বাণিজ্যদূত ছিলেন। এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে—সিংহলের শাসনকর্ত্তা—স্যার এইচ ম্যাক ক্যালাম, লেডি ম্যাক ক্যালাম, ষ্টেট অধিকারের শাসনকর্ত্তা স্যার আর্থার ইয়ং, পারস্য উপসাগরের ব্রিটিশ প্রতিনিধি লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল পি, জেড, কক্স এবং তুরস্কাধিকৃত আরবের বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ জে জি লরিমার এবং আফগানিস্থানের আমীরের দূত কর্ণেল হাজি সাবেগ খান। হংকঙ্গের শাসনকর্ত্তা এবং আর্ম্মেণিয়ান (কেবল পারস্যের) দিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আয়ভাদিয়ানের আসিবার কথা ছিল। নানা কারণে তাঁহারা আসিতে পারেন নাই। দূরাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শিবির এবং দরবার শিবিরের সন্নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বস্ত্রাবাস ছিল। সেইগুলিতে হায়দারাবাদ ও মহীশূরের ব্রিটিশ প্রতিনিধি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার এবং রাজপুতানা ও বেলুচি-স্থানের এজেণ্টদ্বয় এবং কাশ্মীরের ব্রিটিশ প্রতিনিধি অবস্থান করিয়াছিলেন।

দরবার কমিটি।

রাজপুরুষদিগের শিবিরসমূহের শেষ সীমায় একটি সুন্দর খিলান-করা দ্বার ছিল। কলিকাতা চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সিঃ পি ব্রাউন ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিতে ইহার অতি সুন্দর নক্সা করিয়াছিলেন। এই প্রকাণ্ড

৫০ ফিট উচ্চ দ্বারে যখন রাত্রিকালে আলো দেওয়া হইত, তখন তাহা বহুচক্ষুর উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

উল্লিখিত শিবির সমূহ ভিন্ন আরও কতকগুলি বস্ত্রাবাস কিছুদূরে অবস্থিত ছিল। যথা পুলিশ ও প্রেস শিবির; মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার প্রভৃতির শিবিরও উল্লেখযোগ্য। এই দরবারের সংবাদ পাইবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ কিরূপ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিবে, তাহা অনুমান করিয়া সম্রাট্ পত্রিকাসংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সুবিধার জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন; এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইহাঁরা সংখ্যায় ৯০ জন ছিলেন, তন্মধ্যে ৪১ জন ভারতবাসী।

পুলিশ ও প্রেস-শিবির।

পাঞ্জাব শিবির অতিবৃহৎ ছিল, ইহাতে এক শতের উপর সম্ভ্রান্ত অতিথি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শিখসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, কাঙ্গড়া পাহাড়ের রাজপুত রাজগণ, নওয়াব বহরম খাঁ প্রমুখ বেলুচি "তুমাণ্ডারগণ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীদের মধ্যে পাঞ্জাব চিফ্ কোর্টের জজ স্যার প্রতুলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এই শিবিরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ শিবিরে মাত্র ৩৪ জন অভ্যাগত উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে উক্ত স্থানের দূরত্ব নিবন্ধনই আগন্তুকগণের সংখ্যার এই স্বল্পতা হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে ববিবলির মহারাজ স্যার ভি, রঙ্গরাও, বিজয়নগর রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা শ্রীরঙ্গদেব এবং মান্দ্রাজের লাট মজলিসের সদস্যগণ আগমন করিয়াছিলেন।

এই শিবিররাজির বিচিত্রতা দর্শকমাত্রেরই কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছিল। চিত্রলের 'মহত্তর'গণের পার্শ্বে 'খাইবার পাশে'র আফ্রিদিগণ, একদিকে অদ্ভুত পরিচ্ছদধারী সান-সেনাপতিগণের বিচিত্র যানবাহনের ঘটা, অপরদিকে সীমান্তপ্রদেশের কুর্য্যাম জনপদবাসী টুরিশদিগের অপূর্ব্ব সাজসজ্জা,—এই বিপুল শিবিরমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ জাতীয় চিহ্ন এবং সাজপোষাক সমভাবে দর্শকচিত্তে বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিল। দেশীয় রাজগণের শিবিরগুলি বড়ই বিচিত্ররকমের হইয়াছিল। নানাবর্ণে, নানাভঙ্গীতে, পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র, নিশানাদির বিচিত্রতায়—ইহারা বিশেষভাবে দর্শনীয় হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কোনটিই অতিরিক্ত সমারোহের চেষ্টায় শিল্পের রুচি লঙ্ঘন করে নাই, প্রত্যেক শিবিরই স্বীয় জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া কতকটা

বিচিত্রতা।

নূতনশ্রী প্রদর্শন করিয়াছিল। এই শিবিরগুলি পদমর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে সন্নিবেশিত হয় নাই। স্থানের উপযোগিতা ও ব্যবস্থার সুবিধানুসারে অবস্থিত হইয়াছিল। "মল" এবং "করোনেশন রাস্তা"র সংযোগস্থলে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের মনোরম শিবির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বয়ং এখানে বাস করিতেন না। পুরাতন দিল্লীতে একটি বাঙ্গালাবাড়ীতে (বাঙ্গ্‌লো) তাঁহার বাসের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই শিবিরে মন্ত্রী এবং অপরাপর উচ্চ রাজপুরুষগণ বাস করিতেন। ইহার সম্মুখেই মহীশূরের মহারাজের বিপুল বস্ত্রাবাস। মহারাজও এখানে বাস না করিয়া ময়দান হোটেল নামক একটি হোটেলে বাস করিতেন। মহীশূর-শিবির আড়ম্বর-হীনতা এবং তৎসংলগ্ন সুন্দর উদ্যানটির জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার পরেই গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া মহারাজার শিবির। ইহাতে বেশী আড়ম্বর ছিল না। মহারাজ যখন সম্রাটের নিকট না থাকিতেন তখন এইখানে আসিতেন। শিবিরটির প্রধান দ্বারের স্তম্ভের উপর ব্যাঘ্র ও সর্প অঙ্কিত ছিল। কথিত আছে যে প্রথম সিন্ধিয়ার শৈশবাবস্থায় যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তখন একটি সর্প মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। একদিকে সিন্ধিয়া প্রভৃতি মধ্যভারতের রাজগণের এবং ঠিক অপর দিকেই পাঞ্জাবের নৃপতিবৃন্দের শিবির। শেষোক্ত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে পাতিয়ালার শিবির সর্ব্বপ্রথম। এই শিবিরটি আড়ম্বরের প্রাচুর্য্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। ইহার বহুকারুকার্য্যভূষিত-দ্বার সমূহে অঙ্কিত সিংহমূর্ত্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই শিবিরের গিল্টি করা কয়েকটি কামান এত উজ্জ্বল ছিল যে রাত্রিতে আলোর মত দেখা যাইত। ইহার অভ্যন্তর-ভাগও সুন্দর বাগান প্রভৃতিতে যথেষ্ট সুসজ্জিত ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত দুইটি অভ্যর্থনাগৃহ কারুমণ্ডিত। খিলানও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল। অভ্যর্থনাগৃহে দুইটি দশফিট দীর্ঘ বিপুল ঝাড় দোদুল্যমান ছিল—তাড়িতা-লোকে ইহাদের নৈশ শোভা বড়ই চমৎকার হইত। গোয়ালিয়রের শিবিরের পরই ইন্দোরশিবির। এই শিবিরটি অনাড়ম্বরতা হেতুই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ইন্দোরের মহারাজ সিন্ধিয়ার নরাধিপের ন্যায় অনেক য়ুরোপীয় বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বশিবিরে স্থানদান করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অতঃপর জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজার শিবির উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি অত্যন্ত সুন্দর পরদা ছিল, উহা দৈর্ঘ্যে ২৬০ ফিট, উচ্চতায়

কুশলগড়ের রাজগণ, মধ্যভারতের রাতলাম, সীতামু, সাইলানা, ঝবুয়া এবং অলিরাজপুর এবং বোম্বাইর অন্তর্গত ইদর রাজ্যের রাজগণ মাড়বার রাজ-বংশের বিভিন্ন শাখা। মহারাজ সুমেরুসিংহ বাহাদুর অল্পদিন হইল গদীতে বসিয়াছেন। তিনি এতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয় প্রখ্যাতনামা যোদ্ধা মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ বাহাদুর তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইনি আমাদের সম্রাটের শিবির-রক্ষক (অবৈতনিক এডি কং) পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বিকানীরের মহারাজ হিজ্ হাইনেস্ গঙ্গাসিংহ বাহাদুরের রাজ্যের আয়তন গ্রীস দেশের তুল্য হইবে। তিনি যেমনই উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা, তেমনই যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। ১৯০০ সনে মহারাজ চীনে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। উল্লিখিত রাজ্যসমূহ ভিন্ন আরও অনেক রাজপুত রাজ্য আছে। এই স্থানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আবু পর্ব্বতে বশিষ্ঠের যজ্ঞাগ্নিতে উৎপন্ন "অগ্নিকুল" রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ। পনোয়ার, পরিহর, চৌহান এবং সোলাঙ্কি এই চারিশাখা 'অগ্নিকুল' হইতে উদ্ভূত। পনোয়ার বংশের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজগড়াধিপ মহারাজ বেণসিংহ, নরসিংহগড়পতি মহারাজ অর্জ্জুন সিংহ, ছত্রপুরের রাজা বিশ্বনাথ সিংহ দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। পরিহরশাখার প্রতিনিধি আলিপুরের জায়গীরদার দরবারে আসিয়া সম্রাট্‌কে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। চৌহানকুল এই শাখাচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। এই বংশের পৃথ্বীরাজ ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তি। চৌহানশাখার প্রতিনিধি কোটা, বুন্দী, শিরোহী প্রভৃতি অনেক স্থানের রাজারা আসিয়াছিলেন, এই কুলের অন্যতম শাখা বোম্বের রেওয়াকান্থার অধিপতি এই দরবারে যোগদান করিয়াছিলেন। সোলাঙ্কিবংশের প্রতিনিধি রেওয়ার মহারাজ, বাঘেলখণ্ডাধিপতি সার বেঙ্কটরমণ সিংহ এবং অর্চ্চার মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ বাহাদুর প্রভৃতি রাজন্যবর্গ দরবার-গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পরবন্দরের রাণা শ্রীনটবরসিংজি ভবসিংজি হনুমানের বংশোদ্ভব বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইনি এবং অপরাপর অনেক রাজপুত নরপতি দরবারে আসিয়াছিলেন।

দক্ষিণভারতে ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচীন রাজ্যদ্বয় অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ রাজারামের পূর্ব্বপুরুষগণ নবম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মহীশূরের যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুর

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া [১২৮ পৃঃ

বঙ্গদেশে কুচবিহার প্রসিদ্ধ রাজ্য। এককালে রাজ্যটি খুব প্রতাপান্বিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুটিয়াগণ কুচবিহার আক্রমণ করিয়া এই রাজ্যটি বিধ্বস্ত করে। মহারাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে স্বরাজ্য অর্পণ করেন; তাহাতেই ইহা রক্ষা পায়। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট রাজ্যটি পুরাতন রাজবংশের হস্তেই প্রত্যর্পণ করেন। কুচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্র।

কুচবিহার।

করদরাজ্যসমূহের মধ্যে কাশী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। ১৯১০ সনে ব্রিটিশরাজ্যান্তর্গত বিশাল জমিদারীর শাসনভার মহারাজকে অর্পণ করা হয়। মহারাজ স্যার প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ের চৈৎসিংহের বংশোদ্ভব।

কাশী

উল্লিখিত রাজগণ ভিন্ন ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে সিকিম ও ভূটানের মহারাজদ্বয় আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের ছয়জন প্রদেশাধিপ, (যাঁহারা রাজা থিবোর অত্যাচারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন) সম্রাটের সম্মানার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এডেন হইতে লাহেজ, সের ও মোকালা, ফাদর্থি প্রভৃতি স্থানের সুলতানগণ দরবারে আগমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশ।

এই স্থানে সুলতান মহম্মদ খান আগা খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি খোজা শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরু। রাজ্য না থাকিলেও তাঁহাকে সামন্ত নরপতি মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। আগা খানের পদগৌরবের তুলনা নাই। তাঁহার পিতামহ মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কন্যার বংশে জন্মিয়াছিলেন। এই বংশের সহিত পারস্যের রাজবংশের সম্বন্ধ আছে। নানারূপ ষড়যন্ত্রের জন্য আগাখানের পিতামহ পারস্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বোম্বাই মহানগরে বসতি করেন। আগাখান ভারতবর্ষীয় না হইলেও ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অনেকের হইতেই অধিক ক্ষমতাপন্ন। ভারত সম্রাট্ ইহাঁকে রাজ সম্মানদানে অনুগৃহীত করিয়াছেন। প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া ভক্তি করে। আফগানিস্থান ও

আগা খান।

সিন্ধুদেশের যুদ্ধবিগ্রহে ভারত গবর্ণমেণ্ট আগা খানের অমূল্য সাহায্য পাইয়াছিলেন। সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ জাতিগুলির উপর তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব। ইসলামিয়া মুসলমানদিগের নেতা আগা খানের বহু শিষ্য আফগানিস্থান, খোরাসান, পারস্য, আরব, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া, মরক্কো এবং জাঞ্জিবার অঞ্চলে আছে।

অভিষেক-দরবার।

সম্রাট্ প্রধানতঃ স্বীয় অভিষেকের কথা স্বয়ং তাঁহার ভারতীয় প্রজাদিগকে জানাইতে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দিল্লীতে যেরূপ আড়ম্বর ও জনসমাগম হইয়াছিল তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দরবারব্যাপারের জন্য ভারতবাসীরা ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের চক্ষে ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় পবিত্র বিষয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী যে দরবার হইয়াছিল, রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দিন বলিয়া প্রতিবৎসরই সেইদিনে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক দরবারও ১লা জানুয়ারীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯১১ সনের দরবার উক্তদিনে হইবে প্রথমতঃ এরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু উক্ত দিবস মহরম উৎসব থাকাতে সম্রাট্ তাঁহার মুসলমান প্রজাগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দরবারের দিন ধার্য্য করিলেন।

১২ই ডিসেম্বর।

সম্রাট্ এই উপলক্ষে ভারতবাসীদিগকে কোনরূপ অনুগ্রহ দেখাইবেন, ইহা স্থির ছিল; কিন্তু সে অনুগ্রহ কি আকার ধারণ করিবে, তাহা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইল। সম্রাটের বিশেষ ইচ্ছানুসারে বড়লাট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের দ্বারা অনুসন্ধান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক কোন্ অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকে। সেই অভাবটি দূর করিতে পারিলে তাহাদিগকে এই দরবার উপলক্ষে প্রকৃত অনুগ্রহ দেখান হইবে। এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল পরে বিবৃত হইবে।

অনুগ্রহ প্রদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ সম্রাট্ যে উৎসবব্যাপার সমাধা করিবেন, তাহা কিরূপ আকার ধারণ করিবে। অনেক বিচারবিতর্কের পর স্থির হইল যে উৎসবটি তিন অনুষ্ঠানে বিভক্ত হইবে। দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজসমীপে রাজভক্তি প্রদর্শন। সম্রাট্সমীপে তদীয় রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের ঘোষণা পাঠ এবং প্রজা ও সৈন্যবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার। মহাভারতোক্ত দরবার নগরীর বহির্ভাগে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হইত। এই দরবারের স্থান নির্দ্দেশ

দণ্ডায়মান হইলে মঞ্চের পশ্চিমদিক হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। সৈন্যদলের অধিনায়কগণ অগ্রসর হইবার সময়ে "দেখ ওই আসিছে বিজয়ী বীর" নামক সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল এবং সৈন্যগণ সেই সময়ে আগন্তুক অধিনায়কদিগকে অভিবাদন করিল।

প্রাচীন সেনানায়ক দল স্বস্থানে উপবেশন করিলে গম্ভীর নির্ঘোষে 'বিউগল' বাজিয়া উঠিল। অমনি সৈন্যগণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিশাল মঞ্চের পূর্ব্বদিক্ দিয়া একটি দল প্রবেশ করিল। এইবার বড়লাট বাহাদুর আসিলেন। ১নং রাজকীয় ড্রাগুন গার্ডগণ রক্ষী সেনারূপে সঙ্গে সঙ্গে ছিল। লর্ড ও লেডী হার্ডিঞ্জ, মিলিটারি সেক্রেটারী এবং ক্যাপটেন মাননীয় ই, হার্ডিঞ্জ সহ এক গাড়ীতে গিয়াছিলেন। ১১নং সম্রাট্ এডোয়ার্ডের স্বকীয় তীরন্দাজ সেনাদল সর্ব্বপশ্চাতে যাইতেছিল। বড়লাটের দেহরক্ষক সেনাগণের নেতা ছিলেন—লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ই, এইচ, কোল।

বড়লাট আসিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। "মাষ্টার অফ্ দি সেরিমনিস" (কর্ম্ম-কর্ত্তা) ও বড়লাটের পারিষদ্‌বর্গ অতঃপর তাঁহাকে ও লেডী হার্ডিঞ্জকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রধানমঞ্চের দক্ষিণপার্শ্বে বসাইলেন। বড়লাট ও লেডী হার্ডিঞ্জ উভয়ের রাজকুমার-সহচর দল সঙ্গে ছিল। ফরিদকোটের 'কানোয়ার' এবং অর্চ্চার মহারাজ কুমার করণসিংহ বড়লাটের এবং ভূপালের সাহেবজাদা রফিকুল্লা খাঁ লেডী হার্ডিঞ্জের সহচর ছিলেন। এই সময়ে পুনরায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদজ্ঞাপক চিহ্নবিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। "ভারত-নক্ষত্র" খচিত 'রিবন' তাঁহার বক্ষে শোভা পাইতেছিল। লেডী হার্ডিঞ্জের উজ্জ্বল পরিচ্ছদকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় জুবিলি-পদক এবং সম্রাট্ এডোয়ার্ডের অভিষেক-পদক সৌষ্ঠবদান করিয়াছিল।

বেলা দশটার সময় সম্রাটের শিবিরে প্রিভিকাউন্সেলের একটি সভা আহূত হইয়াছিল। বড়লাট, মারকুইস্ অফ্ ক্রু, বড়লাট পত্নী এবং লর্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড-হামকে লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছিল। মেজর ক্লাইভ উইগ্রাম এই সভার লেখকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য দরবারের পর সম্রাটের যে ঘোষণাবলী প্রচারিত হইবে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা। ঠিক সাড়ে এগারটার সময় সম্রাট্ যাত্রা করিলেন। মাননীয় শরীররক্ষকের

দল রাজশিবিরের সম্মুখেই সজ্জিত ছিল। কর্ণেল ডবলিউ, এইচ, ওয়াটসন ১০নং হাসার সহ সর্ব্বাগ্রে যাইতে লাগিলেন। তারপরে রাজপ্রাসাদসংক্রান্ত অশ্বারোহীর দল এবং বড়লাটের শরীররক্ষক দল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্রাট্ কিংখাপে আবৃত রাজকীয় যানে যাইতেছিলেন। ছত্র ও 'সূরযমুখী'তে ভালরূপে রৌদ্র নিবারিত হয় নাই বলিয়া কিংখাপের ব্যবস্থা। রাজযান বহু অশ্বসংযোগে ভারাক্রান্ত হয় নাই, দরবার মণ্ডপের আঁকা বাকা পথে অধিকসংখ্যক অশ্বের চলাফেরার অসুবিধা হইত। সম্রাটের গাড়ির দক্ষিণদিকে মেজর-জেনারেল এম্ রিমিংটন এবং শরীর রক্ষক দলের কাপ্তেন কীট্‌লি, ও বামদিকে মেজর-জেনারেল স্যার প্রতাপসিং যাইতেছিলেন। লর্ড চার্লস্ ফিজ্ মরিস্, ক্লাইভ্ উইগ্রাম, কাপ্তেন বেয়ার্ড ও কাপ্তেন ফেল তাঁহাদের অনুগমন করিতেছিলেন। ইম্পিরিয়াল্ ক্যাডেট কোর্ এবং ১৮নং তিওয়ানা ল্যান্সারস্ সর্ব্বপশ্চাতে যাইতেছিল। সম্রাট্ দরবারমণ্ডপে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। মণ্ডপের সোপানের উপরে বড়লাট বাহাদুর, লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড, এবং লর্ড চেম্বারলেন সম্রাট্-দম্পতীর অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সোপানে পদার্পণ করিবামাত্র সৈন্যগণ সামরিক আদবকায়দায় সম্মান প্রদর্শন করিল এবং ধ্বজদণ্ড হইতে রাজপতাকা নামাইয়া ফেলা হইল। সম্রাট উপবেশন না করা পর্য্যন্ত সুস্বরে ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। সম্রাট্‌দম্পতি সিংহাসনে বসিবার সময় রাজপরিকর কিশোর কুমারগণ (pages) রাজপরিচ্ছদাগ্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সংখ্যায় মোট দশজন ছিলেন। ছয়জন সম্রাটের, এবং চারিজন সম্রাজ্ঞীর—পরিকর। ইঁহারা সম্রাটের পার্শ্বচর হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। যোধপুরের মহারাজা (ইঁহার বয়স ১৪ বৎসর), ভরতপুরের মহারাজা (ইনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইনি শিশু ছিলেন), পলিতানার ঠাকুর (ইঁহার বয়স মাত্র ১২ ছিল); ইহা ব্যতীত মহারাজ কুমার সাদুল সিংহ (বিকানীররাজের জ্যেষ্ঠপুত্র), মহারাজকুমার হিম্মতসিংহ (ইদরের যুবরাজ), রেওয়ারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার গোলাপসিংহ, অর্চ্ছারাজের পৌত্র মহারাজকুমার বীরসিংহ, ভূপালের বেগমের দৌহিত্র সাহেবজাদা ওয়াহেদুজ্জুফর খাঁ,

সম্রাটের আগমন।

সম্বর্দ্ধনা।

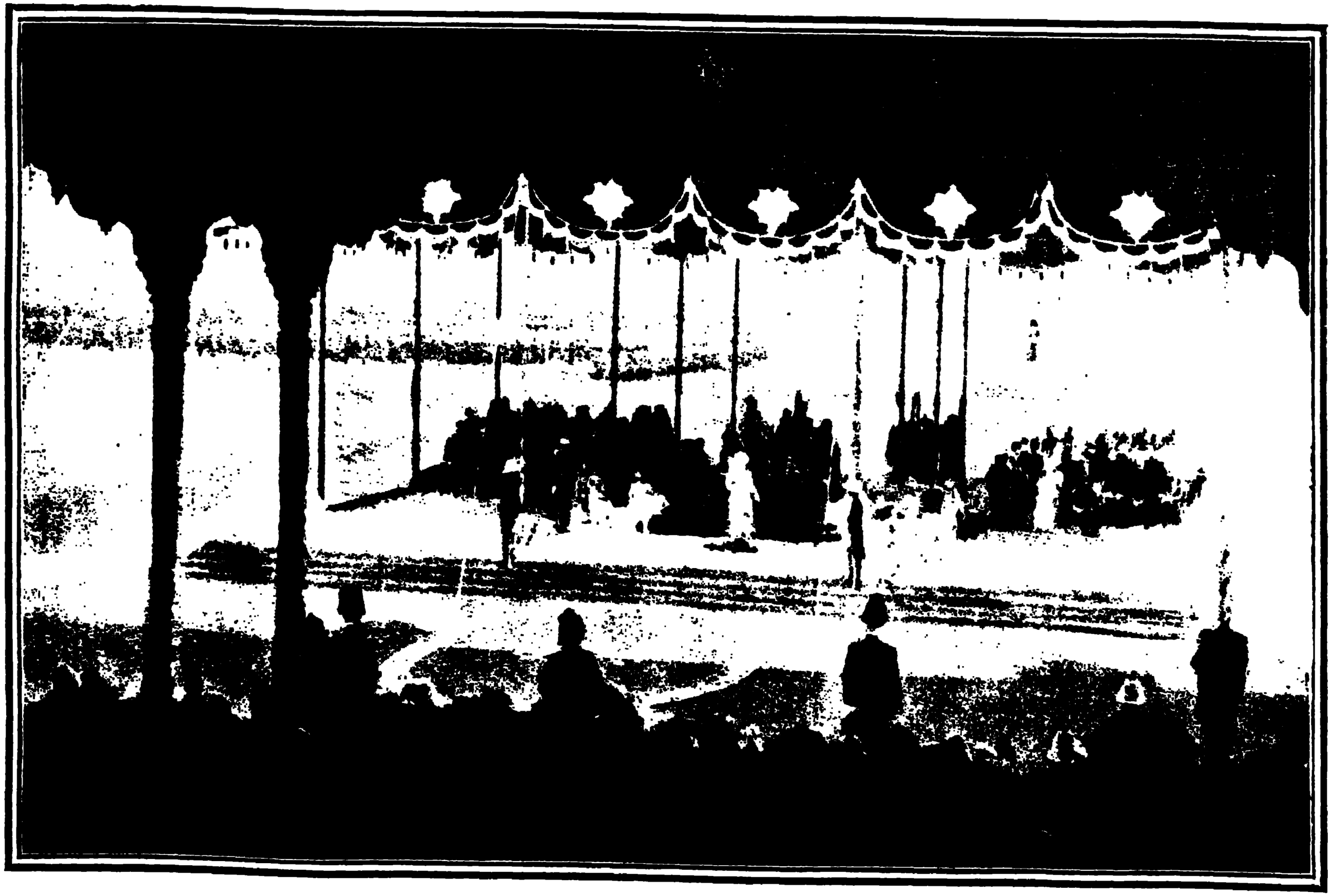

মহীশূরের মহারাজ [১২৮ পৃঃ

মাসে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আজ সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।

"এই দেশে স্বয়ং আসিয়া আমার রাজভক্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাপুঞ্জকে আমার হৃদয়ের অনুরাগ জ্ঞাপন করিব, ইহাও আমার আগমনের অন্যতম কারণ।

"যাঁহারা বিলাতে আমার অভিষেক দেখেন নাই তাঁহারা এই দরবার উৎসবে যোগ দিবার সুবিধা পাইবেন——ইহাও আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

"আজ এই উপলক্ষে ভারতসম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমি ভারতীয় রাজা, প্রজা, শাসনকর্ত্তা, সৈনিকবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তাঁহারা এই সিংহাসনের প্রতি ভক্তিসহকারে যে বশ্যতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা গ্রহণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব।

"যে সহানুভূতি, রাজভক্তি ও প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাগণ আমার সঙ্গে এখানে মিলিত হইয়াছেন, তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে।

"আমার উল্লিখিত মনোভাবের চিহ্নস্বরূপ এই দরবার চিরস্মরণীয় করিতে আমি কতকগুলি অনুগ্রহ ও প্রীতির নিদর্শন প্রদর্শন করিব। রাজ-প্রতিনিধি আপনাদিগের নিকট অতঃপর তাহা ঘোষণা করিবেন।

"আমার এই আশ্বাসবাক্যে আপনারা নির্ভর করুন, আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আপনাদিগের অধিকার ও দাবী দাওয়া সম্বন্ধে যে অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন আমিও আনন্দের সহিত তাহা সংরক্ষণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। আমি আপনাদের মঙ্গল, শান্তি ও সন্তুষ্টি বিধানে যত্নবান্ থাকিব।

"ভগবান্ আমার প্রজাবর্গের সুখশান্তি বিধান করুন, এবং এই অভিলাষ-পূরণে আমাকে সাহায্য করুন।

"উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও প্রজামণ্ডলী! আমি আপনাদিগকে আমার সাদর প্রতিনমস্কার জানাইতেছি।"

সম্রাট্‌দম্পতি আসন গ্রহণ করিলে রাজসিংহাসনে "ভক্তি ও বশ্যতা প্রদর্শনে"র কার্য্য আরব্ধ হইল।

প্রথমে বড়লাট বাহাদুর সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিরূপে অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্মানের সহিত রাজমঞ্চে আরূঢ় হইয়া সম্রাটের হস্ত চুম্বন করিলেন ও

পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। অতঃপর লাটসমিতির সদস্যগণ উপস্থিত সম্রাট্‌দম্পতিকে অভিবাদন করিলেন। জঙ্গীলাট তাঁহাদের অগ্রে ছিলেন। সিংহাসনের সম্মুখে যাইয়া সকলেই মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কেবল জঙ্গীলাট সামরিক প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই অভিবাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণখচিত গালিচায় দাঁড়াইয়া যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

ভক্তি ও বশ্যতা প্রদর্শন।

এই বৃহৎ দরবারগৃহে পোষাকপরিচ্ছদ যেরূপ বিচিত্র হইয়াছিল তদ্রূপ বিভিন্ন অভিবাদন প্রথাও অবলম্বিত হইয়াছিল। দেশীয় রাজগণের মধ্যে নিজাম সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছিলেন। তিনি কাল কোট ও পীতবর্ণের পাগড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন। পাগড়ীতে সোণার "কালঘি" (kalghi) দেখা যাইতেছিল।

নিজাম।

নিজাম বাহাদুর বামহস্তে একটী ছড়ি ধারণ করিয়া মুসলমানী রীতিতে দক্ষিণহস্তে বক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক সেলাম করিলেন। নিজামের পর বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় আসিলেন।

গাইকোয়ার, মহীশূর প্রভৃতি।

তিনি একেবারে সাদাপোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন; কেবল মাথায় লাল পাগড়ী ছিল। কোনরূপ জহরত বা আড়ম্বরের চিহ্ন তাঁহার পোষাকে দেখা যায় নাই। তিনিও হাতে একটি ছড়ি লইয়া সম্রাটদম্পতিকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। গাইকোয়ার বাহাদুরের পর মহীশূরের মহারাজা আসিলেন। মহারাজা বক্ষে "ভারতনক্ষত্র" (Star of India) চিহ্ন ও গলে হীরক-খচিত হার পরিয়াছিলেন, তাঁহারও হাতে একটী ছড়ি ছিল। তিনি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে কাশ্মীররাজ দেখা দিলেন, মহারাজ "ভারতনক্ষত্র" (Star of India) চিহ্নে সুশোভিত ছিলেন। বহুমূল্য জহরত ও তরবারিতে সজ্জিত হইয়া তিনি নমস্কার ও সেলাম দুই ই করিলেন। তৎপরে রাজপুতানার রাজগণ লাটপ্রতিনিধি অনারেবল্ সার ইলিয়ট্ কল্‌ভিনকে অগ্রে করিয়া একে একে অভিবাদন করিলেন। প্রথমে জয়পুর, পরে যোধপুর, বুন্দী, কোটা প্রভৃতির রাজগণ যথাক্রমে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বরোদার গাইকোয়ার [১২৮ পৃঃ

স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। এইবার এই রাজসম্বর্দ্ধনা ও ভক্তি প্রদর্শনের উৎসব শেষ হইল। সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত পঁয়ত্রিশজন ব্যক্তি এই কার্য্যে যোগদান করিলেও মাত্র অর্দ্ধঘণ্টার কিছু বেশী সময়েই সমস্ত ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল। এই উৎসব ব্যাপিয়া সমস্ত সময়েই সুস্বরে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল।

দরবার শেষ।

অতঃপর দরবার ব্যাপারের অধ্যক্ষ (Master of the Ceremonies) সিংহাসনের সম্মুখে গমন করিয়া এই উৎসবের সমাধা ঘোষণা করিলেন। তখন সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সিংহাসন হইতে উঠিয়া নিম্ন মঞ্চে অবতরণ করিলেন। অগ্রে লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড এবং লর্ড চেম্বারলেন, পশ্চাতে সম্রাট্-দম্পতি হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছিলেন, আর পশ্চাতে পরিকরবৃন্দ তাঁহাদের পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ ধরিয়া ছিলেন—এইদৃশ্য বড়ই চমৎকার হইয়াছিল। তাঁহারা সম্মুখে যাইতেই কেন্দ্রস্থ শিবিরের দ্বিতীয় গ্রেনাডিয়ার প্রহরীদলের বিপুলদেহ সার্জ্জেণ্ট পথ ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ইহার নিশ্চল বিরাটকায় এ পর্য্যন্ত সকলেরই দৃষ্টি ও মনোযোগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতি হইতে কিছু দূরে বড়লাট ও লেডি হার্ডিং, ও তৎপরে ক্রুর মার্কুইসপত্নী, ডিভনশায়ারের ডিউকপত্নী এবং টেকের ডিউক যাইতেছিলেন। সর্ব্বপশ্চাতে সোণার আসাসোটা লইয়া চোপদারগণ গিয়াছিল। শিবির অবতরণিকার নিম্নেই "গার্ড অব্ অনার" সজ্জিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সম্রাট্-দম্পতি দরবার শিবিরের ভিতরে উত্তরমুখী হইয়া বসিলে বড়লাট-বাহাদুর, ভারতসচিব মহোদয়, এবং লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড তাঁহাদের অল্প পশ্চাতে আসন গ্রহণ করিলেন। টেকের ডিউক, ডিভনশায়ারের ডিউকপত্নী প্রভৃতি সিংহাসন-নিম্নস্থ মঞ্চটির উপর বসিয়াছিলেন। অল্প কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই পুনরায় গম্ভীর নিনাদে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। এই বাদ্যে রাজদূতদিগকে আহ্বানের সঙ্কেত করা হইয়াছিল। রাজদূতগণ একটু দূরে ছিলেন এজন্য অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতেছিলেন। ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠামাত্র দলবলসহ তাঁহারা দরবার শিবিরের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন; তাঁহাদের রৌপ্য নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল। দুইভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা সম্রাট্-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রহিলেন। সম্রাট্ ঘোষণা-

পত্র পাঠের. আদেশ প্রদান করিলে দিল্লীর রাজদূত নিম্নলিখিতমত ঘোষণাবলী পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ইহা খুব উচ্চস্বরে পঠিত হইলেও দূরস্থ অনেকে শুনিতে পান নাই। তাই ইংরেজী ও উর্দ্দূতে ছাপান ঘোষণাপত্র দরবার মঞ্চে বিতরণ করা হইয়াছিল।

ঘোষণাপত্র।

ইংলণ্ডেশ্বর, ভারতসম্রাট্

কর্ত্তৃক

তাঁহার অধিকারে অভিষেকোৎসব

জানাইবার

ঘোষণাবলী।

"যেহেতু আমাদের রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১৯১০ সনের ১৯শে জুলাই এবং ৭ই নবেম্বর রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচার করিয়াছি যে ভগবানের অনুকম্পায় আমাদের রাজ্যাভিষেক ১৯১১ সনের ২২শে জুন নিষ্পন্ন হইবে; এবং যেহেতু উল্লিখিত ২২শে জুন বৃহস্পতিবার ঐ শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারিয়াছি; এবং যেহেতু ১৯১১ সনের ২২শে মার্চ্চ আমরা জ্ঞাপন করিয়াছি যে আমাদের ইচ্ছা যে ভারতসাম্রাজ্যের রাজা, প্রজা, শাসনকর্ত্তা প্রভৃতিকে লইয়া ভারতেও অভিষেকোৎসব সমাধা করি; সুতরাং এখন আমাদের রাজকীয় ঘোষণাবলী দ্বারা দিল্লীতে সমাগত আমাদের কর্ম্মচারীবৃন্দ, করদরাজগণ, প্রজাগণ, সকলকেই আমাদের প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা জানাইতেছি ও তাঁহাদের সুখ-শান্তি কামনা করিতেছি।

ঘোষণাপত্র।

১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর আমাদের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে দিল্লী রাজসভা হইতে এই ঘোষণাপত্রটী প্রচার করা হইল।"

ভগবান্ সম্রাট্‌কে দীর্ঘজীবী করুন!

অতঃপর সহকারী রাজদূত উর্দ্দুতে ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে বাদকগণ মেজর ষ্ট্রেটন লিখিত মধুর সঙ্গীত বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিল। এই ঘোষণার প্রচার শেষ হইলে চতুর্দ্দিক হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি ও অবশেষে জাতীয় সঙ্গীত বাদিত হইল। ইহার পরে বড়লাটবাহাদুর সিংহাসন

কেবল তিন বৎসরের জন্য মাসিক বৃত্তি (allowance) পাইতেন। এখন হইতে তাঁহারা মৃত্যু অথবা দ্বিতীয়বার বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বৃত্তি পাইতে থাকিবেন।

৮। অসামরিক (civil) বিভাগে যে সকল স্থায়ী কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক তাঁহারাও অর্দ্ধমাসের বেতন পারিতোষিক লাভ করিবেন।

৯। দেওয়ান বাহাদুর, সর্দ্দার বাহাদুর, খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর, রাও বাহাদুর, খান সাহেব, রায় সাহেব এবং রাও সাহেব উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ এখন হইতে বিশেষত্বজ্ঞাপক সম্মানের চিহ্ন ধারণ করিবেন। মহামহোপাধ্যায় এবং সাম্‌সুল উলামা উপাধিধারীগণ ভারতের প্রাচীন বিদ্যাবত্তার সম্মানার্থ এখন হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাইবেন।

১০। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এবং বেলুচিস্থানে যাঁহারা রাজকার্য্য সমাধা করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের আজীবন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত নিষ্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করা গেল। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের বংশধরদিগের সম্বন্ধেও একপুরুষ পরিমিত সময় পর্য্যন্ত ঐ দান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন।

১১। রাজভক্ত ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের শুভকামনায় সম্রাট্ ঘোষণা করিতেছেন যে এখন হইতে রাজ্যলাভের সময় রাজন্যবর্গকে কোনওরূপ "নজর" দিতে হইবে না। কাথিওয়ার এবং গুজরাটের এলাকা বহির্ভূত (non-jurisdictional) জমিদারগণ এবং মেবারের ভূমির ভূস্বামিগণ ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যত টাকা ধার করিয়াছেন তাহা সমগ্র অথবা আংশিক পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। ভারতসংক্রান্ত রাজকীয় সৈন্যদিগের (Imperial Service Troops) মধ্যে অতিরিক্ত কয়েকজনকে পুরস্কার স্বরূপ (Order of British India) অর্ডার অব্ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া পদবী দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

১৩। সম্রাট্ এই দরবার উপলক্ষে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীকে মুক্তি দান করিবেন, এবং যাহারা জালজুয়াচুরি না করিয়া শুধু অভাবনিবন্ধন ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবেন।

১৪। উল্লিখিত নানারূপ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নাম শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।"

"ভগবান্ সম্রাট্‌কে দীর্ঘজীবী করুন!"

অতঃপর বড়লাট বাহাদুর আসনগ্রহণ করিলে পুনরায় ব্যাণ্ড বাজিয়া ঘোষণাবাণীর উপসংহার করিল। বাজনা থামিলেই রাজদূত মহোদয় (Herald) তাঁহার শিরস্ত্রাণ উত্তোলন করিয়া সম্রাটের নামে তিনবার জয়ধ্বনি করিলে সৈন্যগণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সেই উল্লাসের প্রতিধ্বনি করিল। সহকারী রাজদূতমহোদয় সম্রাজ্ঞীর নামেও ঐরূপ করিলে সৈন্যগণও পূর্ব্ববৎ প্রতিধ্বনি করিল। তখন চতুর্দ্দিকে বিরাট জনতা ও সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে আনন্দসূচক চীৎকারধ্বনির তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। এই ভাবে প্রজাবৃন্দের মধ্যে দরবার কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল।

অতঃপর সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুনরায় শিবিরে প্রবেশ করিলে সকলেই মনে করিলেন যে এইবার দরবার শেষ হইবে। কিন্তু এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সম্রাট্ বড়লাটবাহদুরের নিকট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া সুস্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত কথা কয়টী পাঠ করিলেন।

"আমরা প্রজাবর্গের নিকট আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর ও আমার মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া নিম্নলিখিত বিষয়কয়েকটী ঠিক করিয়াছি। কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইবে। এই হেতু যত শীঘ্র সম্ভব দুই বঙ্গ যুক্ত হইয়া গভর্ণরের অধীনে থাকিবে। বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবে। একজন ছোটলাট বাহাদুর এই প্রদেশ শাসন করিবেন। আসাম একজন শাসনকর্ত্তার (Chief Commissioner) অধীনে স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। এই ভাবের শাসন ও সীমাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার, ভারতসচিবের অনুমতি অনুসারে সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এখন হইতে এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতবাসীর সুখশান্তি বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।"

রাজধানী পরিবর্ত্তন ও বঙ্গ ভঙ্গ রদ।

সম্রাটের কথা শেষ হইলে সমগ্র জননণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এত শীঘ্র যে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইবে, ভারতের শাসন যন্ত্রে এমন আমূল

পরিবর্ত্তন ঘটিবে, একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহা কে মনে করিয়াছিল? সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই সম্রাট্ তাঁহার অভিপ্রায় অতি গোপনে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, সম্রাট্ উপবেশন করিলে দরবারকর্ম্মাধ্যক্ষ (Master of the Ceremonies) দরবার বন্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর জাতীয় সঙ্গীত যন্ত্র-সহযোগে গীত হইল এবং সম্রাট্-দম্পতী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া শিবিরে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড ও লর্ড চেম্বারলেন, এবং পশ্চাতে পশ্চাতে বড়লাটবাহাদুর প্রভৃতি যাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ গাড়ীতে উঠিলে ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।

সম্রাট্ চলিয়া গেলে বড়লাটবাহাদুর তাঁহার সঙ্গিগণসহ দরবারস্থল ত্যাগ করিলেন। এদিকে অনবরত ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। তাঁহার পর দেশীয় রাজগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। সম্রাটের প্রস্থানের এক ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ প্রজা ও প্রহরী ভিন্ন দরবারমণ্ডপ একেবারে শূন্য হইয়া গেল।

এতক্ষণ সাধারণ প্রজাবর্গ নীরবে ছিল—এখন আর তাহা পারিল না। সমবেত জনসঙ্ঘের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। দলে দলে লোক সিংহাসনের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সিংহাসনরক্ষক হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদল প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল যে ইহা রাজভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস। সম্রাট্ যে গালিচার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন প্রজাগণ তাহারাই কোণমাত্র স্পর্শ করিয়াই ধন্য বোধ করিতে লাগিল। কেহ বা সেই গালিচা মাথায় বা স্কন্ধে ঠেকাইয়া আবার কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইল। এই ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক রাজভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস একমাত্র ভারতেই সম্ভবপর।

রাজভক্তির উচ্ছ্বাস।

দিল্লীর এই চিরস্মরণীয় অভিষেকোৎসব জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছে যে ভারতবাসী রাজার প্রতি সম্পূর্ণরূপ নির্ভরশীল; এই উৎসব ভারতবাসীর হৃদয়ের অকপট এবং একনিষ্ঠ রাজভক্তিকে ভারতসাম্রাজ্যের প্রধানতম ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান করিয়া দেখাইয়াছে। ব্রিটিশ রাজ্যের চির অভ্যস্ত সুশৃঙ্খলায় ও বিধানে, প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্যময় আড়ম্বরের মধ্যে এই অভিষেকোৎসব ভারতের প্রজাকে তাহার রাজার সহিত সুদৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

আনন্দোৎসব।

১২ই ডিসেম্বরে আনন্দোৎসব কেবল দিল্লীতে হয় নাই। এই দিন ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে রাজভক্তিজনিত আনন্দের পূতধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। অনেকস্থানেই ১০১ তোপধ্বনিপূর্ব্বক স্থানীয় দরবার আহূত হইয়াছিল। রাজকীয় ঘোষণাপত্র এই উপলক্ষে সর্ব্বত্র পঠিত হইয়াছিল, এবং সম্মান ও প্রশংসাপত্র বিতরিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের জলযোগের এবং তাহাদিগকে নানাপ্রকার আমোদপ্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দরিদ্রদিগকে আহার্য্য ও বস্ত্রবিতরণ, কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান প্রভৃতি ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের জন্য বোম্বাই টাকশালে প্রায় ত্রিশলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র স্মারক পদক প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজভক্ত ভারতবাসী অনেকস্থলে সম্রাট্‌দম্পতীর চিত্র সসম্মানে পাল্কি অথবা গাড়ীতে করিয়া লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। গির্জ্জা, মসজিদ, দেবমন্দির প্রভৃতিস্থানে শত শত নরনারী সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর মঙ্গল কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল।

প্রাদেশিক বিচিত্র উৎসবে রাজভক্তির অভিব্যক্তি।

অনেক স্থলে এই ব্যাপারে রাজপুরুষদিগের কিছুমাত্র প্রণোদন ছিল না। সুদূর পল্লীগ্রামের কুটিরগুলিও দরিদ্রের সামর্থ্যানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসবের চিহ্ন ধারণ করিয়া শোভা পাইয়াছিল। ইংরাজরাজপুরুষগণ মফঃস্বলে পরিদর্শনার্থ গমন করিয়া এই সব চিহ্ন দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

এই বহুস্থানব্যাপক বিশাল আনন্দোৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা একবারে অসাধ্য ব্যাপার, তবে দু'একটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাঙ্গালা।

বাঙ্গালাপ্রদেশে হাওড়ার আমোদ-আহ্লাদে প্রায় ৪০ হাজার ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিল। পুর্ণিয়া ও কটকে হাতীর মিছিল বাহির হইয়াছিল। পুরুলিয়াতে ছোটনাগপুর-অশ্বারোহী সৈন্যের এক প্রকাণ্ড মিছিল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গদেশব্যাপক রাজভক্তির বিরাট আনন্দোৎসবে শত শত নরনারী যোগদান করিয়াছিল।

কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ উৎসব করেন নাই, কারণ সম্রাট্ কলিকাতায় স্বয়ং আসিলে সে সমস্ত অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউনহলে ডেপুটি সেরিফ কেবল ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে আমোদ-আহ্লাদের মুক্ত উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজনগরে এই উপলক্ষে ১৭ হাজার দরিদ্র ব্যক্তি অন্নবস্ত্র পাইয়াছিল। রাজসরকারে উৎসব খুব ধূমধামের সহিতই হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানে সম্রাট্-দম্পতীর ছবি বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতি দরবারে রাজবন্দনাগীতি শ্রুত হইয়াছিল। অনন্তপুর নগরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্ত্বেও নগরবাসীর উৎসাহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্লেগবিধির আয়ত্তাধীন নগরবাসিগণ নগর ত্যাগ করিয়া তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। সেই অস্থায়ী বাসস্থানেই তাঁহারা যথোপযুক্তভাবে উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আর্কটের সাজসজ্জা ও আলোকদান উল্লেখযোগ্য, নিলোরে প্রধান প্রধান প্রজামণ্ডলী চারিসহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন, এবং এই ব্যাপার বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বোম্বাই।

বোম্বাই প্রদেশের দরবারে আনুসঙ্গিক অপরাপর ব্যাপার ব্যতীত দরিদ্রভোজনেরও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অত্যধিক জনতাসত্ত্বেও কোনরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। প্রায় সকল শোভাযাত্রাতেই সম্রাট্দম্পতীর প্রতিকৃতি সসম্মানে বাহিত হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যক্তিগণ দেবতার মূর্ত্তি লইয়াই এরূপ ভাবে বাহির হইতেন—কোন-দিনও মানুষের ছবিকে এতদূর সম্মান করেন নাই। সিন্ধুদেশে সিন্ধুনদেরই দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত যেন আলোর তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল। বিজাপুরের অধিবাসিগণ এরূপভাবে ১২ই ডিসেম্বর অতিবাহিত করিয়াছিলেন যে দেখিয়া মনে হইত তাঁহারা যেন দেবার্চ্চনাপূর্ব্বক দিবস অতিবাহিত করিতেছেন। কাথিওয়ারে প্রায় চারি সহস্র পল্লীগ্রামে ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল।

সিন্ধুদেশ, বিজাপুর ও যুক্তপ্রদেশ।

যুক্তপ্রদেশের সংবাদও আন্তরিক রাজভক্তিপরিচায়ক। য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় সম্প্রদায় এমন সুদিনে পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাব দেখাইতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। একস্থানে স্থানীয় ক্রীড়াসমিতি প্রতিবেশী দেশীয়

ইংলণ্ড হইতে অসংখ্য পুতুল আমদানি করিয়া বিলাইয়াছিলেন। আমোদ আহ্লাদ কোথায় না হইয়াছে? মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, এমন কি পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত আনন্দধ্বনি শ্রুত হইয়াছে।

কারারুদ্ধের মুক্তি ও নানা-প্রকার হিতানুষ্ঠান।

সম্রাটের ইচ্ছানুসারে সমগ্র ভারতে প্রায় ১২ হাজার কয়েদী কারামুক্ত হইয়াছিল। প্রজাবর্গ যথাযথরূপে রাজ-অনুগ্রহ-লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভারতবাসী কেবল ক্ষণিক আমোদ-প্রমোদে সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন নাই। তাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থায়ী দেশহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া সম্রাটের ভারতাগমন চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। শুধু সাক্ষাৎসম্বন্ধে সরকারের অধীন ব্রিটিশশাসিত প্রদেশগুলিতেই এই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয় নাই। দেশীয় নৃপতিবৃন্দের রাজ্যেও ধূমধামের চূড়ান্ত হইয়াছিল। হাইদ্রাবাদে দরবারদিবসে একটি দরবার ও সৈন্যপ্রদর্শনী হইয়াছিল। মহীশূরে তিন সহস্র ধর্ম্মমন্দিরে ও মস্‌জিদে সম্রাট্‌দম্পতীর মঙ্গলকামনায় বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। লাইব্রেরী স্থাপন, দরিদ্র ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্য এত হইয়াছিল যে তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বস্থানেই রাজভক্তির চিহ্ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল। কাশ্মীর, বরদা, গোয়ালিওর, ইন্দোর, ভূপাল, রেওয়া, উদয়পুর, জয়পুর, বিকানীর এবং যোধপুর প্রভৃতি সকল রাজ্যেই এমন কি সান দেশে পর্য্যন্ত যথেষ্ট আনন্দ, আড়ম্বর ও রাজভক্তি দেখা গিয়াছিল।

উল্লিখিত প্রত্যেক দেশেই প্রজাবর্গমধ্যে বিবিধপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছিল। উদয়পুরের মহারাণা স্বীয় প্রজাদিগের মধ্যে ঋণদান বাবদ প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা মাপ দিয়াছিলেন। জয়পুররাজ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খাজনা মাপ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজা এই উৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য স্বীয় প্রজাসাধারণকে স্বায়ত্ত শাসন দান করিয়াছিলেন। রাজগড়, জাওরা, পাতিয়ালা এবং ঝিন্দ প্রভৃতির প্রদেশাধিপগণ এই উপলক্ষে নানা দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

উল্লিখিতরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আনন্দোৎসবের চূড়ান্ত হইয়াছিল। ১৯০৩ সনেও ধূমধাম হইয়াছিল, তবে এতটা নয়। সম্রাট্ আসিয়াছিলেন বলিয়াই এবার এতটা অধিক সমারোহ হইল। যদিও অতি

হইতে সাধারণ প্রজাবর্গকে দর্শনদান করিতেন। এই ব্যাপারকেই একারণে "দর্শন" উৎসব বলিত। তিন শত বৎসর হইল, এই রীতির বিলোপ ঘটিয়াছে। আমাদের সম্রাট্‌ও সেই "ঝরোকা" হইতে দর্শন দিবেন, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইল। এই "দর্শন" ব্যাপারের আনুসঙ্গিক আরও কিছু উৎসব থাকিলে ভাল হয়; এই জন্য সার লুই ডেন্ একটি কমিটীর সাহায্যে এবং করদরাজগণের অযাচিত মুক্তহস্তদানে উৎসাহিত হইয়া একটি মেলার ব্যবস্থা করিলেন। মেলার সংবাদে প্রজাপুঞ্জের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এইরূপ মেলা পূর্ব্বকালেও বসিত, তাহার নাম ছিল "বাদসাহি" অথবা "সাহেনসাহি" মেলা। মেলার সুচারু ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাঁহারা এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এবং অপরাপর অনেককে উৎসবান্তে বিশেষ পদক দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল। উল্লিখিত "দর্শন" উৎসব ও তৎসংক্রান্ত মেলার জন্য যে শিবির নির্ম্মিত হইয়াছিল. তাহাতে অন্যূন দুইলক্ষ লোকের স্থান করা হইয়াছিল। এই মেলাতে দিল্লীর বড় বড় ব্যবসায়িগণ দোকান খুলিয়াছিলেন। জীবনধারণোপযোগী জিনিষপত্রের ত কথাই নাই, এই মেলায়, মণিমাণিক্য, রেশম, গালিচা এবং সকলপ্রকার দুর্লভ ও মনোরঞ্জক দ্রব্যাদিরও ছড়াছড়ি হইয়াছিল।

বাদসাহী মেলা।

ফরিদকোট, ঝিন্দ, নাভা এবং পাতিয়ালের অধিপতিগণ সাধারণের সুবিধার্থে অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। পাতিয়ালার রাজা ইহা ছাড়া এই মেলা প্রাঙ্গনটি আলোকিত করিবার গুরুভারও বহন করিয়াছিলেন। ঝিন্দের মহারাজ ও মালের কোট্‌লার নবাবের ব্যয়ে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তবে ঐ চিকিৎসালয়ের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় নাই; কারণ পীড়া বা আকস্মিক দুর্ঘটনা জনিত বিপদ্ আপদ্ একরূপ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কমিটী পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। অবশেষে একটী বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া যন্ত্রসহযোগে জলবিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। মেলাতে শান্তিরক্ষার জন্য ছয়শত লোক লইয়া একটি পুলিশবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। উহাদের সহিত সতেরশত ভারতীয় সৈন্য এবং সাতজন ব্রিটিশসেনা, দশম গুর্খা রাইফল্ সেনা দলের ম্যাজোর সিনিয়রের অধীনে মিলিতভাবে কার্য্য করিয়াছিল। সৌভাগ্যের

বিষয় পুলিশকে লোকচলাচলের ও আমদানী রপ্তানির সাহায্য করা ভিন্ন অন্য কোন কাজ করিতে হয় নাই।

দশ হইতে তেরই ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল। যাহাতে সকলেই যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে পারে, এইজন্য রায়বাহাদুর পণ্ডিত হরকিষণ লালের উদ্যোগে নানাপ্রকার দেশীয় খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সকল খেলার মধ্যে দোদা, কবাটি, গটকাফারি, সাউঞ্চি, ভেড়ার লড়াই, ঘুড়ি উড়ান, প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বায়স্কোপ, থিয়েটার, নাচ, যাদুবিদ্যা, ইত্যাদি ব্যাপার দিন রাত্রি চলিতেছিল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সুস্বরে, সমাগত জনবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের ব্যাণ্ড এইস্থানে পাঠাইয়াছিলেন। এই সব ছাড়া আবার সাহিত্যিক লড়াইও হইয়াছিল। সার লুই ডেন ইহাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ইঁহারা পারসী, উর্দ্দু ও সংস্কৃতে সম্রাটের জয়গান করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিশুদিগকে মিষ্টদ্রব্য বিতরণ এবং দরিদ্র-ভোজন। এতদ্ভিন্ন বাজিপোড়ান, ফানুষ উড়ান প্রভৃতি আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। গোয়ালিয়রের মহারাজ তথাকার ইম্পিরিয়াল সার্ভিস্‌বাহিনী লইয়া একটি কল্পিত চীন দুর্গ আক্রমণ করিবেন কথা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা হয় নাই।

বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় মুক্ত মেলা প্রাঙ্গনের একাংশে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলেই তাহারা চলিয়া যান নাই। সেই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপারের জন্য সকলেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সমগ্র জনসাধারণ সে দিন "সম্রাটদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। প্রত্যেক জেলা এবং রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে দুইশত জন বিশেষব্যক্তিকে রাজদর্শনার্থ পাঠাইয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণকে রাজদর্শন করাইবার ভার লইয়াছিলেন, 'মার্শালে'র কার্য্যে নিযুক্ত মিঃ জে আর পিয়ার্সন। ইনি ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের লোক। দুর্গনিম্নস্থ বিশাল ভূখণ্ডে নানাবর্ণরঞ্জিত উষ্ণীষ পরিহিত নরমুণ্ড ভিন্ন রাজদর্শনসময়ে আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

"রাজদর্শন।"

সম্রাট্‌দম্পতী বেলা তিনটার সময় কর্ণেল হাণ্টন এবং তদধীন একদল সৈন্য সহ স্বীয় শিবির ত্যাগ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে দর্শনদানার্থ উপস্থিত

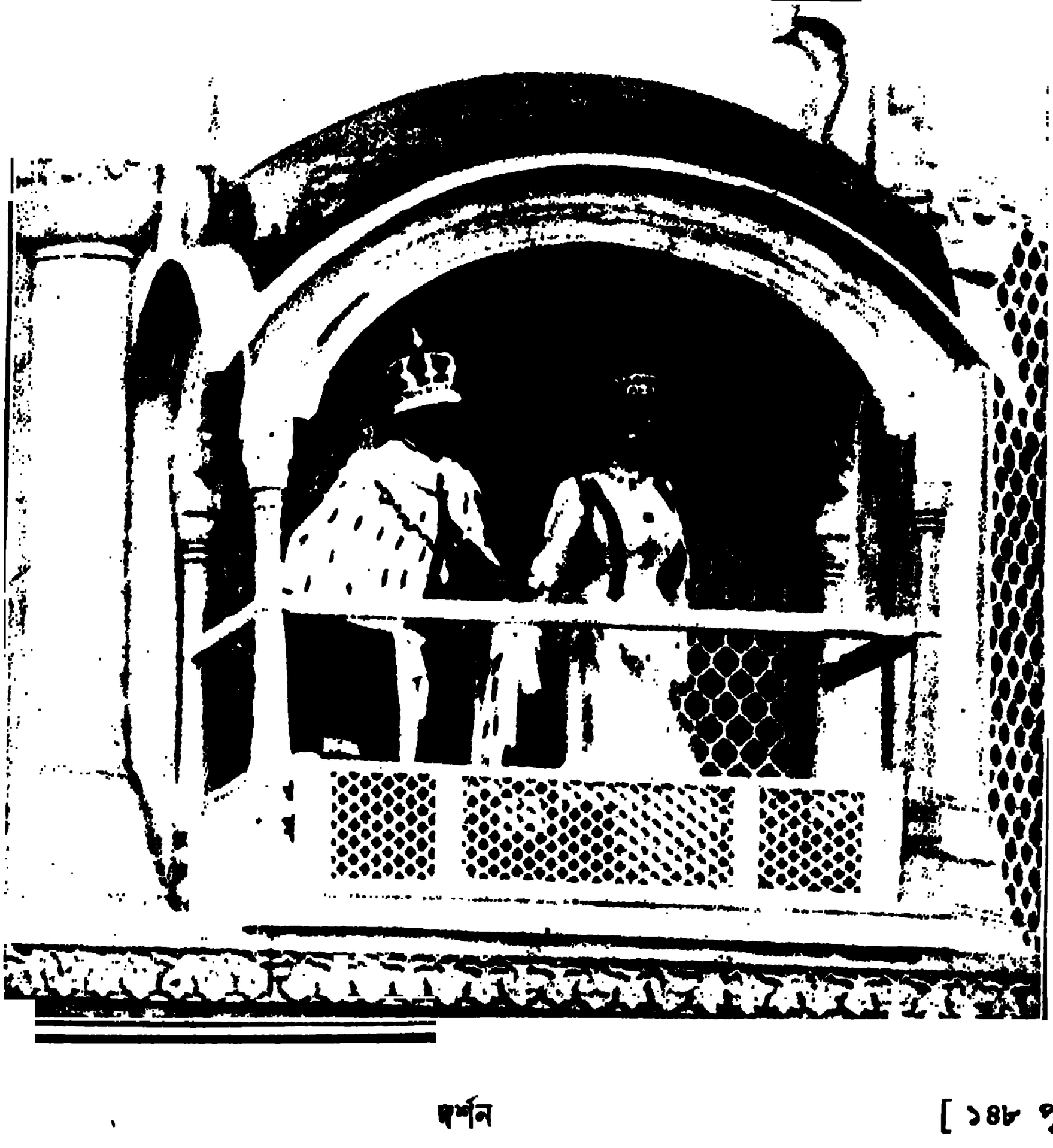

দিল্লীর দুর্গে সম্রাট্‌দম্পতী [১৪৯ পৃঃ

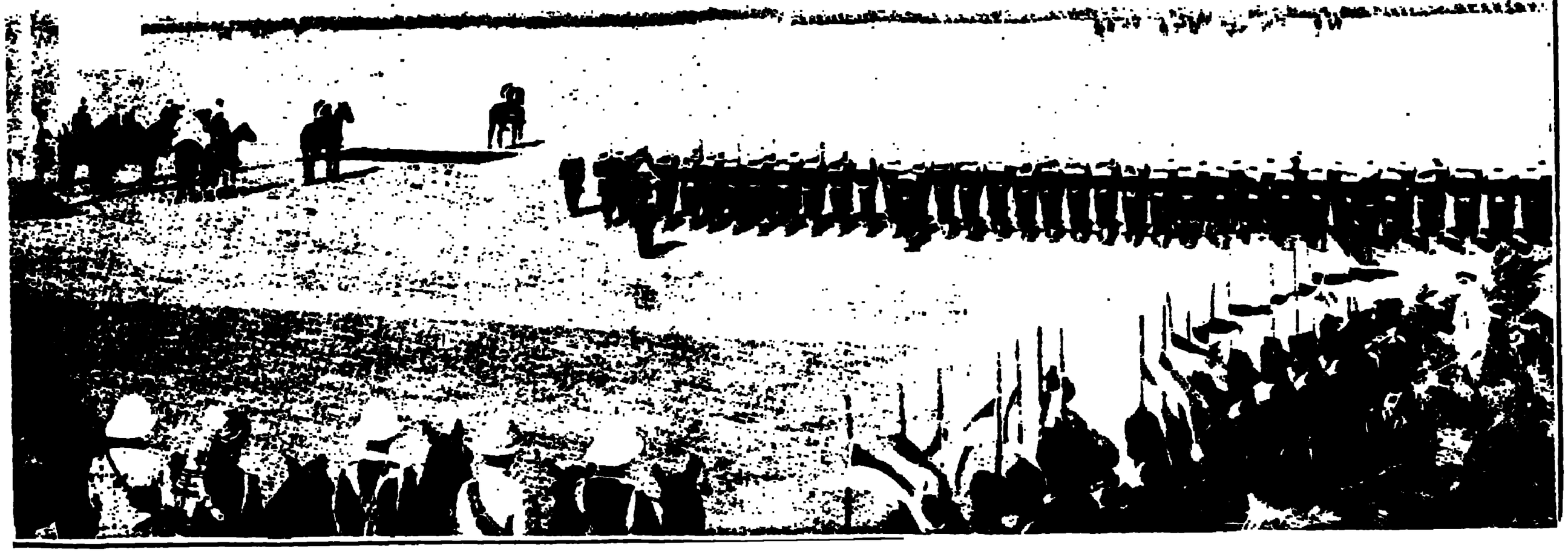

প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য দিল্লীতে আনয়ন করা হইবে। কিন্তু উত্তরভারতে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষ হওয়ায় এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ৫০ হাজার সৈন্য দিল্লীতে সমবেত হইয়াছিল। দরবার কমিটির সামরিক সভ্যের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সৈন্যবিষয়ক সমস্ত প্রশ্ন-সমাধানের ভার তাঁহাদের উপর ছিল। এসিস্টাণ্ট কোয়াটারমাষ্টার জেনারাল মেজর ডবলিউ, বি, জেমস্ সমস্ত সৈনিক শিবির নির্ম্মাণের ভার লইয়াছিলেন। এড্‌জুটাণ্ট জেনারালের অধীনে কর্ণেল জে, এম ওয়াণ্টার এবং তদীয় সহকারী ক্যাপটেন এইচ, ডেস, ভি উইলকিন্সন সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৯ই ডিসেম্বর হইতে সৈন্যপ্রদর্শনী আরব্ধ হয়। এই দিন রাত্রিতে পোলো খেলিবার বিস্তৃত ময়দানে সেনাগণ মিলিত হইয়া সুললিত স্বরে ব্যাণ্ড বাজাইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গান ছিল, ছাইকৌস্কির "১৮১২" নামক সঙ্গীত। বিচিত্ররূপে রচিত-খচিত মশালের দীপ্তিতে এই বহুলোকসমন্বিত বিস্তৃত ক্ষেত্র নূতন শ্রীধারণ করিয়াছিল। স্বয়ং সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞী মটরযোগে এই অপূর্ব্ব সেনাসমাবেশ ও তাহাদের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে ময়দানে গিয়াছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর রবিবার দিন সৈন্যগণের প্রার্থনার দিবস। সামরিক শিবিরের সীমানার অন্তর্গত জগৎপুর গ্রামে ৮ হাজার সৈন্য এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। এই ব্যাপারের সমস্ত বন্দোবস্তই সামরিক প্রথানুযায়ী হইয়াছিল। ইহা অতি অনাড়ম্বর ছিল,—সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী এবং পাদ্রীগণ দুইটি ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপের নীচে আসীন ছিলেন। কিন্তু বিপুল জনসঙ্ঘ মুক্ত আকাশের নিম্নে দাঁড়াইয়াছিল।

সৈন্য প্রদর্শনী।

৬ নং ইনিস্‌কিলিং ড্রাগুন এবং ৯ নং হডসন্স অশ্বারোহী সৈন্য সহ সম্রাটদম্পতী রাজকীয় শিবির হইতে বাহির হইলেন। সাম্রাজ্যরক্ষক বিপুল বাহিনীদল রাজপথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে ফিল্ড মার্সালের পরিচ্ছদপরিহিত সম্রাট্‌কে ও সম্রাজ্ঞীকে বড়লাটবাহাদুর সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর একটি মিছিল গঠিত হইল। মিছিলের অগ্রে অগ্রে একজন

রাখিও যে যদিও আজকাল আর পতাকা লইয়া যুদ্ধে যাওয়া হয় না, তথাপি তোমাদের গৌরবের কথা ইহাতে অঙ্কিত করিতে পার।”

৭৩ নং ব্ল্যাকওয়াচদের প্রতি :—

“তোমরা ভারতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছ ; সুতরাং তোমরাও একটি নূতন পতাকার অধিকারী। ইউরোপ ও আফ্রিকাতে তোমরা খুব যশ অর্জ্জন করিয়াছিলে। ১৮১৫ সনে ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছ, ভবিষ্যতেও তাহা দেখাইতে পার।”

৭২ নং সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডারদিগের প্রতি :—

“ভারতে কার্য্য করিবার জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথমে তোমাদের দল গঠন করা হইয়াছিল। বীরত্ব দেখাইবার সুযোগ তোমাদের মত অতি অল্প সৈন্যদলের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তোমরা কেবল ভারতেই যুদ্ধ করিয়াছ, তাহা নহে। উত্তমাশা অন্তরীপ এবং মিশরেও যুদ্ধ করিয়াছ। তোমরা দেখাইয়াছ যে স্কটল্যাণ্ডবাসিগণ কেবল ভারতে কার্য্য করিবার উপযুক্ত নহে, সমস্ত পৃথিবী তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র।”

হাইল্যাণ্ড পদাতিকগণের প্রতি উক্ত হইল : --

“কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যখন জিব্রল্টার অতিক্রম করি, তখন তোমাদের কথা মনে হইয়াছিল। আজ মনে করিতেছি যে পূর্ব্বে যদি তোমরা স্যার আয়ার কুটের সঙ্গে পোর্ট নোভোতে না থাকিতে তাহা হইলে হয়ত আমি আজ ভারতের সম্রাট্‌রূপে এখানে তোমাদিগকে সম্বোধন করিতাম না। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তোমরা অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিয়াছ। এখনও দেখাও যে কুট এবং ওয়েলিংটন তোমাদের প্রতি যেরূপ নির্ভর করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তোমাদের উপর সেইরূপ নির্ভর করা যাইতে পারে।”

গর্ডন হাইল্যাণ্ডারদিগের প্রতি :—

“সমগ্র সাম্রাজ্য তোমাদের সুযশের কথা অবগত আছে। আমি এ কথা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানি, কারণ আমার পূজনীয় পিতৃদেব তোমাদের কর্ণেল ছিলেন। তোমাদের আদর্শ অন্যান্য সৈন্যদল হইতে উচ্চতর, এজন্য তোমাদের কর্ত্তব্যও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। আমি জানি তোমরা কর্ত্তব্যপালন করিবে, কারণ তোমরা যে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার।”

কনট সৈন্যদলের প্রতি :—

“বার বৎসর পূর্ব্বে তোমরা দেখাইয়াছ যে সুদীর্ঘ ৯০ বৎসরেও

বড়লাটবাহাদুর তাঁহার সামরিক কর্ম্মচারিগণসহ অশ্বারোহণে প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বড়লাটবাহাদুরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন পতাকাবাহকস্বরূপ রাজপথে সম্রাটের সঙ্গে ছিল। সম্রাজ্ঞীও প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ডিভনসায়ারের ডাচেস্ এবং ডারহামের আর্ল সহ গাড়ীতে বসিয়াই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

এত সৈন্য একত্র হইয়াছিল যে সমগ্র স্থানটি ঘুরিয়া দেখিতেই সম্রাটের এক ঘটিকা পরিমিত কাল লাগিয়াছিল। অতঃপর সম্রাট্ সৈন্যদলের অভিবাদন গ্রহণার্থ নির্দ্দিষ্টস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। বড়লাটবাহাদুর তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

এই সময়ে বিভিন্ন সেনাদলসমূহ সামরিক নিয়মে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল।

সর্ব্বাগ্রে জঙ্গিলাটবাহাদুর সমগ্রসেনানায়ক স্বরূপ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া লেফটেন্যাণ্ট-জেনারাল স্যার ডগল্যাস হেইগকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট রহিলেন। অতঃপর মেজর জেনারাল রিমিংটনের নেতৃত্বে তদীয় অশ্বারোহী সেনাদল দেখা দিয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদল চলিয়া গেলে খনি-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর দল এবং তারহীন বার্ত্তার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ইহারা চলিয়া গেলে লাহোরের সৈন্যদল উপস্থিত হইল। ইহাদের নায়ক ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারাল স্যার এ, এ, পিয়ারসন। এই সৈন্য-দলের প্রথমাংশে ঘনসন্নিবিষ্ট অশ্বারোহী পংক্তি ও তৎপরে সমতলক্ষেত্রে এবং পর্ব্বতভাগে অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ দুইদল সৈনিক যথাক্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক অগ্রসর হইল। অতঃপর লেফটেন্যাণ্ট-জেনারাল স্যার পার্সি লেক তাঁহার দলবল লইয়া প্রস্থান করিলে মেজর জেনারাল মিঃ জে, ব্রমফিল্ড কম্পজিট ডিবিসনসহ এবং মেজর-জেনারাল বি, টি, মেসন দিল্লীর দুর্গসংক্রান্ত সেনাগণসহ অভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

অতঃপর লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জে, এইচ, এস্, বিয়ারের নেতৃত্বে সখের সৈনিকগণ সামরিক নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত পাদক্ষেপে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস সৈন্যদল অগ্রসর হইল। ইহাদের নেতা ছিলেন মেজর-জেনারাল এফ, এইচ, আর ড্রামণ্ড। এই দলে অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী ও খনি-সংক্রান্ত সৈন্য ছিল। দলের শেষভাগে ঝিন্দ, কর্পূরথালা,

কাশ্মীর, নাভা, পাতিয়ালা এবং রামপুরের ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস পদাতিকগণ সম্রাটের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিল।

ইহারা চলিয়া গেলে রাজকীয় অশ্বারোহী গোলন্দাজ সেনাদল এবং অপরাপর অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সম্রাটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। পদাতিক সেনাগণ রাজকীয় পতাকা-সম্মুখে সামরিক প্রথা অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। অতঃপর নানাপ্রকার সামরিক কৌশল প্রদর্শনের পর সৈন্যগণ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নামে অতি উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল। রাজসম্মানজ্ঞাপক ১০১টি তূর্য্যধ্বনি হইল। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাট্ দম্পতী প্রদর্শনীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপারের শৃঙ্খলা ও সমাধান উৎকৃষ্টরূপে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যরক্ষক সৈন্যদল যখন সম্রাটের সকাশে সামরিক পদ্ধতিতে অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া গেল, তখন দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহলের অবধি রহিল না। এই সৈন্যসমূহ অনেক সময়ে স্বীয় স্বীয় দেশাধিপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চলিয়াছিল। গোয়ালিয়র, বিকানির, যোধপুর, পাতিয়ালা ও ভরতপুরের রাজারা স্বয়ং তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় দলের অগ্রে গমন করিতেছিলেন। একটি দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ হইয়াছিল। বহারমপুরের সপ্তমবর্ষবয়স্ক রাজা উষ্ট্রপৃষ্ঠে অতিগম্ভীরভাবে সমাসীন হইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়াছিলেন; সেই দৃশ্য দর্শনে দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালিদ্বারা মনের আনন্দ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর বেলা ৮টার সময় প্রধান সেনাপতি এবং কতিপয় অনুচরসহ সম্রাট্ পদাতিক সেনাগণের এবং নৌসেনাদলের শিবিরসমূহ পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সময়ের অল্পতাবশতঃ তিনি অশ্বারোহী সেনাগণের শিবির দেখিতে পারেন নাই।

"নীল পোষাক" পরিহিত এবং সেই নামে অভিহিত নৌসেনাদল সম্রাটের ভারতাগমন-উপলক্ষে অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কারণ সম্রাট্‌দম্পতীর ভারতে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াতের ভার তাহাদের উপর পড়িয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই এবং দিল্লীতেও তাহাদের কাজের অবধি ছিল না। ভারতের এতটা অভ্যন্তরে তাহারা কোন কালে আসে নাই। "মেদিনা" এবং অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজ হইতে একশত জন "নীল পোষাকী

করিতেন। তাঁহার দয়াতে রোগী দাতব্য চিকিৎসালয়, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি খাদ্য, তৃষ্ণার্ত্ত জলধারা এবং শিক্ষার্থী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"তাঁহার তরবারি সর্ব্বদাই বিজয়লাভ করিয়াছে এবং নানা জাতির সৈন্যগণ তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইয়া তদীয় মহিমাময় আদেশ পালন করিয়া ধন্য হইয়াছে।

"তাঁহার রণতরীসমূহ সমুদ্রপথ নিরাপদ্ রাখিয়াছে এবং তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছে।

"তিনি ভূমণ্ডলের যাবতীয় জাতিকে সখ্যবন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রজাগণকে সুনিয়ন্ত্রিত শান্তির অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।

তাঁহার রাজত্বকালে তদীয় প্রিয়দেশ ভারতবর্ষ নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি ভোগ করিয়াছে। সেই সুশাসন মহতের উদাহরণ এবং দীন ও আর্ত্তের অবলম্বনস্থানীয় হইয়াছে। বংশানুক্রমে চিরকাল প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্, দয়ালু শাসনকর্ত্তা ও ইংরেজমহাপুরুষস্বরূপ তদীয় স্মৃতি লোকের মনে জাগরুক থাকিবে।"

উপরিলিখিত কথাগুলি পারস্যভাষায় অনূদিত হইয়া সেই শিলাস্তম্ভের পশ্চিমদিকেও খোদিত হইবার ব্যবস্থা হইল।

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতি অনুষ্ঠান ভিন্ন আর একটি ব্যাপারে সম্রাট্ যোগদান করিয়াছিলেন। গুরুত্ব হিসাবে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন।

সেই কার্য্যটি দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন। ১৫ই ডিসেম্বর অর্থাৎ দিল্লীত্যাগের একদিন পূর্ব্বে সম্রাট্ অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৩নং হুসার বাহিনী ১৭নং অশ্বারোহী সেনা দেহরক্ষক স্বরূপ সম্রাটের সঙ্গে গিয়াছিল।

সম্মানিত প্রহরিরূপে নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ফুইসি লিয়ার প্রথম বাহিনী এবং ৪১নং ডোগ্রা প্রভৃতি এই উপলক্ষে তথায় উপস্থিত ছিল। এই উৎসবে স্থান বেশী ছিল না বলিয়া কেবল দেশীয় নৃপতিগণ এবং উচ্চরাজপুরুষগণ ভিন্ন অপর কেহ ভিতরে প্রবেশ পান নাই।

সম্রাট্ উপস্থিত হইলে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। অতঃপর বাদ্যধ্বনি থামিলে বড়লাট বাহাদুর রাজমঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিতরূপ সংক্ষিপ্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

"সম্রাট্ দরবার দিবস যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন আজ তাহা সম্পূর্ণ করিতে—ভারতের অভিনব রাজধানী রূপে নূতন দিল্লীর ভিত্তিস্থাপনার্থ আগমন করিয়াছেন। দিল্লীর সন্নিকটে অনেক প্রাচীন রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কোন কোনটির আদি এরূপ প্রাচীন, যে ইতিহাসপূর্ব্ব-কালের ছায়ায় তাহা অস্পষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু অদ্য যে আশাপ্রদ ও শুভ ঘটনাবলির মধ্যে এই নবরাজধানীর পত্তন হইতেছে, ইহার পূর্ব্বে কোন রাজধানীই এরূপ সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিতে পারে না।

"কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে অনেক বিচার বিবেচনা করা হইয়াছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ হইতেই এই বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে। অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে এরূপ বিরাট্ পরিবর্ত্তনে কাহারও কাহারও কিছু না কিছু ক্ষতি অবশ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমি আমার মন্ত্রণাসভার সহিত একমত হইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা নিবেদন করিতেছি। এই পরিবর্ত্তন অধিকাংশের পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইবে। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির যাহা ক্ষতি হইবে তাহাও বেশী নয়। মন্ত্রিগণসহ সম্রাট্ পরামর্শ করিয়া ভারতের অবশ্যম্ভাবী যে যে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে ভারতের অশেষ মঙ্গল ও সুখশান্তি সাধিত হইবে। সম্রাটের এই আদেশ সমগ্র দেশ আনন্দের সহিত সমর্থন করিবে, এবং ইহাতে অতি সামান্যই মতদ্বৈধ থাকিবে, ইহাই আমরা আশা করি।

"পরিশেষে আমরা প্রার্থনা করি ভবিষ্যতের নূতন যে মহানগরীর অদ্য পত্তন হইবে, যাহার ভিত্তি সম্রাট্ স্বয়ং স্থাপন করিবেন, তাহা স্বীয় বৈজয়ন্তী-প্রভায়, এই প্রাচীন সাম্রাজ্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থানে তদীয় স্মৃতিমণ্ডিত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

অভিনন্দনপত্র পাঠ শেষ করিবার সময় বড়লাট বাহাদুর প্রকাশ করিলেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজ এই নগরে সম্রাটের একটি প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন করিবেন এবং বিকানীরের মহারাজও এই স্থানে তদ্রূপ সাম্রাজ্ঞীর একটি প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বড়লাটবাহাদুরের অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাট্ বলিলেন :—

"দিল্লীত্যাগের পূর্ব্বে নূতন দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন করিয়া যাইতে পারায় সাম্রাজ্ঞী ও আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি।

করিবেন এবং একথা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে যে ভারত-সম্রাজ্ঞীর সহিত তদ্দেশের মহিলাকুলের প্রথম মিলন উপলক্ষে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল।

আপনাদের শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের মঙ্গল কামনায় আমিও আপনাদের সঙ্গে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেছি।"

এই কথাগুলি ইংরাজিতে পাঠ করা হইলে সি, গ্র্যাণ্ট নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলা উর্দ্দুতে উহার পুনরুক্তি করিলেন, কারণ অনেক মহিলাই ইংরাজি ভাষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন না। অতঃপর সম্রাজ্ঞীকে প্রত্যেক মহিলা অভিবাদন করিলে কার্য্য শেষ হইল। এই সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ লাভ করিয়া ভারতীয় মহিলাগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীর অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা কৃতার্থ-বোধ করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ ও দিল্লী-মিউনিসিপালিটি।

অতঃপর যথাক্রমে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং দিল্লী মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিগণের সঙ্গে সম্রাটের দেখাসাক্ষাৎ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ১৩ই ডিসেম্বর সম্রাট্‌সমীপে ইহাঁরা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে দশজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মান্দ্রাজের শেরিফ মিঃ এ, জে লসন মহোদয়কে অগ্রে করিয়া সাড়ে বারটার সময় সিংহাসন-মণ্ডপে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের ভাবার্থ এইরূপ :—

"আমরা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধিগণ—আপনাকে ও সম্রাজ্ঞীকে দরবার-উপলক্ষে অভিনন্দন করিতেছি। যুবরাজস্বরূপ সপত্নীক একবার আপনি আমাদের প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই আমরা ভক্তির সহিত আপনাদের স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের প্রেসিডেন্সী ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রদেশ। আজ আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আপনারা নানাপ্রকারে ভারতবর্ষের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের এই শুভাগমনে যতটা লোকরঞ্জন হইয়াছে, এত বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। যদিও নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনারা আমাদের প্রদেশে পদার্পণের অবসর পান নাই, তথাপি দরবার উপলক্ষে ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে সমাগত

স্বর্গীয় পিতৃদেবের রাজ্যলাভের কথা বিঘোষিত হইয়াছিল। আজ আপনি দিল্লীকে যেরূপ অনুগৃহীত করিলেন দিল্লীবাসিগণ তাহা চিরকাল মনে রাখিবে।

"আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর ন্যায় দরবার-উপলক্ষে যথোচিত আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি, কিন্তু আমাদের আনন্দের আরও একটু বিশেষত্ব আছে। ১২ই ডিসেম্বর আপনারা যুবরাজদম্পতীরূপে এই নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে কয়েকবৎসর পরে সেই একই তারিখে এখন আসিয়া দরবারের মহা অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন। তাই ১২ই ডিসেম্বরকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিব, উহা আমাদের নিকট পবিত্র দিবস। দিল্লী প্রাচীন রাজা ও বাদশাহগণের ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ, কিন্তু স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতিচিহ্ন নাগরিকগণের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে এরূপ আর কিছুতেই করে নাই।

"সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী—আপনারা উভয়েই এই অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিতে আমাদিগকে অনুমতি ও সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন, এজন্য আমাদের বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

"সর্ব্বশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সম্রাট্দম্পতী ও সম্রাট্পরিবারের উপর তাঁহার শুভাশীষ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে চিরনির্ব্বিঘ্ন করিয়া শান্তিতে রক্ষা করেন। আপনারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করুন, ইহাই প্রার্থনা।"

সম্রাট্ এই অভিনন্দনের উত্তরে বলিলেন :—

"আপনাদের সম্বর্দ্ধনাসূচক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন লাভ করিয়া প্রীত হইয়াছি, আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

"কয়েক মাস পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে ভারতে অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। এই সংবাদে আমাদের ভারতবর্ষে আগমনের সময় বহুলোকের দুরবস্থার আশঙ্কা করিয়া ভীত হইয়াছিলাম। যাহা হউক দুর্ভিক্ষের পরিমাণ অতি সামান্যই হইয়াছে—ইহাতে ভগবানের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ! রেলপথ ও খাল প্রভৃতির বাহুল্য হওয়াতে দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন আর অনিষ্ট করিতে পারে না। কৃষিসম্বন্ধে ভারতবর্ষে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এ দেশীয় কৃষকগণ পুরাতন রীতিতে চাষ করে সত্য, কিন্তু

এই অনুষ্ঠান চলিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আগুনের মত দেখা গেল। বৈদ্যুতিক আলোগুলিও কাঁপিয়া উঠিল, অমনি 'অগ্নি নির্ব্বাপক' দলের আগমন ধ্বনি শুনা গেল। সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এমন কি কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই ক্ষণিক উত্তেজনা সম্রাটের ভাবগম্ভীর অটলমূর্ত্তি দর্শনে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রশমিত হইয়া গেল। আগুন শীঘ্রই নিবিল। পরে দেখা গেল যে সম্রাটের শিবিরে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মারকুইস অফ্ ক্রুর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ লুকাসের একটি তাঁবু অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক অল্পেতেই যে এই বিপদের অবসান হইল ইহা সুখের কথা। উপাধি বিতরণ শেষ হইলে দলবলসহ সম্রাট্‌দম্পতী প্রস্থান করিলেন। এইরূপে উপাধিদান উৎসব নির্ব্বিঘ্নে এবং সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইল।

দিল্লীতে অবস্থানকালে সম্রাটের আর একটি অনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য। উহা পুলিশবল পরিদর্শন এবং তাঁহাদের মধ্যে মেডেল বিতরণ। ১৫ই ডিসেম্বর নূতন দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন করিয়া সম্রাট্ পোলো খেলিবার মাঠে পুলিশপ্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। পাঞ্জাব পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর স্যার জেনারাল এডোয়ার্ড লি ফ্রেঞ্চের নেতৃত্বে দুইসহস্র সাতশত পুলিশের লোক প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রস্তুত ছিল। সম্রাট্ পুলিশদল পরিদর্শন করিয়া ৭২ জনকে পদক উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাট্ স্যার ই, এল্, ফ্রেঞ্চ দ্বারা পুলিশগণকে আদর-আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও পুলিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আসিয়াছিল। পঞ্জাব হইতে ১৬০০ শত, যুক্তপ্রদেশ হইতে ৫৫০ শত এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সকল প্রদেশ হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ক্ষুদ্রতর দল প্রত্যেক প্রদেশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারালের নেতৃত্বে প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানটি দর্শকমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান ব্যতীত আরও অনেক অনুষ্ঠানে পদক বিতরিত হইয়াছিল; ২৬০০০ দরবার স্মৃতিজ্ঞাপক পদক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিতরিত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে দশসহস্র সৈন্যগণের ভাগ্যে পড়িয়াছিল। দুই সহস্র স্বর্ণপদক শাসনকর্ত্তৃগণ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

পুলিসপরিদর্শন।

অতঃপর সম্রাট্‌দম্পতী দিল্লীত্যাগ করিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর সম্রাটের দিল্লীত্যাগের দিন ধার্য্য হইল। আগমনসময়ে যে প্রকার আড়ম্বর করা

হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াই এবার আর সেরূপ করা হইল না। শিবির-ত্যাগের পূর্ব্বে সম্রাট্‌দম্পতী একবার বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের নেতা দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ মহোদয়কে অগ্রে করিয়া সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ করিলেন, মুসলমানগণ আরবী ভাষায় সম্রাট্‌দম্পতীর মঙ্গলকামনা করিলেন, শিখগণ সুন্দরভাবে বাঁধান একখণ্ড 'গ্রন্থ' উপহার দিলেন। এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে করদরাজগণ তাঁহাদের উচ্চ-কর্ম্মচারিগণসহ সম্রাট্‌দম্পতীকে বিদায়সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্রাট্‌ রাজগণের করস্পর্শ করিয়া গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

দিল্লীত্যাগ।

সম্রাটের সঙ্গে যে মিছিল চলিল তাহাতে বড়লাটবাহাদুর ছিলেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বেই তিনি সেলিমগড় রেলষ্টেশনে সম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার জন্য গিয়াছিলেন। সম্রাট্‌দম্পতীর সঙ্গে ফার্ষ্ট কিঙ্গস্‌ড্রাগন গার্ডস্‌, ১১নং সম্রাট্‌ এডোয়ার্ডের ল্যান্সার্‌স্‌, শরীররক্ষিসৈন্যদল, রাজকীয় ক্যাডেট কোর, ৬৯নং ইনিংস্‌কিলিং ড্রাগন, রয়াল হর্স আরটিলারি, ৩০নং ল্যান্সার্‌স্‌ সৈন্যদল ছিল। সেনাগণের নেতা ছিলেন ব্রিগেড়িয়ার জেনারাল সি, পি, পিরি। সমস্ত রাস্তায় পংক্তিক্রমে দণ্ডায়মান সেনাগণ সম্রাট্‌-দম্পতীকে অভিবাদন করিয়াছিল

সেলিমগড় ষ্টেশনে রাজকীয় গাড়ী আসিলে বড়লাট বাহাদুর এবং লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়া সম্রাট্‌দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিলেন। এইখানে বিদায়-অভ্যর্থনার জন্য প্রাদেশিকশাসনকর্ত্তৃবর্গ, দরবার কমিটির সভ্যগণ এবং অপরাপর উচ্চরাজপুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট্‌ অতঃপর বড়লাট-বাহাদুর এবং লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিয়া নেপাল যাত্রা করিলেন। কয়েক মিনিটের পরে আর একটি ট্রেনে চড়িয়া সম্রাজ্ঞী আগ্রা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীত্যাগের পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী কুতুব মিনার ও দিল্লীর দুর্গ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীর জজ তাঁহাকে এই সকল প্রাচীন চিহ্ন দেখাইবার ভার লইয়াছিলেন। সম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর ট্রেন-প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিবার সময় সম্মানচিহ্ন স্বরূপ ১০১ বার কামান ধ্বনিত হইয়াছিল। সম্রাট্‌ এবং সম্রাজ্ঞী যাত্রা করিলে অল্পক্ষণ পরেই সপত্নীক বড়লাটবাহাদুর দেরাদুনে প্রস্থান করিলেন।

ক্ষুদ্র তটিনী তীরে সম্রাট্‌শিবির অবস্থিত ছিল। সম্মুখে খরবেগা স্রোতস্বতী, পশ্চাতে নিবিড় কান্তার, আর দূরে—অতিদূরে দিক্‌চক্রবালে অঙ্কিত অস্পষ্ট মসিচিত্রবৎ গগনস্পর্শী হিমগিরির তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ। শিবিরে সম্রাটের জন্য একটি অতিসুন্দর "বাঙ্গালা" বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। সম্রাটের শিবিরের চতুর্দ্দিকে ইংরেজি "এস্" অক্ষরের মত শিবির নির্ম্মাণ করিয়া সহচরদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মোটর গাড়ী, আস্তাবল, হাঁসপাতাল, ডাক ও তারঘর প্রভৃতির জন্যও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু ছিল।

উল্লিখিত শিবিরসমূহের অতিনিকটেই নেপালমন্ত্রীর শিবির অবস্থিত ছিল। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিবারভিন্ন অনেক কর্ম্মচারীও ছিলেন। এই শিবিরের পশ্চাৎভাগে বনান্তরালে মন্ত্রী-মহাশয়ের পরিচর চতুর্দ্দশসহস্র ব্যক্তি ছয়শত হস্তী সহ অপেক্ষা করিতেছিল। সম্রাট্ "সুখীবর" নামক স্থানে পাঁচদিন যাপন করিলেন। প্রত্যেক দিনই প্রচুর শিকার লাভ হইয়াছিল। ষষ্ঠদিনে সম্রাট্ সুখীবর ত্যাগ করিয়া আট মাইল দূরে "কাস্রা" নামক শিবিরে গেলেন। সুখীবরের সমস্ত লোকজনই সেস্থান ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে "কাস্রা"তে আড্ডা লইয়াছিল। পূর্ব্বস্থানের ন্যায় এখানেও কয়েকদিন সম্রাট্ বন্যপশু শিকার করিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর সম্রাট্ আর শিকারে গেলেন না। সেদিন প্রথমেই ভগবানের উপাসনা করিয়া মহিলাগণের একটি ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। অপরাহ্নে অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া জেনারাল কৈশার সামসের সহ নেপাল-দেশীয় জীবজন্তু পরিদর্শন করিলেন। এগুলি মন্ত্রীমহাশয় উপহারস্বরূপ সম্রাট্‌কে দান করিয়াছিলেন। নেপালের নানাপ্রকারের প্রায় ৭০ রকম জীবজন্তু ইহার মধ্যে ছিল। ইহাদের মধ্যে অপগণ্ড হস্তী ও গণ্ডার শাবক হইতে তিব্বত সীমান্তের "জঙ্গলী" গাধা প্রভৃতি বিবিধ জীব দৃষ্ট হইয়াছিল।

মন্ত্রী মহারাজের উপহার।

এই উপহার সম্রাটের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছিল, ইহার মধ্যে 'সৌ' নামক দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত জন্তু এখন লণ্ডনের পশুশালায় আছে। অতঃপর সম্রাট্ নেপালী কলা-শিল্পের বিবিধ নিদর্শন পরিদর্শন করেন। এইগুলিও তাঁহাকে উপহৃত হইয়াছিল। এই সুন্দর দ্রব্যগুলি এখন ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট মিউজিয়মদ্বয়ে সুরক্ষিত আছে।

নামক উপাধিভূষিত করেন। মেজর বার্ডেন মহোদয়ও 'সি, আই, ই' নামক সম্মানিত উপাধি পাইয়াছিলেন এবং উভয়েই দরবার পদক লাভ করিয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট মহাশয়ের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও স্মারকচিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর তারিখ সম্রাটের নেপাল প্রবাসের শেষ দিন। সেইদিন প্রাতে সম্রাট্ নেপালীসৈন্যের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সেনাগণের নায়ক ছিলেন সিনিওর কম্যাণ্ডিং জেনারাল যুধা সামসের জঙ্গ রাণা মহোদয়। হস্তিপৃষ্ঠে সম্রাট্ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। নেপালসীমা অতিক্রম করিবার সময় নেপাল গবর্ণমেণ্ট ১০১টি তোপধ্বনি করিয়া সম্রাটকে বিদায়সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

এইরূপে সম্রাটের নেপালভ্রমণ শেষ হইল। তাঁহার নেপালযাত্রা সর্ব্বপ্রকারে সার্থক হইয়াছিল। ইহা শুধু শিকার ও আরণ্য উৎসবের অভিব্যঞ্জনায় সমাহিত হয় নাই, এই সূত্রে নেপালের সঙ্গে ভারতগবর্ণমেণ্টের সখ্য-সূত্র দৃঢ়তর হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবেও মহারাজ সামসের জঙ্গের সহিত পূর্ব্বের বন্ধুত্ব যে এই উপলক্ষে আরও ঘনীভূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নেপালে সম্রাট্ ৩৯টি ব্যাঘ্র, ১৮টি গণ্ডার এবং ৪টি ভাল্লুক শিকার করিয়াছিলেন। মহারাজ সামসের জঙ্গের আতিথ্যে ও সৌজন্যে সম্রাট্ বিশেষরূপে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

থাকেন। দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাসবিশ্রুত সাধু মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি এখানে পরিদৃষ্ট হয়। চিতোর আক্রমণে লব্ধ দামামা এবং পিত্তলনির্ম্মিত দীপাধার এখানে রক্ষিত আছে। এই তীর্থে আজমীরের কমিশনার লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডবলিউ আর ষ্টাটন মহোদয় সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তীর্থ-সমিতির সদস্যগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্র দ্বারা গ্রথিত একটি রমণীয় কুসুমস্তবক মহারাণীকে উপহার দিয়াছিলেন। আজমীর ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আর একটি স্থান দর্শন করেন—তাহার নাম "আড়্হাই দিন্কা ঝোনপ্রা"। এটি একটি মস্জিদ। কথিত আছে চৌহান রাজা বসুদেব এখানে একটি হিন্দুকলেজ নির্ম্মাণ করেন। বহুদিন পরে মহম্মদ ঘোরী যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তিনি তখন এখানে আসিয়া প্রচার করেন যে আড়াই দিনের মধ্যে কলেজটি মস্জিদে পরিণত করিয়া তিনি সেইখানে ভজনা করিবেন। তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। তদবধি কলেজ মস্জিদে পরিণত হইয়া উল্লিখিত নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

সম্রাজ্ঞী ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে মোটরযোগে আজমীর হইতে বুন্দি অভিমুখে প্রস্থান করেন। তাঁহার যাত্রাকালে ৩১ বার তোপধ্বনি করিয়া বিদায়সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সৈন্যগণও পথের দুই ধারে পংক্তি গঠন করিয়া সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল। গমন কালে তিনি রাজা এডোয়ার্ড (৭ম) এবং ভূতপূর্ব্ব স্যার কার্জ্জন ওয়াইলির স্মৃতিচিহ্নযুক্ত স্থানগুলি দেখিয়া লইয়াছিলেন। মেয়ো কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিদায় অভিবাদন করিয়াছিলেন; উচ্চ আনন্দকলরবে অভিনন্দিত হইয়া সহাস্যমুখে সম্রাজ্ঞী আজমীর পরিত্যাগ করেন।

পার্ব্বত্য বিচিত্র ভূমি অতিক্রম করিয়া বুন্দি রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছিলে মহারাও রাজা হাতী, ঘোড়া লোকজন প্রভৃতি লইয়া সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করিলেন। নগরের চারিদিক প্রাকারবেষ্টিত। উহার চারিটি দ্বার। বুন্দি উচ্চ প্রস্তরময় শৈলের অভ্যন্তরে বিরাজিত। সঙ্কীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করার পর দুর্গ সমন্বিত বিশাল রাজপুরীর শুভ্র দৃশ্য মহারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই রাজপুরীসম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিহাসলেখক টড বলিয়াছেন, "রাজপুতনার সুন্দর প্রাসাদসমূহের মধ্যে বুন্দির রাজপ্রাসাদ সুন্দরতম। বহু রাজা যুগযুগান্তরের চেষ্টায় এক বিশাল প্রাসাদপংক্তি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

বুন্দিতে।

সমাগত হইলে সমগ্র কোটা নগরী আলোকমালায় উদ্‌ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এই দিবস মহারাও সম্রাজ্ঞীকে "পেশকাশ" নজর প্রদান করেন। এই উপহারের মধ্যে কতকগুলি হস্তী, অশ্ব, বহুমূল্য রত্নরাজি এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছিল। সম্রাজ্ঞী এই সমস্তই পরিদর্শন করিয়া মহারাজকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

২৭শে ডিসেম্বর ব্যাঘ্র শিকার করিবার জন্য তিনি দলবলসহ বুন্দিরাজ্যের অন্তর্গত এক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। একটি বৃক্ষের উপর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি সঙ্গিনী মহিলাগণ ও লর্ড স্যাফ্‌ট্‌বারির সহিত এই মঞ্চে আসীন ছিলেন। হঠাৎ একটি ব্যাঘ্র বৃক্ষের নিম্নদিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল, তাহার পশ্চাতে একটি কাল ভল্লুক যাইতেছিল; লর্ড স্যাফ্‌ট্‌স্‌বারি শেষোক্ত জন্তুটিকে দক্ষতার সহিত গুলি করিয়া মারিয়াছিলেন। সমস্ত দিন জঙ্গলে থাকিয়া সম্রাজ্ঞী সঙ্গিনীগণসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি কোটা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। রাজপথের দুইধারে সৈন্যগণ বিশেষভাবে পাহারা দিতেছিল।

কলিকাতা-অভিমুখে।

মহারাও স্বয়ং রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে সম্রাজ্ঞীর অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাজ্ঞী মহারাও, সর্দ্দারগণ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত আদর আপ্যায়নাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেই সমাগত জনবৃন্দের আনন্দধ্বনি এবং ৩১টি তোপের শব্দে বিরাট্ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল।

করদরাজ্যসমূহ পরিদর্শন ব্যাপারে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। দেশীয় রাজগণ এবং প্রজাবর্গ উভয় পক্ষেরই ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। রাজভক্ত ভারতবাসী রাজদর্শনে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত অবরুদ্ধ রাজভক্তি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীর কোটা ত্যাগের সময় কোটার পণ্ডিতগণ যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে রাজভক্তির পূতধারা ক্ষরিত হইয়াছিল।

মহারাণী রাজপুতানা পর্য্যটন করিয়া বাঁকীপুরে সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইলেন, এবং উভয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা।

সম্রাট্-দম্পতী বাঁকীপুরে মিলিত হইয়া ৩০শে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১২ টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ১০১ বার কামান ধ্বনিত হইয়া সম্রাট্-দম্পতীর আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত করিল। পত্রপুষ্পশোভিত ষ্টেশনে বড়লাট বাহাদুর স্থানীয় রাজপুরুষগণ ও "ই, আই", রেলওয়ের এজেণ্ট স্যার ডবলিউ ড্রিঙ্ক মহোদয়কে রাজদম্পতীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে লেডী ড্রিঙ্ক সম্রাজ্ঞীকে একটি সুন্দর কুসুমস্তবক উপহার দিয়াছিলেন।

হাওড়ায়।

ফিল্ড মার্শালের পরিচ্ছদ-পরিহিত সম্রাট্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের স্বেচ্ছা-সেবক সম্মানিত রক্ষিদল পরিদর্শন করিয়া ভাগিরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। পোর্ট কমিশনের সহকারী সভাপতি স্যার ফ্রেডরিক ডুমেইন এবং পোর্ট সংক্রান্ত অপরাপর উচ্চ কর্ম্মচারিবৃন্দ এই সময় রাজদম্পতীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এখানে হাওড়া নামক ষ্টিমারে উঠিয়া তাঁহারা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা হাওড়ার পুল অতিক্রম করিয়াও অপর পারে যাইতে পারিতেন, কিন্তু গঙ্গাবক্ষে যাওয়াই মনোনীত করিলেন। বহুলোক গঙ্গাবক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে দর্শনের সুযোগ পাইবে, এজন্যই সম্রাট্ এই সংকল্প করিয়াছিলেন।

গঙ্গাবক্ষে।

কলিকাতার প্রথম ব্রিটিশ অধিবাসী জব চার্ণক গঙ্গাবক্ষে আগমনপূর্ব্বক এই নগরে প্রথম পদার্পণ করেন। এই নদীই কলিকাতার বিশ্ববিশ্রুত অর্থসম্পদ্ ও গৌরবের মূলে,—সুতরাং এই নদীবক্ষে সম্রাটের শুভাগমন যোগ্যই হইয়াছিল। করাচি ও বোম্বাই-বন্দরের প্রতিপত্তি, উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার গৌরব কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে সত্য; কলিকাতা সমুদ্র হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং যে নদী বাহিয়া এই পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহা বাণিজ্যের পক্ষে নিরাপদ্ নহে, তথাপি

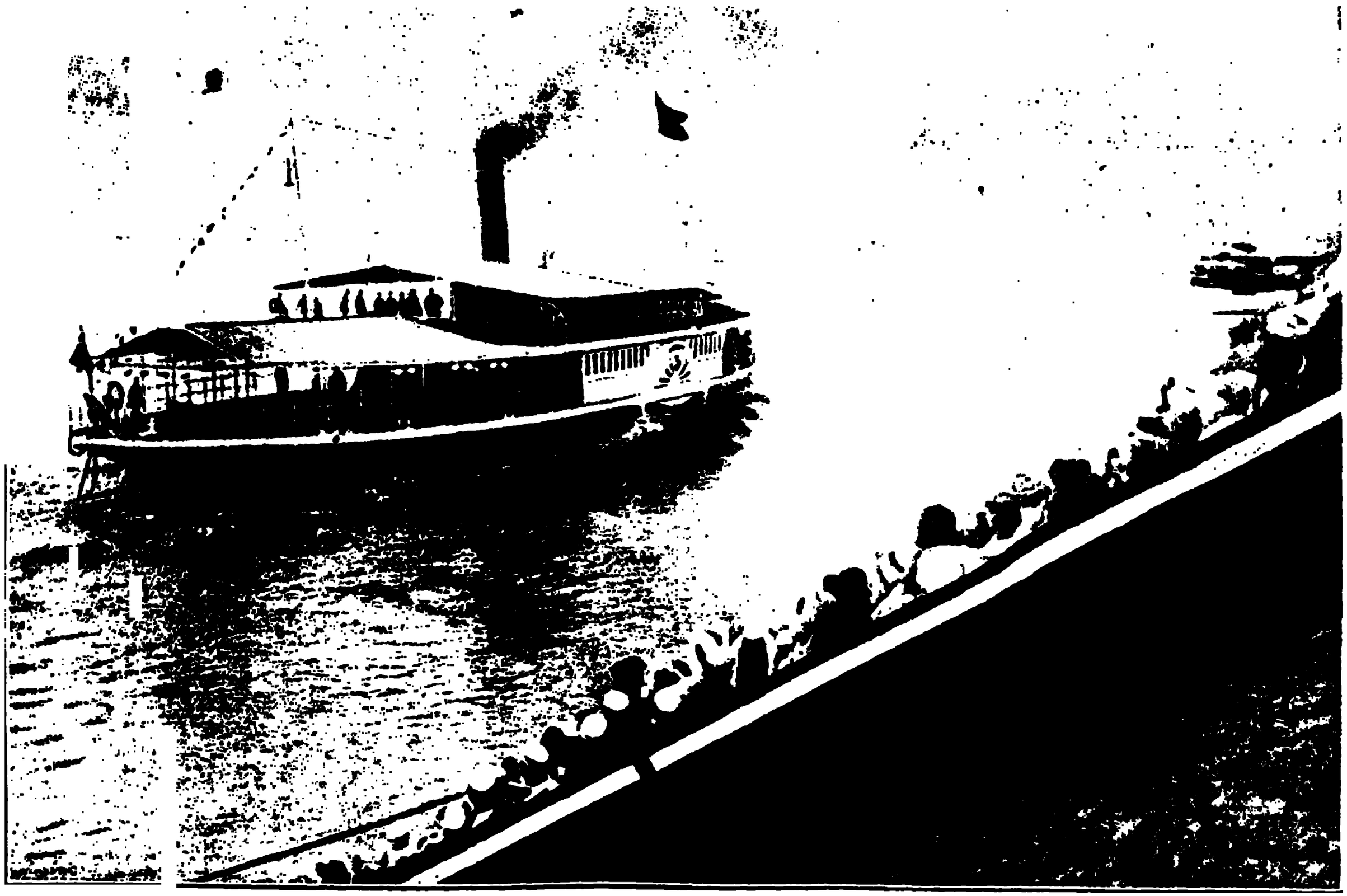

তী গঙ্গাবক্ষে

১২৪ পৃ

ক সম্রাট্‌দম্পতী

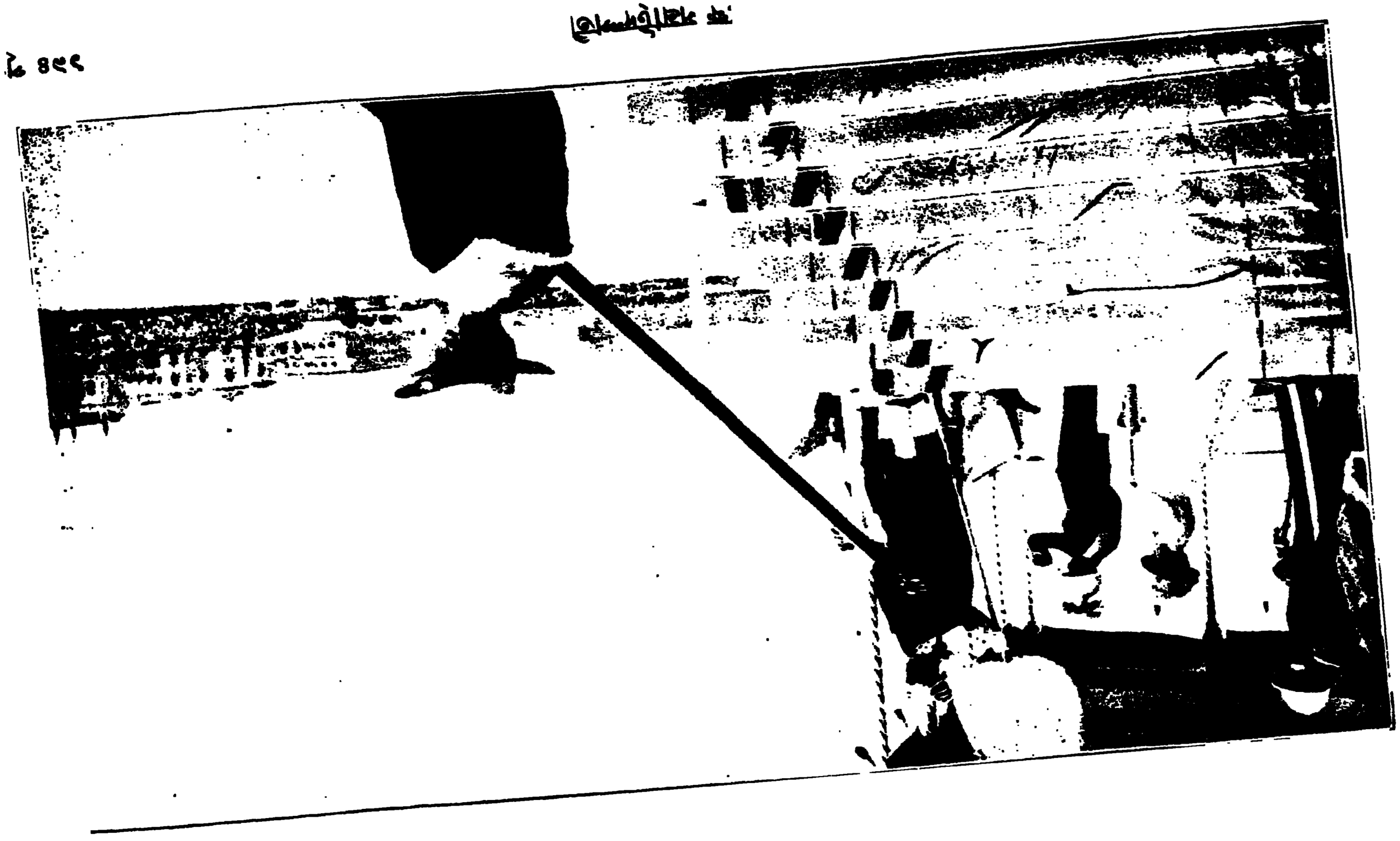

কলিকাতাই ভারতসাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নগর। স্বয়ং সম্রাট্ কলিকাতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দুইদিকে ষ্টিমার পরিবৃত হইয়া "হাওড়া" অগ্রসর হইতে লাগিল; সেই ষ্টিমার সমূহ হইতে অবিরত আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। নদীর দুইপার্শ্বে ও হাওড়ার পূর্ব্বে সমবেত বিশাল জনসংঘ সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া সম্রাট্-দম্পতীর প্রতি হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ বিজ্ঞাপিত করিল। সর্ব্বাগ্রে পোর্টের ষ্টিমার "ওয়াটার উইচ" (জল ডাকিনী) ত্বরিৎ গতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল, তৎপরে দুইদিকে পোর্টের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য-বাহিত ষ্টিমার বেষ্টিত "হাওড়া" রাজদম্পতীকে বক্ষে করিয়া চলিল। তখন ইহার বক্ষ হইতে বিশাল রাজপতাকা ও পোর্টের নিশান উড়িতেছিল। এই সময় "হাই ফ্লাইয়ার" নামক পূর্ব্ববঙ্গবাহিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণতরী ১০১ বার তোপধ্বনি করিয়া রাজদম্পতীর অভিনন্দন করিল।

গঙ্গায় অভিনন্দন।

কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাটে "হাওড়া" উপস্থিত হইলে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্যার উইলিয়ম ডিউক এবং লক্ষ্ণৌ ডিভিসনের কর্ত্তা মেজর জেনারেল ম্যাহন সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হইলেন, এবং তাঁহারা একসঙ্গে তীরে অবতরণ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রিন্সেপ ঘাটে একটি বিজয়-তোরণ এবং তন্নিম্নে গোলাকৃতি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে তিন সহস্র বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজদর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তোরণটির কার্ণিশ দুইদিকে প্রসারিত হইয়া রঙ্গমঞ্চের উপরিভাগ আবৃত করিয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী স্থান নীল কার্পেটে সুশোভিত হইয়াছিল এবং নদীর সম্মুখে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপতলে বেদীর উপর রাজদম্পতীর জন্য দুইটি সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রিন্সেপ ঘাটের ব্যবস্থা।

অগ্রে লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড এবং লর্ড চেম্বারলেন এবং পশ্চাতে সপত্নীক বড়লাট বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া সম্রাট্-দম্পতী প্রিন্সেপ ঘাটে অবতরণ পূর্ব্বক বেদীর উপরিস্থিত সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কলিকাতা পোর্ট ডিফেন্সের সেচ্ছাসেবকদল রাস্তার দুইধারে পাহারা দিয়াছিলেন এবং 'রয়াল নেভি'র কয়েকজন নাবিক সম্মানিত রক্ষীর কার্য্য করিয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতী উপস্থিত হইলে সমাগত জনমণ্ডলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি সুমধুর স্বরে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল।

সিংহাসনের সন্নিকটে যাইয়া সম্রাট্-দম্পতী সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ছোটলাট বাহাদুর সম্রাটের অনুমতি লইয়া তাঁহার কার্য্যকরী সভার সদস্যগণ, করদরাজগণ, কলিকাতার সেরিফ মহোদয় এবং বড় বড় ভূম্যধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। ইঁহারা সম্রাট্-দম্পতীর সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া স্বীয় স্বীয় আসন গ্রহণ করিলে পর কলিকাতা করপোরেসনের সভাপতি এস্, এল্, ম্যাডোক্স মহোদয় অগ্রসর হইয়া সম্রাটের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নরূপ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

করপোরেসনের অভিনন্দন।

"আমরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি এবং সদস্যগণ ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক রাজভক্তি এবং সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে দুইবার ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র ভারতে যে প্রবল রাজভক্তি ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। আপনার পূজ্যপাদ পিতা এবং আপনি স্বয়ংই যুবরাজরূপে ইতিপূর্ব্বে ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরের ভারতাগমন এই প্রথম। এই ঘটনার স্মৃতি এতদ্দেশবাসীর চিত্তে চিরজাগরূক থাকিবে।

ভারতবর্ষে এবং এই নগরে আপনাদিগের পদার্পণ আমাদের অচিন্তিত-পূর্ব্ব সৌভাগ্য—ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, এবং এই উপলক্ষে স্বাভাবিক ক্রমেই রাজভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। আপনারা ভারতে আগমন করিয়া ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সিংহাসনের সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছেন। ভারতের উন্নতির জন্য আপনাদের আন্তরিক প্রযত্ন এই শুভাগমনে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমাদের নগরীতে শুভপদার্পণ করিয়া যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন সে জন্য আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনারা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া চিরসুখী হউন, আপনাদের সাম্রাজ্যেরও যেন সুখ-শান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

সম্রাট্ তদুত্তরে বলিলেন ঃ—

"আপনাদের রাজভক্তিপূর্ণ অভিনন্দনের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কলিকাতায় আগমন সম্বন্ধে আপনারা

কলিকাতা রেড়রোডে সম্রাট্‌দম্পতি ৮ পৃ

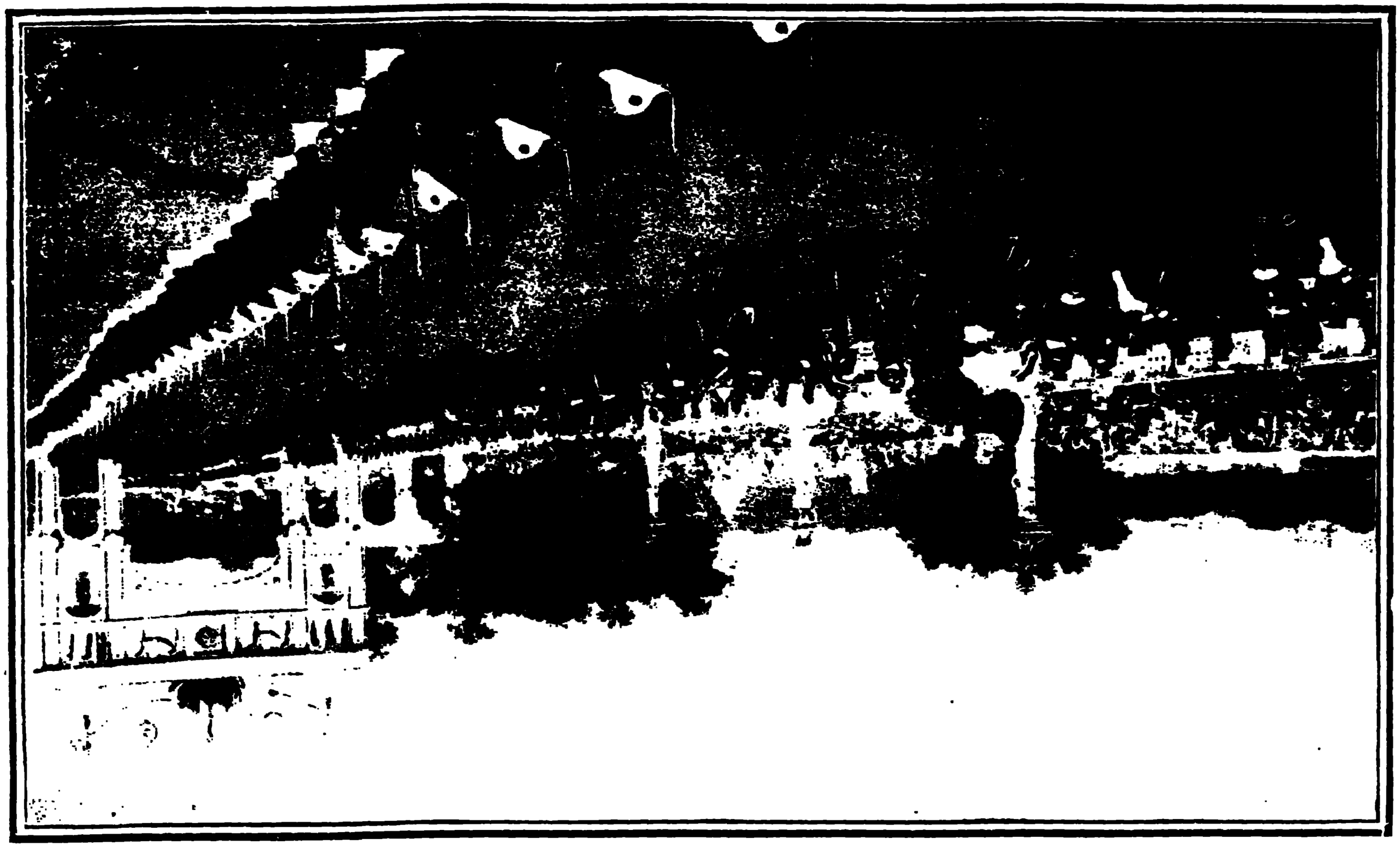

এত অধিক হইয়াছিল যে গাছের উপর পর্য্যন্ত অনেকে বসিয়াছিল। এত লোকের ভিড় হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা হয় নাই। সেণ্ট জনের এম্বুলেন্স ব্রিগেড (বাঙ্গালী ও ব্রিটিশ দুইই) সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কোন কাজই করিতে হয় নাই।

রাজকীয় চিহ্নদীপ্ত সম্রাট্‌দম্পতীর ল্যাণ্ডো সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করিয়াছিল। জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদিগকে চিনিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাঁহারা প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক এরূপ একাগ্রভাবে এবং এরূপ গভীর আন্তরিকতার সহিত আর কোন স্থানে অভিনন্দিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

'গবর্ণমেণ্ট হাউসে'র সম্মুখে সম্মানিত প্রহরিদল সজ্জিত ছিল। সম্রাট্‌-দম্পতী গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে প্রাসাদের সিঁড়ির নিম্নেই সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্রাট্ সম্মানিত প্রহরিদল পরিদর্শন করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সোপানের উপরে

গভর্ণমেণ্ট হাউসে।

উচ্চ রাজপুরুষগণ সম্রাটের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বড়লাট বাহাদুর যথানিয়ম প্রথমে নিজের মন্ত্রণাসভার সদস্যবর্গ, তৎপরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম রাজপুরুষগণ, ভারত এবং সিংহলের মেট্রপলিটান, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান এবং অপরাপর বিচারপতিগণ, আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

কলিকাতাবাস-কালে রাজদম্পতী বড়লাট বাহাদুরের আবাসে আতিথ্য-গ্রহণ করিবেন, এরূপ পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল।

সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী বড়লাট প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পরও বহুক্ষণ সেই বিরাট্‌জনমণ্ডলী প্রাসাদের সীমানার আশে পাশে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অপরাহ্নে তাঁহারা বড়লাট বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানা দর্শন।

দেখিতে গিয়াছিলেন। তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বস্থ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিলে অবৈতনিক সম্পাদক লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল হেরল্ড ব্রাউন মহোদয় প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাইয়াছিলেন। এখানে বলা উচিত ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড এই চিড়িয়াখানা প্রথম উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন।

পরদিন রবিবার প্রাতে সেণ্ট পলের বিখ্যাত ভজনাগারে উপাসনা শেষ

করিয়া অপরাহ্নে বড়লাট বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কলিকাতার দেশীয় অধিবাসিগণের অবস্থা দর্শন করিতে বাহির হন। এদিকে সম্রাজ্ঞী ইতিমধ্যে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন দেখিতে যান। কর্ণেল আলেক্‌জাণ্ডার কিড্ ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে এই বাগানটি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী বাগানের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট, মেজর গ্যাগকে সঙ্গে লইয়া এম্প্রেস মেরী নামক লঞ্চে শিবপুর গিয়াছিলেন।

সেণ্টপল গির্জ্জায়।

অপরাপর স্থানে।

সোমবার নববৎসরের প্রথম দিন। এদিন কোনপ্রকার ধূমধাম হয় নাই। কলিকাতার প্রথানুযায়ী সম্রাট্ অতি প্রত্যূষে অশ্বারোহণে গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে সম্রাট্ দম্পতী কলিকাতা পোলো খেলা দর্শন করেন। ক্রীড়াভূমিতে সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর ও কলিকাতা পোলো খেলার প্রতিনিধিস্বরূপ লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এবং স্যার সিসিল গ্র্যাহাম তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলা "রাজকীয় ভোজ" হইয়া এদিনের ব্যাপার সমাধা হয়।

সোমবারের কার্য্যাবলী।

বিগত ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতিবৎসর ১লা জানুয়ারী কুচকাওয়াজ হইয়া আসিতেছে। ইহা ভারতের চিরন্তন প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এবার ১লা জানুয়ারী নীরবে কাটিল। দৈবক্রমে এ বৎসর ১লা জানুয়ারী মুসলমানদিগের "মহরম" নামক পর্ব্বের দশম দিবস পড়িয়াছে। এই দিনটি তাঁহারা শোক করিয়া কাটাইয়া থাকেন। সুতরাং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ১লা জানুয়ারী 'প্যারেড' বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

যাহা হউক ২রা জানুয়ারী সৈন্যপ্রদর্শনী আরম্ভ হইল। দিল্লীর সঙ্গে তুলনা করিলে এই ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সামান্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ মাত্র নয় হাজার সৈন্য এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সচরাচর কলিকাতার যেরূপ সৈন্যপ্রদর্শনী হইয়া থাকে তদপেক্ষা ইহা বৃহত্তর হইয়াছিল। ফিল্ড মার্শালের পরিচ্ছদ-পরিহিত সম্রাট্ বড়লাট বাহাদুর ও জঙ্গিলাট বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে বাহির হইলেন। সেই সময়ে রাস্তার দুই ধারের অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। খিদিরপুর রোডের পার্শ্বে সম্রাট্‌কে দেখিবার জন্য সকলে এত ব্যগ্র হইয়াছিল

প্যারেড।

যে বেড়া ভাঙ্গিয়া অনেকে রাস্তায় আসিয়া পড়িতেছিল। পুলিশ ভিড় সরাইতে অগ্রসর হইল। সম্রাট্ উহা দেখিতে পাইয়া হাত তুলিয়া পুলিশকে নিষেধ করিলেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইলে সমাগত জনবৃন্দ মহানন্দে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সম্রাট্‌কে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। বেলা ১১টায় সৈন্য প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত ভৃত্যগণ গড়েরমাঠে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং তাহারা রাজদম্পতীকে পূর্ণভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। এদিকে সম্রাজ্ঞী ডিবনশায়ারের ডাচেস এবং হাই ষ্টুয়ার্ড সহ সৈন্য প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই গাড়ীতে লেডী হার্ডিঞ্জও উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতার এইরূপ প্রদর্শনীতে চিরকালই খুব ভিড় হয়। কিন্তু এবারের মত ভিড় কোন দিন হয় নাই। সাধারণ রাজপথযোগে, রেলপথে গ্রাম ও নগর হইতে অগণিত লোক দিবারাত্র আসিয়া প্রদর্শনীর সন্নিকট ভূমি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইত, সেইদিকেই কেবল অগণিত নরমুণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তেমন জন-সমুদ্রের কোলাহল কলিকাতার পক্ষেও সম্পূর্ণ অভিনব সন্দেহ নাই। প্রদর্শনীর ক্রিয়াকলাপ সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছিল। সম্রাট্ উপস্থিত হইলেই রাজকীয় অভিবাদন স্বরূপ তোপধ্বনি হইল। তিনি সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যশ্রেণী দেখিতে লাগিলেন। মেজর জেনারাল বি, টি, ম্যাহন সৈন্যগণের নেতারূপে প্যারেডভূমিতে উপস্থিত হইলেন। নেভাল কন্‌টিন্‌জেণ্ট, ৮নং হসার, ৯নং ও ১৬ নং অশ্বারোহী সৈন্য, রয়াল হর্‌স্ আরটিলারি, কলিকাতা লাইট হর্‌স্, বিহার লাইট হর্‌স্, সুর্ম্মা ভেলী লাইট হর্‌স্, ছোটনাগপুর মাউণ্টেড রাইফেল্‌স্, কাশীপুর আর-টিলারি ভল্যানটিয়ার্‌স্, পোর্ট ডিফেন্স ইঞ্জিনীয়ার্স, ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজি-মেণ্ট, দিরয়াল হাইল্যাণ্ডার্স, মিডেলসেক্স রেজিমেণ্ট, রাইফেল ব্রিগেড, কলিকাতা ভল্যানটিয়ার রাইফেল্‌স্, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ভল্যানটিয়ার রাইফেল্‌স্, ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে ভল্যানটিয়ারস্, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ভল্যানটিয়ারস্, ৬৬নং পাঞ্জাবী, ৮৮নং কর্ণাটিক্ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি, ২৭নং পাঞ্জাবী, ১০নং গুর্খা রাইফেল্‌স্, পোর্ট ডিফেন্স ভল্যানটিয়ার্‌স্ আরটিলারি,

রয়াল মেরিন্স, রয়াল গ্যারিসন আরটিলারি, রয়াল স্কট্‌স্, মিডেলসেক্স রেজিমেণ্ট, ২নং ল্যান্‌সার্‌স্ এবং ১১শ নং রাজপুতগণ এই প্রদর্শনীতে যোগদান কবিয়াছিল।

পরিদর্শন শেষ হইলে সৈন্যগণ ১০১ বার তোপধ্বনি করিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিল। তাহার পর সৈন্যগণ দলে দলে সম্রাট্-দম্পতীকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর পুনরায় তোপ-ধ্বনি এবং উচ্চ আনন্দরোল দ্বারা রাজদম্পতী অভিনন্দিত হইলেন। সৈন্য প্রদর্শনীর ব্যাপার এইভাবে শেষ হইল। সম্রাট্-দম্পতী দলবলসহ আনন্দ-কোলাহলনন্দিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরে 'আর্ম্মি অর্ডার' নামক একটি আদেশপত্র বাহির হইয়াছিল। তাহাতে সম্রাট্ জেনারাল ম্যাহন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। প্রদর্শনীর সুব্যবস্থায় তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ শ্যামল দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে একটি উদ্যান ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে দুইসহস্র বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বেলা ৪টার সময় সম্রাট্‌দম্পতী সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে প্রাঙ্গণে উত্থিত চন্দ্রাতপের নিকট গমন করিলেন। এখানে বড়লাট বাহাদুর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্রাটের সমীপে উপস্থিত করেন। অতঃপর সম্রাট্‌দম্পতী কিছুকাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময়ে জঙ্গিলাট বাহাদুর কয়েকজন পুরাতন সৈনিক এবং কলিকাতাবাসী ভারতীয় সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারি-গণকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সম্রাজ্ঞী এই সময়ে কতিপয় ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মহিলাবৃন্দের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ইহাঁদের অনেকের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই আলাপ পরিচয় ছিল। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সাড়ে পাঁচটার সময় সেই প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাদিত হইয়া ব্যাপারটির সমাপ্তি সূচনা করিল।

উদ্যান ভোজ।

সন্ধ্যাকালে সিংহাসনকক্ষে সম্রাটের একটি 'লেভি' হইয়াছিল। প্রায় ১৫ শত ব্যক্তি এই উপলক্ষে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

লেভি।

৩রা জানুয়ারি প্রাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পোলো খেলা হয়। ১০ নং

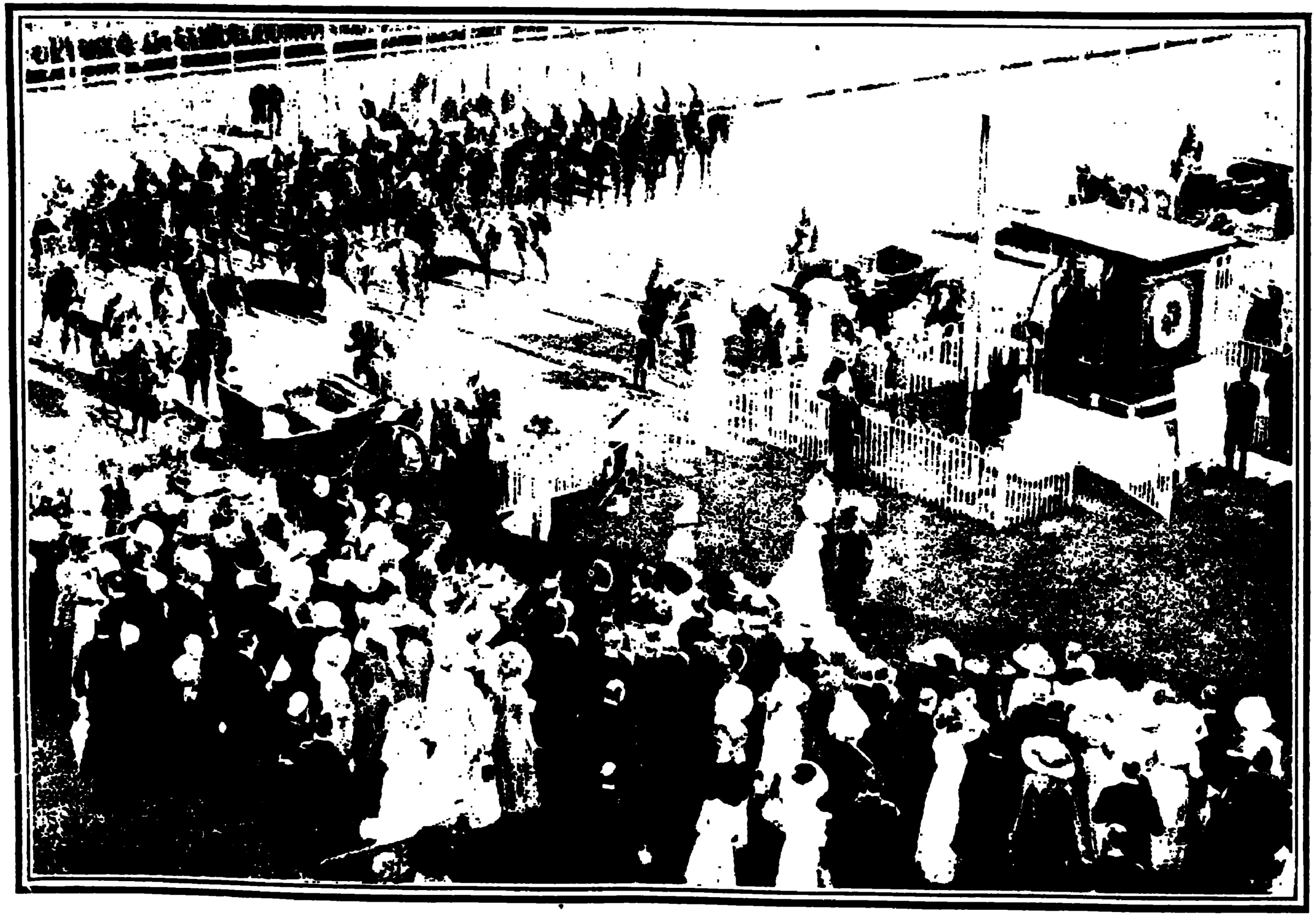

লিকাত ড়ে সম্রাট্‌দম্প গমন ২০৩ পৃ

কলিকাতা প্রদর্শনীতে সম্র   াম্পতী

৪ পৃঃ

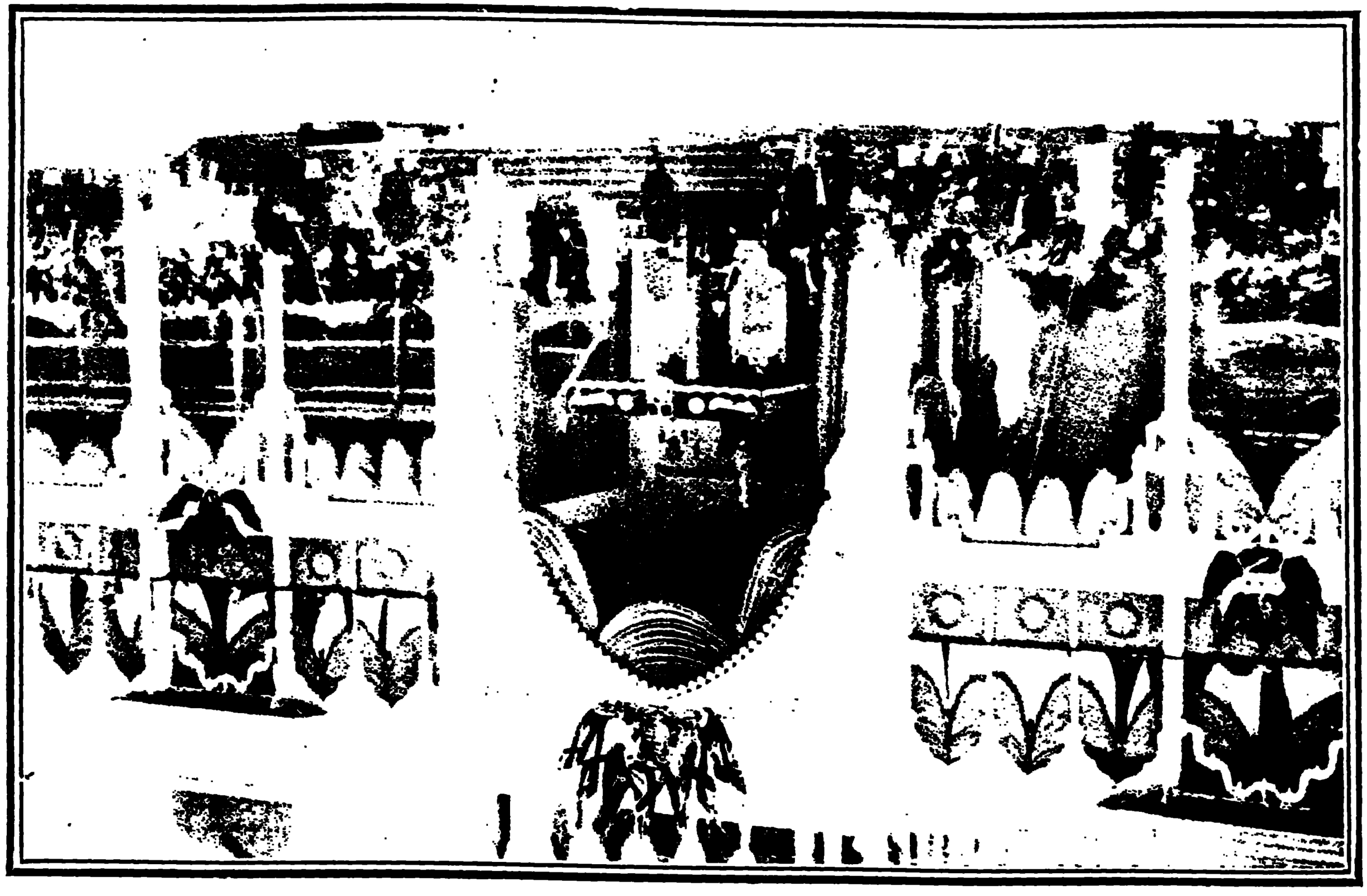

রয়েল হসার্‌স্ এবং "দি স্কাউট্‌স্" নামক দুই দল প্রাণপণে খেলিতে থাকে। সম্রাট্ এই খেলা দেখিতে আসেন। শেষোক্ত দল জয়লাভ করিলে সম্রাট্ স্বয়ং বিজয়ী দলের ক্যাপটেনকে একটি 'কাপ' (পাত্র) পুরস্কার প্রদান করেন। বিজয়ী দলে কিষণগড়ের মহারাজ, রৎলামের মহারাজ, ক্যাপ্‌টেন এফ ডবলিউ ব্যারেট এবং কুমার রতন সিংহ মহোদয় ছিলেন।

পোলো খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অপরাহ্নে ঘোড় দৌড়ের মাঠে প্রায় সমস্ত নগরীর লোক একত্র হইয়াছিল, কারণ সম্রাটের সম্মুখে ঘোড় দৌড় হইবে। সম্রাটের (পাত্র) 'কাপ' লাভ করিবার জন্য এই দিন যথেষ্ট প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। বেলা ৩টার সময় শরীররক্ষিপরিবৃত হইয়া সম্রাট্‌দম্পতী ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর এবং কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্রাট্‌দম্পতী আসন গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে তুমুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। গাল্যাস্‌টান সাহেবের "ব্রগ" নামক অশ্ব জয়লাভ করিলে সম্রাট্ স্বহস্তে পুরস্কারটি প্রদান করেন। অতঃপর স্থির হয় যে বৎসর বৎসরই সম্রাটের 'কাপ' এইরূপ উপলক্ষে প্রদত্ত হইবে। সম্রাট্ সমক্ষে এই ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য যেরূপ জনতা হইয়াছিল তাহা কলিকাতায় অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা।

ঘোড়দৌড়।

সন্ধ্যাবেলা মশালের আলোকে সৈন্যগণ সামরিক ক্রীড়ায় নিযুক্ত হয়। ইহা দেখিবার জন্য ময়দানে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সাড়ে নয়টার সময় সম্রাট্‌দম্পতী ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ব্যবস্থামত ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্ট, ব্ল্যাকওয়াচ, মিড্‌ল্‌সেক্স রেজিমেণ্ট, রাইফেল ব্রিগেড, ২৭ নং পাঞ্জাবী সৈন্য, ৮৮ নং কর্ণাটিক পদাতিক এবং ১৬ নং অশ্বারোহী এই রণক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার শেষ হইলে সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বাজি পোড়ান হইয়াছিল।

সৈন্যগণের সামরিক ক্রীড়া।

৪ঠা জানুয়ারী ভোর বেলায় সম্রাট্ ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। সম্রাট্ যুবরাজরূপে ভারতে আসিয়া ছয়বৎসর পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান। সেই সময় এই স্মৃতি-সৌধ তদীয় চক্ষে একদিকে তাঁহার পিতামহীর ভারতবাসীর প্রতি অপার

ভালবাসা এবং অপরদিকে ইংরাজ ও ভারতবাসী—ধনী ও দরিদ্র সমস্ত প্রজার শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি স্নেহনিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এই মন্দিরের সমীপে বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি সম্রাটের সহিত স্মৃতিসৌধ কমিটির সদস্যগণকে পরিচিত করিয়া দেন। স্থপতি স্যার ডবলিউ এমার্সন, অবৈতনিক অধ্যক্ষ এম, সি, বি, বেলি এবং প্রধান স্থপতি মি, এস্‌চ্‌ও এই উপলক্ষে সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ প্রথমে নক্সাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া পরে সমস্ত কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। তিনি স্বয়ং এই সমস্ত বিষয়ে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট্ গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে সম্রাজ্ঞী লেডি হার্ডিঞ্জকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা মিউজিয়ম বা যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। ট্রষ্টিগণের সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া তাঁহাকে দেখান। মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার এ্যানান্‌ডেল, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডস রক্ষক ডাক্তার ই, ডি, রস, এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট চিত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মি, পি, ব্রাউনও অনেক বিষয়ে মহারাণীর পরিদর্শনের সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী ভেরেষ্ট চেগিন অঙ্কিত সম্রাট্ এডোয়ার্ডের জয়পুর ভ্রমণ এবং ফোর্টউইলিয়মের প্রাচীন নক্সাটি দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির।

ভারতীয় শিল্পের নেতা শ্রীযুক্ত অবণীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলি সম্রাজ্ঞীকে দেখাইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে সম্রাট্‌ও 'যাদুঘরে' গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি লর্ড কার্জ্জনের সংগৃহীত ভারতের বড়লাটগণের চিত্র এবং বৌদ্ধ চিহ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। সম্রাটের বিশেষ আদেশানুসারে কয়েক দিনের জন্য সম্রাট্‌দম্পতীর অভিষেক দরবারের পরিচ্ছদগুলি যাদুঘরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অসংখ্য লোক ইহা দেখিতে যাদুঘরে আসিত।

যাদুঘরে।

সম্রাট্‌দম্পতী অপরাহ্ণে টালিগঞ্জ ক্লাবের ঘোটক-প্রদর্শনীর সপ্তদশ সাম্বাৎসরিক উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেনে। বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং ক্লাবের সভাপতি ও সদস্যগণকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাজ্ঞী স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করিয়া-

ছিলেন। যাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জঙ্গীলাটবাহাদুর একজন। এই দিবস সন্ধ্যাবেলা সিংহাসন-কক্ষে উপাধি বিতরণের আয়োজন হইয়াছিল। সম্রাট্ নিজে ৩৬ জনকে উপাধি ভূষিত করিলেন। অতঃপর

উপাধি-বিতরণ ও রাজদরবার।

এই কক্ষেই একটি রাজদরবার আহূত হইল; প্রায় ৫০০ মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ এদেশীয় ছিলেন। এবারে সম্রাটের অঙ্গে নৌসেনাপতির পরিচ্ছদ ও "রিবন অফ্ দি গার্টার" চিহ্ন ছিল। শেষোক্ত চিহ্নটি সম্রাজ্ঞীও ধারণ করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের নবাবপুত্র মুরশিদজাদা আশফ ঝা সৈয়দ ওয়ারিস আলি মির্জা এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজ-কুমার সম্রাজ্ঞীর কিশোর-পরিকররূপে উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের পরিচ্ছদ স্বর্ণমণ্ডিত শ্বেতবর্ণে সুদর্শন হইয়াছিল। কার্য্যশেষ হইলে সম্রাট্দম্পতী নৃত্যাগারের মধ্য দিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

সম্রাট্দম্পতী পরদিন প্রাতে বেলভেডিয়ার পাটের কল দেখিতে বাহির হইলেন। কোম্পানীর এজেণ্ট স্যার ডেভিড ইউল তাঁহাদিগের পরিদর্শন-কালে উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্ণে কলিকাতার অধিবাসিগণ সম্রাট্দম্পতীর সম্বর্দ্ধনার্থ প্রকাণ্ড মিছিল বাহির করেন। দুইটি মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহার একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমানী। হিন্দুগণ মিছিলে সীতাসহ

হিন্দু ও মুসলমানী মিছিল।

রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন দেখাইয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাঁহাদের মিছিলে "নওরোজ" প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিছিলদ্বয় রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতিতে বিশেষ জমকালো হইয়াছিল। হিন্দু মিছিলে হিন্দুরাজগণ এবং মুসলমানী মিছিলে মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর সাহায্য করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন তন্মধ্যে মিছিলের দিন যত বেশী জন-সমাগম হইয়াছিল এত আর কোন দিন হয় নাই। মিছিল উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট বিশাল ভূখণ্ডে ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষ হইতে জনমণ্ডলী যার যার সুবিধা মত আসন গ্রহণ করিতেছিল। রাজপথে অবিশ্রান্ত জনস্রোতঃ—তাহারা কেবল মিছিল দেখিতে আসে নাই; তাহাদের মূল উদ্দেশ্য মিছিল উপলক্ষে সম্রাট্-দম্পতীকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। রাজদর্শনে তাহারা যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষেই

সম্ভবপর। বেলা আড়াইটার সময় সম্রাজ্ঞীকে লইয়া সম্রাট্ নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ৮নং হুসারস্ এবং ৪নং অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষক-স্বরূপ গিয়াছিল। রাজবাহিনী সম্মুখে উপস্থিত হইলেই বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এবং মিছিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্রাট্-দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা পৌঁছিলে একটি ক্ষুদ্র রাজন্যদল ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি এবং ভারতনক্ষত্র চিহ্ন ভূষিত রক্তাভ আস্তরণ নিম্নে বিরাজিত সিংহাসনদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই দলে মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর রাজছত্র, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সূর্য্যমুখী, ময়ুরভঞ্জের মহারাজকুমার এবং মুর্শিদা-বাদের মুর্শিদাজাদা ওয়ারিস আলি মির্জ্জা মোরছালদ্বয় ধরিয়াছিলেন।

সম্রাট্-দম্পতী সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে ছোটলাট বাহাদুর, নবাব স্যার ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা মহোদয়কে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নবাববাহাদুর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইতে একশত একটি মোহর নজর প্রদান করিলেন। সম্রাট্-দম্পতী অনুগ্রহস্বরূপ তাহা স্পর্শ করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন।

যথাসময়ে মিছিল আরম্ভ হইল। মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ প্রফেসার দক্ষিণা সেন মহাশয়ের যত্নে একটি দেশীয় বাদক-দল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অগ্রসর হইয়া রাজমঞ্চের সম্মুখে একশত প্রকার প্রাচীন হিন্দু বাদ্যযন্ত্র বাদন করিলেন। এই উপলক্ষে দক্ষিণারঞ্জন ও প্রদ্যোৎকুমার বিরচিত কয়েকটি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল।

মিছিলের বর্ণ বৈচিত্র্য এবং বহু হস্তী সমাবেশ বিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল। সম্রাট্ শিবিরের সম্মুখ দিয়া মিছিল চলিয়া যাইয়া পুনরায় সকলে দলবদ্ধ হইয়া শিবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, তখন ময়ুরভঞ্জের "পাইকগণ" সেখানে যুদ্ধের নাচ নাচিতে লাগিল। পাইকগণ উড়িষ্যার-সামরিক জাতি। তাহারা ঢাল তরোয়াল লইয়া নানারকম "কসরৎ" দেখাইয়াছিল। নানাপ্রকার আক্রমণ, আত্মরক্ষা ও প্রত্যাবর্ত্তনের ভঙ্গীতে পাইকগণের খেলা বিশেষ কৌতুকাবহ হইয়াছিল। এই সময় মিছিলের দল সমকণ্ঠে "রাজরাণী কি জয়" বলিয়া উচ্চ চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল। মেজর জেনারাল এফ, এইচ, আর ড্রামণ্ড, ক্যাপটেন মেডোস এবং কতিপয় কর্ম্মচারী এই ব্যাপারের প্রশংসার্হ ভাবে

রাজভক্তির উচ্ছ্বাস।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিং
[২০৯ পৃঃ

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি
(কলিকাতার শেরিফ) [২০৯ পৃঃ

মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা
[২০৯ পৃঃ

বিজয়চাঁদ মহাতাব
(বর্দ্ধমানের মহারাজ) [২০৯ পৃঃ

সমাধান করিয়াছিলেন। মিছিল শেষ হইলে ইহাঁরা সম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সম্রাজ্ঞীসহ সম্রাট্ গাড়ীতে উঠিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের গমনকালে সমবেত জনবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। তাহাদের অনেকে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী যে স্থানে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেস্থানে যাইয়া শূন্য সিংহাসনদ্বয়কেই অভিবাদন করিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল; এমন কি সম্রাট্ পদচারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে সেস্থানের ধূলি লইয়া ভক্তিভরে কপালে মাখিয়াছিল। রাজভক্তির এই দৃশ্য ভুলিবার নহে।

নাচ এবং সামরিক শিবির পরিদর্শন।

সন্ধ্যাকালে লেডী হার্ডিঞ্জ নাচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সম্রাট্-দম্পতী উপস্থিত থাকিয়া এই আমোদ আহ্লাদ সার্থক করিয়াছিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে সম্রাট্ জঙ্গীলাটের সঙ্গে গড়ের মাঠে সামরিক শিবির পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। এই সময় তিনি ৮নং হুসার, রাজকীয় হর্ন্যা আরটিলারি, ইষ্ট ইয়র্কসায়ার বাহিনী, ৬৬নং পাঞ্জাবী এবং ১০নং গুর্খা রাইফেল্‌স্ সেনাদলের শিবিরসমূহ দেখিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত অভিনন্দন।

সেই দিন প্রাতে সাড়ে দশটার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসে আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান সমাহিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার প্রমুখ সদস্যগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণ (রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট) সম্রাট্‌কে অভিনন্দনপত্র দান করেন। তিনশত তেত্রিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি বঙ্গরমণী।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে সম্রাট্ ভাইস্‌চ্যান্সেল্যার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার সমীপে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে কিছুকাল আলাপ করিয়া তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিজের এবং সম্রাজ্ঞীর চিত্র প্রদান করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে তাঁহাদের কলিকাতায় আগমনের চিহ্নস্বরূপ চিত্র দুইটি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হয়।

অতঃপর বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ফেলোগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন, ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন চ্যান্সেল্যার,

রেক্টার এবং ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তখন দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাটের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এদিকে সুস্বরে ব্যাণ্ডে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাজিতেছিল। অতঃপর ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয় নিম্নলিখিত ভাবের অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিলেন ঃ—

"অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দন প্রদান করিবার সুযোগ ও সম্মান লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ৬ই জুন লণ্ডনে যে অভিষেকোৎসব সম্পাদিত হয়, তাহাই ভারতবর্ষে অনুষ্ঠান করিবার জন্য রাজদম্পতী এদেশে পদার্পণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে যেরূপ প্রীতিস্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবর্ষের অপরাপর দেশবাসীর সঙ্গে আমরা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা গৌরবের সহিত সেই দিনের কথা স্মরণ করিতেছি, ছয়বৎসর পূর্ব্বে যেদিন আপনি যুবরাজরূপে এই নগরীতে আগমন পূর্ব্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডাক্তার অফ ল" উপাধি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। আপনার স্বর্গগত পিতৃদেবও এইরূপ উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজ-সিংহাসনের যে শুভ সংযোগ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনাদের একরূপ বংশগত হইল, ইহা মনে করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

আমরা কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নহে, সমগ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। নিখিল ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের এই সার্ব্বজনীন প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্য আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট অগণিত সুখসৌভাগ্যের জন্য ঋণী। সেই ঋণের পরিমাণ করিয়া শেষ করা যায় না, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি কথা বিশেষ উল্লেখার্হ, তাহা না বলিয়া পারিলাম না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে, এই মহা ঋণ আমাদের চিরস্মরণীয়। আমাদের দেশ প্রাচীন সময়ে যে জ্ঞান-গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, অদ্যাপি আমরা সেজন্য গৌরবমহিমায় মণ্ডিত হইয়া আছি। কিন্তু আমাদের সুখসমৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ করিতে হইলে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলেই শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা

অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং জগতের উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে আমরা আসন লাভ করিতে পারিব। ভগবানের অনুকম্পায় জগতের শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল জাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া এবং শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহাদের দূরদর্শী শাসন-কর্ত্তাগণের উদারনীতিজনিত সহানুভূতির ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের জনসাধারণের নিকট ধীরে ধীরে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছে, আপনি এই উভয়-জাতির মিলনলব্ধ সুফলের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ, সুতরাং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমরা অতি গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এই উপলক্ষে আর একটা কথা নিবেদন করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। নবজাগরণের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে যে অদম্য উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা স্বকীয় আবেগে পথিভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষা সুপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার গুরুতর দায়িত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি। শিক্ষা যেন শৃঙ্খলা ও নিয়মের বহির্ভূত অথবা শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, এজন্য আমরা সচেষ্ট। আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয়, যাহাতে অনন্তজ্ঞানপথের পথিক হইয়াও আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় চরিত্র-বল ও উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ প্রধান ধর্ম্মগুলি আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই চেষ্টাই চিরদিন করিব। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থ পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশসাম্রাজ্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও যেন তাহাতে আমাদের নিয়োজিত ভার বহনে সমর্থ হই, ভগবানের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা।”

অতঃপর ৮৯ নাম স্বক্ষরিত অভিনন্দন পত্রটি একটি রৌপ্যাধারে পুরিয়া সম্রাট্‌কে উপহার দেওয়া হইল।

এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে সম্রাট্ বলিলেন ;—

“ছয়বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে “ডাক্তার অফ ল” উপাধি দিয়াছিলেন আজ সে কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আজ ভারতের উচ্চশিক্ষাসম্বন্ধে আমার সুগভীর সহানুভূতি জ্ঞাপনের সুযোগলাভ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনই এখন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সোপান স্বরূপ। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমবেত চেষ্টাই আমার ভরসার স্থল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার ক্রমোন্নতির পক্ষে যে যত্ন করিতেছেন, তাহা আমি প্রীতির সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি। অবশ্য এখনও এই সম্বন্ধে আরও অনেক

চেষ্টা করিতে হইবে। এখনকার যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার সাজসরঞ্জাম নাই বা যাহাতে গভীর ভাবে বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা ও সাধনা করিবার সুযোগ দেওয়া না হয়, সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্র সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রাচীন বিদ্যাগুলি সংরক্ষণ করিয়া সেই সঙ্গে আপনাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষাভিমানী যুবককে চরিত্র গঠনও করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষার কোন ফল নাই। আপনারা জানাইয়াছেন যে আপনারা এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেছেন। এই কল্যাণকর কার্য্যে ঈশ্বর আপনাদের সহায় হউন, ইহাই আমার কামনা। আপনাদের আদর্শ উচ্চ হউক এবং সেই আদর্শ অবলম্বনের চেষ্টা অক্ষুণ্ণ হউক, আপনারা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

ছয়বৎসর পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের প্রতি আমার প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতির বার্ত্তা জানাইয়াছিলাম, আজ ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া আমি ভারতবাসীকে ভবিষ্যতের আশার কথায় উদ্বোধন করিতেছি। এ দেশের সর্ব্বত্র আমি নবজীবনের স্পন্দন ও প্রেরণা লক্ষ্য করিতেছি। শিক্ষাই আপনাদের আশার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। শিক্ষার ক্রমোন্নতিতে আপনারা আশার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবেন।

দিল্লীতে আমার আদেশানুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে, যে মন্ত্রণা-সভাধিষ্ঠিত আমার প্রতিনিধি ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। আমার ইচ্ছা সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হউক, এই সকল বিদ্যালয় হইতে শত শত কর্ম্মক্ষম যুবক—বিশ্বাস ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিভাগে সফলতা লাভ করুন। আমার আরও ইচ্ছা যে শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফললাভ করিয়া ভারতবর্ষের গৃহশ্রী উজ্জ্বলতর হউক, ভারতবাসীর শ্রম কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া মধুরতর হউক এবং তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য উচ্চতর ভিত্তিতে বিরাজিত হউক। আমার প্রতি এবং আমার বংশীয় রাজকুলের প্রতি আপনাদের অনুরাগের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য আপনারা সচেষ্ট এবং ইংরাজশাসনের নানা সুফল আপনারা উপলব্ধি করিয়াছেন, শুনিয়া আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। আপনাদের শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন পত্রের জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।”

মহোদয় সাধারণ হিতকার্য্যের উপযোগী প্রচুর অর্থ সম্রাজ্ঞীর হস্তে প্রদান করেন। সম্রাজ্ঞীর আদেশানুসারে এই অর্থ অনাথ আশ্রম, হিন্দু বিধবার আশ্রম, ডাফরীন হাঁসপাতাল, ওয়াই, ভবলিউ, সি এ, সেণ্ট ভিন্সেণ্টের আশ্রম, অ্যালবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল, সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুর কলোনিয়াল আশ্রম-সমূহ প্রভৃতি স্থানে বিতরিত হইয়াছিল।

কলিকাতা ত্যাগ।

৮ই জানুয়ারী সোমবার সম্রাট্‌দম্পতীর কলিকাতা ত্যাগের দিবস। বেলা ১১টার সময় তাঁহারা দলবলসহিত গবর্ণমেণ্ট হাউস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সিড়ি দিয়া নামিবার সময় তিনি অনেকের সঙ্গেই কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। এবারে মিড্‌ল্ সেক্স রেজিমেণ্ট সম্মানিত শরীররক্ষকের কার্য্য করিয়াছিল। প্রিন্সেপ ঘাটে যাইবার রাস্তায় অসংখ্য সৈন্য সুবিন্যস্ত পংক্তিতে দাঁড়াইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়াছিল। প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইলে বড়লাট-বাহাদুর, লেডী হার্ডিঞ্জ এবং অপরাপর উচ্চরাজ-পুরুষগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে ছোটলাটবাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভাপতি অনারেবল মিঃ স্লেক্ মহোদয় সিংহাসনদ্বয়সমীপে অগ্রসর হইয়া সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করিলেন :—

ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার অভিনন্দন।

"আমরা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার প্রতিনিধিগণ, সম্রাট্‌দম্পতীর বঙ্গে এবং কলিকাতা আগমনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠের অধিবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির নিদর্শন এই ৮ দিনে আপনারা স্বচক্ষে দেখিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; কেহ ভাষা দ্বারা ইহা এই পরিমাণে বুঝাইতে পারিত না। এই উপলক্ষে আমরা এই নিবেদন করিতে চাই, যে এই রাজভক্তি শুধু বঙ্গদেশের জনসাধারণের নিজস্ব নহে, ইহা সমস্ত পূর্ব্বোত্তর ভারতের আন্তরিকতার চিহ্ন। এ প্রদেশে এমন একজন কৃষক অথবা শ্রমজীবী নাই যে আপনাদিগের আগমনে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে রাজভক্তির প্রেরণা এবং সুখের আশা উপলব্ধি করে নাই। বিদায়কালে এ প্রদেশবাসিগণের সেই আন্তরিক প্রীতিভক্তির এই নিদর্শন আপনারা গ্রহণ করুন, ইহাই বিনীত নিবেদন।"

যে রৌপ্যাধারে অভিনন্দনপত্রখানি সম্রাট্‌দম্পতীকে দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি খোদিত ছিল।

"১৯১২ সনের ৮ই জানুয়ারী সম্রাট্‌দম্পতীর কলিকাতা ত্যাগ উপলক্ষে বঙ্গের প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক উপহৃত।"

বিদায়কালীন এই অভিনন্দনের উক্তি সম্রাটের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল, তিনি ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে উত্তরে বলিলেন :—

"আপনাদের অভিনন্দনে সম্রাজ্ঞী এবং আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। কলিকাতা এবং তদুপকণ্ঠের অধিবাসিগণের যে রাজভক্তির উচ্ছ্বাসের কথা আপনারা জ্ঞাপন করিলেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমাদের হৃদয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বিগত ৮ দিনের স্মৃতি জাগরুক থাকিবে। এই কলিকাতার বহুদূরাগত বিপুল জনসংঙ্ঘের নীরব রাজভক্তি ও উচ্ছলিত প্রীতির যে বন্যা আমাদের চক্ষের সম্মুখে বহিয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিবার বিষয় নহে। এই রাজভক্তি উত্তরপূর্ব্ব ভারতের সমগ্র প্রজাসাধারণের আন্তরিকতার নিদর্শন, আপনাদের এই বিশ্বাস; ইহা শ্রবণ করিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমাদের আগমন উপলক্ষে এই নগরীতে যে সমস্ত আনন্দোৎসব হইয়াছে, তাহাও আমাদের স্মরণীয় ঘটনা।

সম্রাটের উত্তর।

বঙ্গবাসী আমাদের বিদায় উপলক্ষে উপহার স্বরূপ তাহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা দিতেছেন। আমাদের পক্ষে ইহা হইতে মূল্যবান্ উপহার আর কিছু হইতে পারে না। এই অমূল্য সম্পত্তিই আমরা গর্ব্বের সহিত স্বদেশে লইয়া চলিলাম। আপনারা আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের এখন নাই; কারণ হৃদয় এখন আবেগে পূর্ণ।

বিদায়কালে আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমার বঙ্গীয় প্রজাগণকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃপ্রেমের পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ রাখেন এবং তাঁহারা যেন অতঃপর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত হন।"

সম্রাটের কথা শেষ হইলে সাম্রাট্‌দম্পতী এবং পারিপার্শ্বিক উচ্চরাজ-পুরুষগণ একটি দল সংগঠন করিয়া পণ্টুনের দিকে অগ্রসর হইলেন, সে সময়ে কলিকাতা পোর্টের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যগণ উহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

বিদায়।

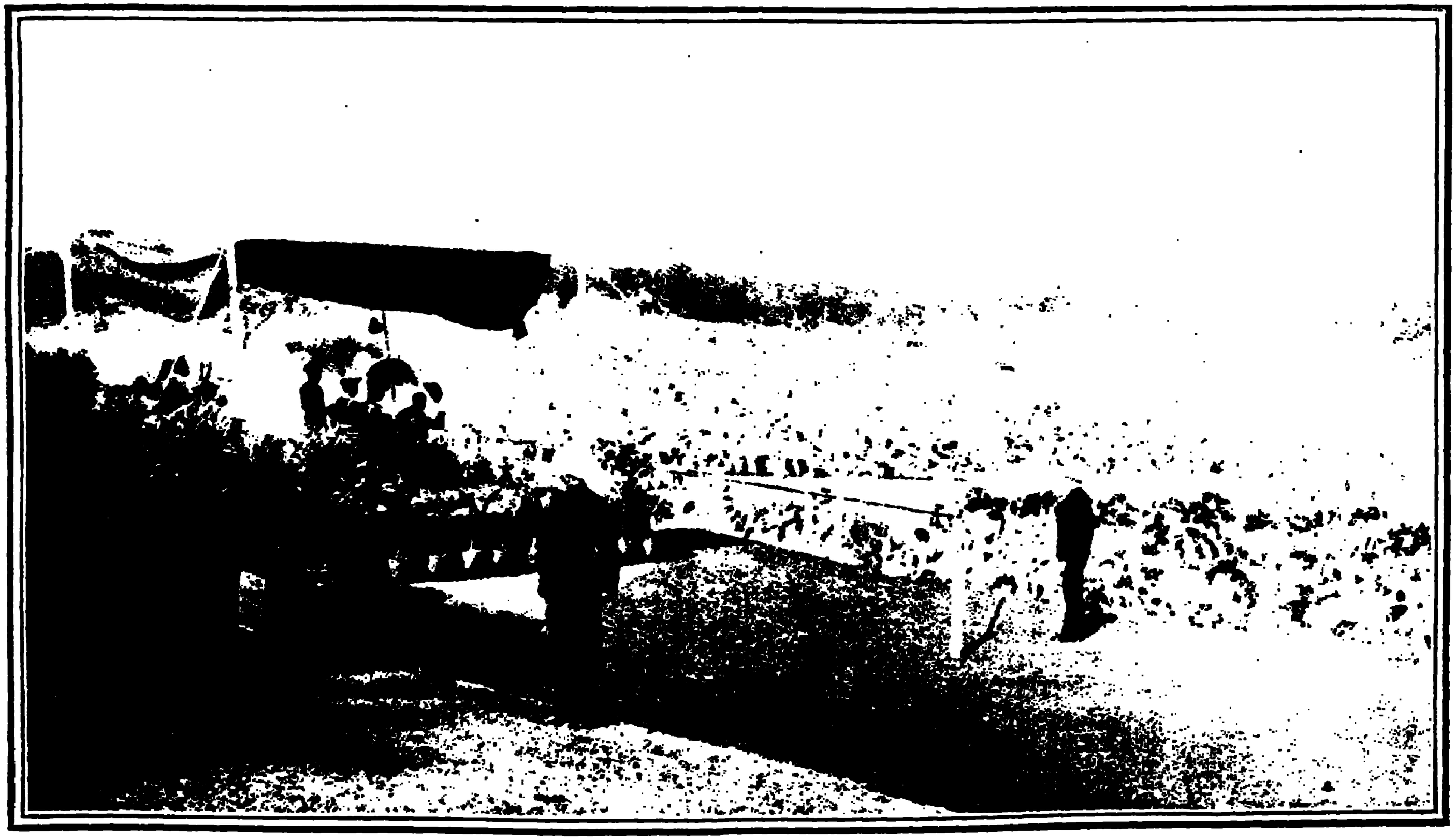

নাগপুরে সম্রাট্‌দম্পতী

সিংহদ্বার দিয়া "মেদিনা" জাহাজের দিকে না যাইয়া সহসা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রজাবর্গের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শত শত লোকের নমস্কার গ্রহণ করিলেন। তাহারা অধীর হইয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং অশ্বারোহী সৈন্যদল তাহাদের বর্শা এবং তরবারি তুলিয়া সেই আনন্দকলরবে যোগদান করিল। অতঃপর ধীরপদবিক্ষেপে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী জাহাজে উঠিলে সম্মানসূচক তোপ ১০১ বার ধ্বনিত হইল, আর জাতীয় মহাসঙ্গীত প্রাণস্পর্শীতানে বাজিতে লাগিল।

'মেদিনায়' যাত্রা।

কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে সম্রাট্ মহোদয় বড়লাটবাহাদুরকে "রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার" নামক উচ্চসম্মানে বিভূষিত করেন। আজ বিদায়ের দিনে বড়লাট বাহাদুর এই সম্মানের 'চেন' বক্ষে ধারণ করিয়া বোম্বাইর লাট সাহেব ও তদীয় পত্নী সহ "মেদিনা"য় গমন করিলেন। এখানে এসময়ে একটু জলযোগের আয়োজন হয়। তাহাতে বড়লাটবাহাদুর, সস্ত্রীক বোম্বাইর লাটসাহেব, হিস্ হাইনেস্ আগা খান ও ক্যাপ্টেন লাম্‌স্‌ডেন আর, এন এবং কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

জলযোগের পর কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ ভারতের বড়লাটবাহাদুর, বুন্দির মহারাও রাজা, পুলিশ কমিসনর মিঃ এস এন এডোয়ার্ডস্ এবং মিঃ এফ, এইচ, ভিন্সেণ্ট (ডেপুটি কমিসনার) তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। এ সময়ে মিঃ এম, এম, এডোয়ার্ডস্, রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডারের কম্যাণ্ডার, বুন্দির মহারাজ, গ্র্যাণ্ড অফ্ রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার এবং কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ভিক্টোরিয়ান অর্ডার পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পুলিশের পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতায় প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাটের এই প্রীতির কথা বড়লাটবাহাদুর তাহাদিগকে জানাইতে অনুজ্ঞাত হইয়াছিলেন। সম্রাট্‌দম্পতী সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতে ছয়টার সময় রক্ষিজাহাজসমূহ-পরিবেষ্টিত "মেদিনা"য় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাত্রা করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সম্রাট্ বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই মর্ম্মে তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন:—

"আমার রাজ্যের প্রধান সচিবস্বরূপ আপনি নিশ্চয়ই জানিয়াছেন, আমার ভারতাগমন আশাতীতরূপে সার্থক হইয়াছে। শুধু বোম্বাই, দিল্লী

এবং কলিকাতা নহে, সমগ্র ভারতের যে যে স্থানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি সেইখানেই প্রজাসাধারণের অকপট রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, সুতরাং আমাদের ভারতাগমন সার্থক হইয়াছে। দিল্লীদরবারে যে অপূর্ব্ব সমারোহ হইয়াছে তাহাতে বড়লাট বাহাদুর এবং তদীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের অসামান্য কর্ম্মকুশলতা সপ্রমাণ করিয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের সহিত কলিকাতা অবস্থানকালে সমগ্রকলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব, তাহা করিয়াছিলেন। আমার প্রজাবৃন্দের সহিত আমার প্রীতির বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় থাকাতেই আমি ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক আমার চির-অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষ এবং আমার সমগ্র সাম্রাজ্য এ আগমনে স্থায়িরূপ সুফললাভ করিলেই আমার আশা পূর্ণরূপে সফল হইবে।"

প্রধান সচিবের নিকট তার।

প্রধানমন্ত্রী মহোদয় উত্তর জানাইলেন :—

"আপনার রাজ্য এবং প্রজার পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে আপনাদের ভারতযাত্রা সর্ব্বতোভাবে সফল এবং নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে, সংবাদে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে আপনারা যেন নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"

উত্তর।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সম্রাট্ রাজভক্তিপূর্ণ অগণিত 'তার' সংবাদ পাইয়াছিলেন। ভারতসীমা প্রায় অতিক্রম করার সময় "মেদিনা"তে বড়লাটবাহাদুরের নিম্নলিখিত তড়িতবার্ত্তা পৌঁছিল :—

"সমগ্র ভারত আপনাদের নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিতেছে। আপনাদের ভারতাগমন রাজভক্ত ভারতবাসী চিরকাল গৌরবের সহিত স্মরণে রাখিবে। ইহা ভারতের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদরূপ বিরাজিত থাকিবে।"

বড়লাট বাহাদুরের তার।

উত্তরে সম্রাট্ জানাইলেন :—

"সম্রাজ্ঞী ও আমি আপনাদের আয়োজন উদ্যোগের কথা চিরদিন মনে রাখিব। ভারতবর্ষে স্বল্পস্থায়ী কিন্তু সুখকর অবস্থানের কথা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। আপনারা আমাদের জন্য প্রত্যেক ব্যাপারে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

ফরাসীবহর সম্রাটের সম্মান করিতে আসিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসী একযোগে সেখানে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী রাজকীয় জাহাজ জিব্রাল্টারে পৌঁছিলে ম্যাড্রিডের ব্রিটিশ রাজদূত সার

পোর্ট সইদে।

মরিস, ডি বুনসেন, ট্যান্‌গিরে অবস্থিত ব্রিটিশ মন্ত্রী সার রেজিনাল্ড লিষ্টার এবং মরক্কোর সুলতানের প্রতিনিধিবর্গ রাজদম্পতীকে যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পর্টুগালের প্রতিনিধিবর্গ এবং স্পেনের রাজবংশের হিস্ হাইনেস্ ডি ইন্‌ফ্যাণ্টি ডন্ কার্‌লস্ দুইরাজ্যের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের রাজদম্পতীকে অভিনন্দিত করিলেন। এখানে বন্ধুত্বের আদান প্রদান এবং উপাধি বিতরণ কার্য্য সমাধা করিয়া জিব্রল্টার ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্মরণযোগ্য দিবস। এই দিন ইংলণ্ডেশ্বর সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রণতরীবহর পরিবেষ্টিত 'মেদিনা'কে পথে ইংলিশ প্রণালীতে দুরন্ত তুষারপাত ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পোর্টস্‌মাউথে।

প্রাতে রাজদম্পতী পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে নামিলেন। রাজ্ঞী আলেক্‌জাণ্ড্রা, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া, টেকের ডাচেস্, প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্, এবং কনটের প্রিন্স আর্থার এই সময়ে আসিয়া রাজদম্পতীর জাহাজে উপনীত হইলেন। পোর্টস্‌মাউথের মেয়র, মহোদয় নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন :—

"আপনি প্রজাবাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরিশ্রমসাধ্য ভ্রমণব্যাপার সমাহিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাতে ভারতের নৃপতিবৃন্দ এবং প্রজাপুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।"

সম্রাট্ তদুত্তরে বলিলেন :—

"পোর্টস্‌মাউথবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনি যে সুন্দর অভিনন্দন পাঠ করিলেন, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের যাত্রার আরম্ভ ও শেষ সাম্রাজ্যের নৌশক্তির সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রে সম্পন্ন হইল। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। ভারত এবং আমাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রীতির যে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনিয়াছি, তাহা বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে। এখন আমাদের ভারতভ্রমণে তথাকার প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল ও দুই রাজ্যের প্রীতিসংবর্দ্ধন হইলেই সমস্ত অনুষ্ঠান সার্থক হইল, মনে করিব।"

লণ্ডন, ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে রাজকীয় ট্রেণ পৌঁছিলে, রাজপরিবার, রাজদূতবৃন্দ, মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য উচ্চরাজপুরুষগণ রাজদম্পতীকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট্ সম্মানিত রক্ষিদলের পরিদর্শন করিলেন এবং সম্রাজ্ঞী লেডী গ্যেনেথ পন্সনবির নিকট হইতে একটি পুষ্পস্তবক গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর রাজকীয় যান রাজদম্পতীকে লইয়া বাকিংহাম প্রাসাদের অভিমুখে চলিল। সম্রাটের অঙ্গে এ সময় নৌসেনাপতির পরিচ্ছদ ছিল এবং সঙ্গে রক্ষকস্বরূপ ১ম লাইফ গার্ডস্ সৈন্যদল গিয়াছিল। সেই সময়ের তীব্র শীত ও তুহিনপাত সত্ত্বেও অসংখ্য লোক রাজপথে দাঁড়াইয়া রাজদম্পতীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। স্বীয় প্রাসাদে পৌঁছিবার পরেও সম্রাট্ কুশলকামী অগণিত তড়িৎবার্ত্তা পাইয়াছিলেন। কেবল স্বীয় সাম্রাজ্য নহে, ইউরোপের সমস্ত রাজধানী হইতেই রাজার নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাবর্ত্তন ও ভ্রমণ-সাফল্যের জন্য আনন্দজ্ঞাপক সংবাদ আসিয়াছিল। ক্যানাডা হইতে ডিউক অফ ক্যানট একটি তড়িৎবার্ত্তায় উক্তদেশের পক্ষ হইতে সম্রাট্কে অভিনন্দিত করিয়া জানান, "সুদূর ভারতীয় জনমণ্ডলী সম্রাট্কে যেরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ক্যানাডাবাসী আনন্দিত হইয়াছে।"

রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি।

রাজদম্পতী লণ্ডনে পৌঁছিয়া তারপর দিনই সেণ্ট পল গির্জ্জায় উপাসনাদির অনুষ্ঠান করেন।

লর্ড মেয়রপ্রমুখ একদল তাঁহাদের অগ্রে গমন করেন, পথে প্রজাপুঞ্জের যেন আনন্দের উৎস ছুটিয়া গিয়াছিল। ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপ উপাসনাকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ইংলণ্ডের মর্ম্মকথা। "আমরা এই দারুণ শীতকালে লণ্ডনে বাস করিয়া তিনমাস অবিরত রাজদম্পতীর নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাবর্ত্তন ও ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের প্রীতিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। তিনি যে আমাদের প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? সুতরাং আজ প্রার্থনার মহিমা বুঝিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। পুরাকালে বিজয়ী সম্রাট্গণের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বিজিত বন্দী রাজগণ তাঁহার সঙ্গে আসিত। এখন সে দিন নাই, এখন বিজয়ী শত্রু জয় করিয়া আসেন নাই, বন্ধুর হৃদয় প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা জয় করিয়া আসিয়াছেন।"

ভারতীয় রাজগণ সম্রাটের ভ্রমণশেষে তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মের বার্ত্তা প্রেরণ করেন :—

"রাজদম্পতীর ভারতাগমনের কথা চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি, অপরিসীম সহানুভূতি, প্রজাবর্গের হিতাকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের প্রীতির সম্বন্ধ বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং স্বভাবতঃ রাজভক্ত ভারতীয় প্রজার রাজভক্তিতে নূতন প্রেরণা আনয়ন করিয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাজাপ্রজা সম্মিলিত হইয়া সমস্ত ইংরাজজাতির প্রতি তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য ও হিতকামনা জ্ঞাপন করিতেছেন; ভারতবর্ষ সম্রাটের সুমহান্ সাম্রাজ্যের একাংশ, এই কথায় আজ সমস্ত ভারতবাসী বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করিতেছে। ইংলণ্ডের সম্পর্কে আসিয়া ভারত অনেক সুখসৌভাগ্য লাভ করিয়াছে; সেই মহা উপহারের প্রতিদান স্বরূপ ভারতীয় রাজাপ্রজা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্রাট্‌দম্পতীকে আজ কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের বিশেষ গৌরবের বিষয়। ভারতবাসীরা আশা করিতেছেন, এই ঐতিহাসিক মহা ঘটনা ভারতভাগ্যের এক নব অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করিবে এবং তাঁহাদিগকে নূতন উন্নতি ও সুখের পথে লইয়া যাইবে।"

ভারতীয় রাজগণের তড়িৎবার্ত্তা।

লণ্ডন ও ওয়েষ্টমিন্‌স্টার মহানগরীদ্বয় এবং লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল রাজদম্পতীর প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে যে অভিনন্দন পত্রদ্বয় পাঠ করেন, তাহার প্রথমটির উত্তরে সম্রাট্ বলিয়াছিলেন :—

"ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হওয়ার পর আপনাদের সাদর অভিনন্দনে প্রীত হইয়া ধন্যবাদ দিতেছি। ভারতে রাজাপ্রজানির্ব্বিশেষে সকলের রাজভক্তি প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহা বিশ্বাস করা যায় যে আমাদের প্রতি ভারতবর্ষের এই অনুরাগের অভিব্যক্তি তাঁহাদের চিরন্তন রাজভক্তির সূচনা করিতেছে। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের পর ব্রিটিশজাতির প্রতি ভারতবাসীর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যসূচক এক তড়িৎবার্ত্তা আমরা পাইয়াছি। তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইহা পাঠাইয়াছেন। আশা করি, আপনারা এই প্রীতির আহ্বান আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ়ধারণা ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ,

সম্রাটের উত্তর।

যায় যে আমাদের প্রতি ভারতবর্ষের এই অনুরাগের অভিব্যক্তি তাঁহাদের চিরন্তন রাজভক্তির সূচনা করিতেছে। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের পর ব্রিটিশজাতির প্রতি ভারতবাসীর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যসূচক এক তড়িৎবার্ত্তা আমরা পাইয়াছি। তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইহা পাঠাইয়াছেন। আশা করি, আপনারা এই প্রীতির আহ্বান আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ়ধারণা ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ,

এই ধারণার অনুকূল এবং সুহৃদুচিত উত্তর দিয়া আপনারা তাঁহাদের সখ্য গ্রহণ করুন।"

ভারতবর্ষে আমরা যে সকল রাজনৈতিক ঘোষণা করিয়াছি, আশা করি, তাহাতে ভারতের কল্যাণ হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের উন্নতিতে লণ্ডনবাসিগণ বিশেষরূপ আনন্দিত হইবেন, কারণ সেই দেশের সহিত লণ্ডনের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ দীর্ঘব্যাপী এবং প্রাচীন। আধুনিক কালে লণ্ডনবাসীর বাণিজ্যের দ্বারা এসম্বন্ধ আরও দৃঢ়তর হইয়াছে।

আমার আত্মীয় ডিউক অফ্ ফাইফের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার চরিত্র এবং জীবনের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই শোকে যোগদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদের জন্য আপনারা যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। ভগবানের অনুগ্রহে দেশস্থ কি বিদেশস্থ সর্ব্বজাতীয় প্রজা-বৃন্দের সুখ, উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি আমার চেষ্টা সতত পরিচালিত থাকিবে।"

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাট্ বলিয়াছিলেন:—

"আপনারা আমাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে রাজভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন দিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

বিখ্যাত দিল্লীদরবার উপলক্ষে আমি ভারতীয় সমস্ত রাজন্যবর্গকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছি, সেই মহাদেশের যে স্থানে গমন করিয়াছি সেই স্থানেই সর্ব্বসাধারণের প্রীতি-ভক্তির বন্যা উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের অভিনন্দনের উত্তর।

বহু পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, কিন্তু আমার চিত্ত ভারতে পরিদৃষ্ট অচিন্তিতপূর্ব্ব বিরাট্ অনুষ্ঠান ও প্রীতির নিদর্শনগুলিতে পূর্ণ হইয়া আছে।

ভারতবর্ষে আমাদের সাম্রাজ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছি। এখন এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ এ মহানগরীতে আসিয়া আশা করিতেছি যে ইহারও ঐক্য ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।"

লণ্ডন কাউণ্টি মন্ত্রণাসভার অভিনন্দনের তিনি এইরূপ উত্তর প্রদান করেন:—

"আমরা ভারত প্রত্যাগত হওয়ার পর লণ্ডনবাসিগণ যেরূপ আনন্দ

প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য লণ্ডনের অধিবাসিগণকে আপনাদের দ্বারা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডন প্রবেশকালে এবং তৎপরদিবস সেণ্টপলের গির্জ্জার পথে লণ্ডনের লোকবৃন্দ আমাদিগকে যেরূপ অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষরূপে আপ্যায়িত হইয়াছি।

বিগত তিন মাসে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল স্মরণীয় ঘটনার লীলাক্ষেত্র হইয়াছে, লণ্ডনবাসিগণ তাহা উৎসুকচিত্তে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার বিশ্বাস যে এই সহানুভূতির ফলে এ দেশের প্রজাবৃন্দের ভারতের প্রতি তাহাদের গভীর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই দীর্ঘ পথের সর্ব্বত্র আমরা যেরূপ উৎসাহিত রাজভক্তির নিদর্শন পাইয়াছি তাহা এই সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণের সর্ব্ববিধ হিতকর চেষ্টায় আমাকে নূতন প্রেরণা প্রদান করিবে।"

পার্লিমেণ্টে ভারতাগমনের উল্লেখ।

১৪ই ফ্রেব্রুয়ারী পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভার অধিবেশন হইল। এই দিবস সম্রাট্ সিংহাসন হইতে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ ছিল :—

"আমাদের রাজ্যাভিষেকের কথা স্বয়ং জানাইতে দিল্লীতে যে দরবার আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহাতে ভারতীয় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রজাগণ যেরূপ অপূর্ব্ব রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ প্রমাণিত করিয়াছে।

কলিকাতা ও বোম্বাইএর নাগরিকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গভীরভাবে আমাদের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে।"

রাজ-দম্পতীর ভারতাগমন আশাতীতরূপ সফল হইয়াছে, অভিনন্দনগুলির উক্তি ও সম্রাটের প্রত্যুক্তি হইতে তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে; অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে নাগরিকগণ রাজাগমনের সংবাদ প্রাপ্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহু সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সভাসমিতির গৃহীত মন্তব্য তারযোগে প্রেরিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজের তারবার্ত্তাটি উদাহরণস্থলীয় এবং এই শ্রেণীর বার্ত্তাগুলির সারকথার অভিব্যক্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে, এজন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মান্দ্রাজের তারবার্ত্তা।

"এই সভা ভারতবর্ষে সম্রাটের আগমনব্যাপক শুভফলের প্রত্যাশা করিতেছেন। সম্রাট্ যে শুভসংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে এ দেশীয় লোকের রাজভক্তি অশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে। সম্রাট্ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজামণ্ডলীর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্খার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠতর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে এবং ব্রিটিশ রাজত্বে এদেশের উত্তরোত্তর উন্নতি সম্পদ্ বৃদ্ধির আশা বদ্ধমূল হইবে। রাজাগমন এদেশবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রবর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে শান্তি ও সন্তোষের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।"

সমাপ্ত।

সূচী।

অক্টরলোনি ১৮০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৪
অচ্ছা ৮৫, ১০১
অর্জ্জুনসিংহ ১০৯
অলিরাজপুর ৮৫, ১০৫, ১০৯
অষ্ট্রেলিয়া ৩৯
আইকমান, ডি, ডবলিউ ৯১
আইরিন ৩৪
আকবর ৩, ১০৮
আগাখান ৫৩, ১১৬
আগ্রা ৫৭
আজমলখান ১৪৪
আজমীর ১৮৮, ১৮৯ ১৯০
আফগানিস্থান ১১, ৯৯, ১১৬
আফসার উদ্দৌলা (স্যার) ৮৩
আবদুল্লা খাঁ হাফিজ (স্যার) ১২৬
আরগিল ১২
আরঙ্গজেব ৩
আর্থার প্রিন্স, ২৯, ৩১
আরা ১৮১
আলাউদ্দিন ৩
আলিমান ফতে ১৪৪
আলিপুর ১০৯
আলেকজাণ্ডার ৬, ১৯
আলেকজান্দ্রা ৩১, ৩৩, ৪২, ২২২
আলোয়ার ৮৪, ১০৪, ১২১ ১২২
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (স্যার ! ২০৪, ২০৭
আসলাম খাঁ এম্ (স্যার) ১২৬
আসাম ৮৭, ১১৯, ১৩৭, ১৭৮, ২০৬
অ্যালানি (লর্ড) ১২৬
অ্যাশবার্ণার, এল, ১২৬
ইউল ডেভিড (স্যার) ২০৫
ইতালী ৩৫
ইদর ৮৫, ১০১, ১৬০
ইলক্যারম্যান ১৫৩
ইন্‌ডমিটেবল ৩৪
ইন্‌ডিফ্যাটিগেবল ৩৪
ইন্‌ভিন্‌সিবল ৩৪
ইন্দোর ১০৪, ১১১, ১২১, ১৪২
ইয়ং আর্থার (স্যার) ৯০
ইয়ংউই ৮৭
ইয়াংহি ১০২
একসেলেণ্ট ৩০
এডেন ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১১৩
এডোয়ার্ড ৭ম, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ২০, ২৫, ২৬, ৭৫
১০৮, ১১৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৮৯, ১৯৯
এডোয়ার্ডস মিঃ ৫৫, ২১৮
এনচ্যাণ্টেস্ ৩৪
এপেলো ৪৩, ৫১
এফ্‌ফিণ্‌ডি জিয়া এদ্দিন ৩৬
এমার্সন ডবলিউ (স্যার) ২০৪
এলিজাবেথ ২৭
এ্যানগাস আর জে ১৭০
এ্যানানডেল ডাক্তার ২০৪
ওর্টন (কাপ্তেন) ১৮২
ওসমান আলি ১১০
ওয়াইলি কার্জ্জন (স্যার) ১৯০
ওয়াটসন ডব্লিউ এ, ৮১, ১২৪, ১২৫
ওয়ার্ড (মেজর) ৯৪
ওয়ারিস আলি ২০৬
ওয়ালটার জে, এম, ১৫৩
ওয়ালটার লরেন্স ৩৩
ওয়াসিফ আলি (স্যার) ২০৬
ওড়ুয়ার, এম, এফ ১২৬

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ২২৪, ২২৫
ওয়েলেসলি লর্ড ১১২
ওয়েলিংটন সি, ডবলিউ ১৮৮
কঙ্কর ৮৭
কচ্ছ ৮৫, ১০৪, ১৩০
কনট ২২২
কপূরথালা ৮৬, ১০৫, ১১২, ১২১, ১২২, ১৩১, ১৬১
করাচি ৫৯, ১৬৩
কলভিন, ই, জি, ১৮৮
কলিকাতা ৫০, ৫৯, ৬২, ৬৬, ১৬৩, ১৬৯, ১৯১, ১৯৬, ২১০, ২২৬
কাউপার মেটল্যাণ্ড ৩৭
কাজিলবাস ১৪৬
কালমিয়া ৮৬
কাসাত ৮৬, ১০৪
কালাহাড়ি ৮৬
কার্জ্জন ১২, ১৬, ৬৮, ৯১, ১১২, ১১৬
কাশী ১০৫, ১১৭
কাশীনরেশ ৮৬
কাশ্মীর ১০৪, ১২২, ১১৯, ১২১, ১২২, ১৪২
কাষ্ট চার্লস (স্যার) ১২৬
কিওনথাল ৮৬
কিচনার ৩৬, ২২১
কিটসন জি ৮১
কিষণগড় ১০১, ২০২
কীঘলি (কাপ্তেন) ৮২
কুকসন মিঃ ১৯৮
কুচবিহার ৬, ১০৫, ১১৩
কুশলগড় ৮৪
কেংটাং ৮৭, ১০৫
কেপ্পেল অ্যাডমিরাল ৩০, ৩২, ১২৫
কেশবচন্দ্র ১১৩
কোচিন ৮৫, ১০৪, ১০৯
কোটা ৮৪, ১০৫, ১০৯
কোল, এইচ, ডবলিউ, জি ৯৮
কোলাপুর ৮৫, ১০৪, ১১০
কোলিংউড ৩৪
কোয়াসজি কৈকবাদ ৩৯
কোয়েটা ৮৬
ক্রাডক রেজিনাল্ড (স্যার) ২১২
ক্রু (লর্ড) ৮২
ক্রুকম্যাঙ্ক, এস, ডি, ১১৭
ক্লার্ক জর্জ্জ (স্যার) ৫৩
ক্যানিং (লর্ড) ৫
ক্যাডেল মিঃ, ৫৫
ক্যাম্বে ৮৫, ১৩০
ক্যাডোন, ডব্লিউ, ১২৬
খয়েরপুর, ১১০, ১২১, ১৪৪
খেদিব ৩৬,
খৈরপুর ৩৬, ৩৭
গঙ্গাসিংহ ১০৯
গডডার্ড ১১০, ১১১
গণ্ডাল ৮৫, ১০৫, ১৩০, ১৪২
গুডউইন, এফ ১২৬
গোলাপ সিংহ ১১২, ১২৫
গোয়ালিয়র ১০৪, ১২১, ১২২
গ্যাগ (মেজর) ২০০
গ্যাব্রিএল, ভি, ৬৪
গ্যালাসটান মিঃ ২০২
গ্রাইমউড (কাপ্তেন) ৯৪০
গ্রাণ্ট, এইচ, এফ ৩৮
গ্রাণ্ট সি ২৭২
গ্রাহাম সিসিল ২০০
গ্রিমষ্টন, আর, ই, ৩৩, ৪০, ৬৪, ১২৬
চন্দ্র সামসের জঙ্গ, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫
চম্বা ১০৫, ১৩১
চশলি, এ, ডি, জি, ৫৫
চারখরি ৮৫, ১০৫
চার্চ্চহিল উনষ্টন ৩০
চার্লস, আর, এইচ (স্যার) ২১৬
চার্লসফিল্ড মরিস ১২৪
চিৎনবীশ, জি, এম্ (স্যার) ২১৬
চিত্রল ৮৬
চীন ৮৮

চেম্বারলেন লর্ড ১২৬, ১৫২, ১৯৫
চৌহান ১০৯
চ্যাৎফিল্ড, এ. ই, এম ৩২
চ্যাটার্জ্জি প্রতুলচন্দ্র (স্যার) ১০০
ছত্রপুর, ৮৫, ১০৫
জগদিন্দ্রনাথ রায় ২০৬
জনকরসী ৩১
কমগন, জে ১৮১
জর্জ্জ পঞ্চম, ২০, ২৫ ২৬, ১৬৭, ১৮০
জয়পুর ১০৪. ১২১. ১৪২. ১৮৭. ১৮৮
জাওয়ার ১০৫
জাতিরা ৮৫, ১০৫, ১৩০
জারবাল ৮৬
জিব্রালটার ৩৫
জেন্‌কিন্স ৮৮
জেনসন্, ই. ১৭২
জেলিকো, ৩৫
জ্যাকব, সুইনটন (স্যার) ১১৬
ঝরুয়া ১০৯
ঝালেয়োর ১০৫
ঝিন্দ ৮৬, ১০৫, ১১২, ১২১. ১২৭, ১৬১. ১৩১
টড (কর্ণেল) ১৯০
টাগাম ৩৪
টালিগঞ্জ ২০৪, ২১১
টিপু সুলতান ১১২
টিহরি, ৮৬, ১০৫, ১২১, ১৩১
টুইডমাউথ (লর্ড) ২৯
টেক ২২২
টেমেরেইর ২২২
ট্যানগিয়ে ২২২
ট্যাভারনিয়ার ৬৯
ডরিয়ন, এইচ, স্মিথ (স্যার) ১৬৬
ডালাস, সি, এম ৬৪
ডিউক উইলিয়ম (স্যার) ১৯৪
ডিফেন্স ৩৪, ৪৫,
ডুমেইন, ফ্রেডরিক (স্যার) ১৯৪
ডেভিস কর্ণেল ৮০
ড্রামণ্ড, এফ, এইচ, আর ৭৫, ১২২, ১৬১, ২০৬
ড্রিঙ্ক মিঃ ৭৫, ১৯৪
ড্রেনট্ ৩৪
ঢোলপুর ১০৪
তক্ষশীলা ৫৮
তিওয়ানা উমার, হায়াৎখান ৮১
তেগ বাহাদুর ১৪৪, ১৪৫
তেয়াংপেং ৮৭
তৈমুর ১৮
ত্রিপুরা (পার্ব্বত্য) ১০৫, ১১০, ১৩১
ত্রিবাঙ্কুর ৮৫, ১০৯
থর্ণহিল, এইচ, বি. ৯২
দক্ষিণ হুয়েনসী ৮৭
দক্ষিণারঞ্জন সেন ২০৬
দিনসা হরমসজি কোয়াসজি ৩৮. ৩৯
দির ৮৬
দিল্লী ৪৩, ৪৮, ৬২, ৬৬, ১৬৮. ১৬৯, ১৭৫
দুঙ্গারপুর ১০৪, ১০৮
দুজানা ৮৬
দেওয়াস ৮৫, ১০৪
ধর ৮৫, ১০৪
ধরমপুর ৯৫, ১০৫, ১০৮, ১৩০
ধানকেনেল ৮৬
ধৃংগ্রা ৮৫, ১০৫, ১৩০
নওয়াগাই ৮৬
নটবরসিং ১০৯
নবনগর ১০৪, ১২১, ১৩১
নরসিংহগড় ৮৫, ১০৫
নাগপুর (ছোট) ১৩৭, ২১৪
নানক ১১১
নানকচাঁদ ১১১
নাভা ১০৪, ১১২, ১২১, ১২৭, ১৩১
নাটোর ২০৬
নারোজী দাদাভাই ৫২
নেপচুন ৩৪
নেপাল ১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫
পদ্মকোটা ৮৫, ১০৫

পনসন, বি গুইনেথ (লেডী) ৩১
পর্টুগেল ৩৫
পরিহর ১০৯
পলিতানা ১০৫, ১৩০
পাইধোনী ৫০
পাঞ্জাব ১১৯, ১৪১, ১৭৮
পাতাউদি ৮৫
পাতিয়ালা ৮৬, ১০১, ১০৪, ১১২, ১২১, ১২২
পান্না ৮৫, ১০৫
পালানপুর ৮৬, ১০৫, ১৩০
পালার ৩
পিটন মিঃ ৮১, ১৭০
পিনহি মিঃ ৮৩
পিরি সি, পি ১৭৯
পিয়ারসন, এ এ (স্যার) ৭৫, ১২২
পিয়ারসন, জে, আর ১৪৮
পূর্ব্ববঙ্গ ১১৯, ১৭৮
পৃথ্বীরাজ ১০৭, ১০৯
পৃথ্বীসিংহ ৮২
পেশোয়ার ৫৯
পোর্টসমাউথ ৩১
প্যারামাটা ৭২
প্রতাপগড় ৮৪
প্রতাপসিংহ (স্যার) ৬৩, ৮২, ১০৯, ১১২. ১২৪. ১৬১
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ২০৬
প্রাইস, সি, এন ৮৯
ফক্স ৪১
ফটসে ভডফে ১২৬
ফতেপুর সিক্রি ৫৮, ৭০, ১৮৬
ফতেসিং (স্যার) ১০৮
ফরিদকোট ৮৬, ১০৫, ১১২, ১২১, ১৩১
ফর্টেস্ক জন ১২৬
ফাদথলি ১০৫
ফাদলি ৮৫, ১৩০
ফিক্কস ৪২
ফিলিপস, পিকটন ৮৯
ফেস, ই. এল, ৮০, ১৭৮
ফেল (কাপ্তেন) ১২৪
বংশদা ৮৫
বংশধরা ৮৪
বঙ্কনার ১০৫
বঙ্কানীর ৮৫, ১৩০
বঙ্গ ১১৯, ১৩৮, ১৭৮, ২০৬
বরদা ৫৫, ৮৩, ১০৪, ১১১, ১১২, ১৪২
বরিয়া ১০৫, ১৩০
বাকলি, আর, বি ১৯২
বাবর (জেনারাল) ১৮২
বামড়া ৮৬
বাকিংহাম ২১
বাঘেরলখণ্ড ১০৯
বার্ড, আর ১২৬
বার্ডেন, ডি, সি, ১৮২, ১৮৫
বারযানী ৮৫, ১০৫, ১০৮
বিকানীর ১০৪, ১২১, ১২২, ১২৫, ১৪২
বিজয়নগর ৫৮
বিজাওর ৮৫, ১০৫
বিজাপুর ১৪০
বিনষ্ট, এ, এইচ ২১৫
বিলাসপুর, ১০৫, ১৩১
বিশ্বনাথ সিংহ ১০৯
বিহার ১৩৭, ২০৬
বীটসন ষ্টুয়ার্ড ১২৬, ১৭৭
বীরসিংহ ১২৪
বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা (মহারাজ) ১১০
বুমসেন ডি, ২২২
বুন্দি ৮৪, ১০৪, ১০৯, ১৯১, ২১৮
বেঙ্কটরমান ১০৯
বেল জেমস ৩৮
বেলি, এম সি, বি ২০৪
বেলুচিস্থান ১১৯, ১৩১
বেয়ার্ড (কাপ্তেন) ১২৪
বোম্বাই ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৯, ৬৬, ১১৯, ১৪০, ১৭৮, ২১৬, ২২০, ২২১ ২২২
বোর ৮৬

ব্যাটোবারা ১২৫
ব্যাভেরিয়া ১১০
ব্যাম্বার ৬৪, ৯৪
ব্যাবেট ডবলিউ ২০১
ব্যারো ৭৫
ব্যারোন, সি, এ, ১৭৩
ব্রকমান মিঃ
ব্রহ্মদেশ ১১, ১১৩, ১১৯, ১৪০, ১৭৮
ব্রহ্মা ১৮৯
ব্রাউন পি ৯৯
ব্রাউন, হেরল্ড ১৯৯, ২০৪
ব্রিজম্যান, আর, ও, বি ৮০
ব্লোমফিল্ড, সি ৭৫, ১৬১
ভাবনগর ৮৫, ১০৫, ১২১, ১৩০
ভরতপুর ৮৪, ১০৪, ১২১, ১২২
ভাওয়ালপুর ৮৬, ১০৪
ভিনসেণ্ট সেণ্ট ৩৪
ভিলিয়ারস পি ৮৯
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী) ৪, ৭, ১৪, ১৭, ২৫, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫৮, ১৬৯, ১৭৩, ২০২, ২০৪, ২২২
ভীমসামসের জঙ্গ ১৮৪
ভূটান ১০৪, ১১৩, ১১৯
ভূপাল ১০৪, ১১০, ১২১, ১৪১
ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ (স্যার) ১১২
ভেন্সেণ্ট, এফ, এইচ ২১৮
ভোণ্টথ মিঃ ৮৬
ভোর ১০৫, ১৩০
ভ্যানগার্ড ৩৪
মড ডবলিউ ১৮১
মধ্যপ্রদেশ ১১৯, ১৩১, ১৭৮
মণিপুর ৮৭, ১০৫, ১৩১
মনি (মেজর) ১২৬
মণ্ডি ৮৬, ১৩১
মনু ২
মরিগেট ৭০, ৭৫
মরিস ফিজ (স্যার) ৮২ ১২৫
ময়ূরভঞ্জ ৮৬, ২০৬
মহীশূর ১০৪, ১০৯, ১১৯, ১২১
মাকবাই ৮৭
মাধোরাও সিন্ধিয়া (স্যার) ১১১
মাদ্রাজ ৮৫, ৯৮, ১১৯, ১৪০, ১৭৮, ২২৬
মারংগড় ৮৭
মারসার, এফ ১২৫
মাল ১৩১
মিণ্টো (লর্ড) ১২, ৬২
মীরপুর ১২১
মুধোলা ৮৫, ১০৫, ১৩০
মুরে, এফ, টি ৬৪
মুর্শিদাবাদ ২০৬
মেটা ফিরোজসাহ ৪৬, ৫৩
মেটা বিজোলিস ২১৫
মেডোস (কাপ্তেন) ২০৬
মেদিনা ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৫ ১২৫, ২১৮
মেরী (রাজ্ঞী) ২৫, ২৯
মোকালা ১১৩, ১৩০
মোনাহান, জি, জে ১৮১
মোহন, বি, টি ৭৫
ম্যাকমোহন মিঃ ৬৩, ৭৭, ৭৯, ১৮২
ম্যাক্লাগণ, আর, এস ৬৪, ১১৭
ম্যাক্সওয়েল, এফ, এ ৬৪, ৯৫
ম্যাডোক্স, টীম, এম, এল ১৯৬
ম্যাহন (জেনারাল) ১৯৫, ২০১
যশলমীর ৮৪, ১০৪
যুক্তপ্রদেশ ১১৯, ১৪০
যোধপুর ১০৪, ১২৫, ১৪২
য়ুরোপ ৫, ২৫
য়্যাসকুইথ ২৯
রংলাম ১০৫, ২০২
রণজিৎ সিংহ ১১১
রাওলপিণ্ডি ১৫
রাজকোট ১৩০
রাজগড় ৮৫, ১০৫, ১০৯
রাজপিপলা ৮৫, ১০৫, ১৩০

রাজপুতানা ১৮৬, ১৯০, ১৯২
রাজস্থান ১১৯
রাটলাম ৫৫
রাধনপুর ৮০৫, ১৩০
রামপুর ৮৬, ১২১
রামেশ্বর ৮৮
রামসিং ৯৭, ১১৭
রিমিংটন, এম ১২৪
রুই ১৮২
রেওয়া ৮৫, ১০৪, ১৪২
রেওয়াকান্থা ১০৯
রেঙ্গুন ১৪১
র‍্যাবার্ন ১২৬
লজ (কাপ্তেন) ৫১
লফর্ড, এস, টি, বি ৭৫
লরিমার জে, জি ৯৯
লাইবা ৮৭
লাহোর ৮৫, ১০৫, ১১৩, ১৩০
লিটন (লর্ড) ৭, ৮, ৬২, ৬৮, ৯১
লিভার, এইচ, পি ৮১
লিম্বদি ৮৫, ১০৫, ১৩০
লুকাস, এফ, এইচ ১২৬, ১৭৮
লেক মিঃ ৫৮, ৭৫, ১৬১
লোহারু, ৮৬, ১০৫, ১৩১
ল্যাম্ব, আর, (স্যার) ২১৬
শাচিন ১৩০
শিবাজী ৮৫, ১০৭, ১১০
শিশোদীয় ১০৮
সন্দুর ৮৫
সবি ৮৬
সমথর ৮৫, ১০৫
সাইলান ১০৫
সাদুল সিংহ ১০৯
সানদেশ ১৪১
সাপুর ৮৪, ১০৮
সাত ১১১
সিকিম ৮৬, ১০৪, ১১৩, ১১২
সিন্কাট ২২১
সিনিয়র (ম্যাজোর) ১৪৭
সিন্ধুদেশ ১৪১
সিপাই ৮৭, ১০৫
সিরমুর ৮৬, ১০৫, ১৩১
সিরোহী ৮৪, ১০৪, ১০৯
সীতামাউ ৮৫, ১০৫, ১০৯
সুকেত ৮৬, ১০৫
সুদান ২২১
সুমের সিংহ ১০৯
সুরেন্দ্রপাল ৩৬
সেড্ডন, সি, এন্ ৮৪
সের ৮৬, ১১৩, ১৩১
সেরমোকালা ১০৫
সেলিমগড় ৬৯, ৭৪, ৭৫, ১৭৯
সেসন, বি, টি ১৬১
সৈয়দবন্দর ৩৬
সোনপুর ৮৬
সোয়াবোয়া ১০৫
স্যালামানবগ ১৫৩
হুকলি, এইচ, আর ১২৬
হ্যামটন কর্নেল ১২৬
হ্যাঙ্কোর্ডহাম লর্ড ১২৩, ১২৬
হীটফিল্ড ১৮২
হগ (কাপ্তেন) ১২৬
হবাজিক-উল-মুলক ১৪৪
হাইগ ডগলাস (স্যার) ৮১, ১৬১
হাইদর আলি ১১২
হাইদ্রাবাদ ১০১, ১০৪, ১১০, ১১৯, ১২১
হাইস্লাউয়ার, এইচ, এ, এস ৪২, ২১৪
হাইষ্ট্রার্ড (লর্ড) ১৯৫, ২০১
হাওড়া ১৯৫
হান্টন (কর্নেল) ১৪৮
হান্টার মিঃ ৩৫
হাম্ফ্রে বুক ৪৭
হিওয়েট, জে, সি ৬৩, ৭৫, ১২৫
হিম্মত সিংহ ১২৪

হিল, এইচ ১২৬
হেনরী, ই, (স্যার) ১২৫
হেরল্ড ব্রাউন ১৯৯
হেলী ডবলিউ, এম ৬৪
হেষ্টিংস ওয়ারেণ ৮১
হ্যামিলটন. এল ২৯
হ্যারিস (লর্ড) ১২৫
হ্যালিডে মিঃ ১৯৮, ২১৪

Printed and published by J. C. Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta, for Messrs. S. K. Lahiri & Co.—22-4-18—X2.